হরিদাস।

(সাধু।)

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

—।০।—

[illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা [illegible]নং কলেজ ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

১২৯১ সাল।

মাননীয় শ্রীযুক্তবাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বারিষ্টার
মহোদয় সমীপেষু

ভাই!

প্রথমে বোধ হইয়াছিল, ভ্রমক্রমে পুস্তকখানি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছি, কেন না, হরিদাস আমার হাতে পড়িয়া অশেষ দোষের আকর হইয়াছে। তাই লোকে ভাবিতে পারেন,—তবে বুঝি আপনি গুণগ্রাহী নন,—কেবল দোষগ্রাহী, সকলের দোষ কুড়াইয়া বেড়ান। তাহার পর বুঝিয়া দেখিলাম,—কৈ না, ভ্রম হয় নাই;——ভুবন পলিতাক কলঙ্ক আলিঙ্গিতি চান্দে, মঝু সো তেহারি।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

হরিদাসবাবুর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথমে এই পুস্তক অতি ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হয়, তখন এমন আশা ছিল না যে, ইহা সর্ব্বত্র এত আদৃত হইবে। কিন্তু দেখিলাম, প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক অল্পদিনেই নিঃশেষিত হইল, সেকারণ এবার পুরাতন ইংরাজি পুস্তকাদির প্রমাণ সমেত গ্রন্থখানি বৃহদাকারে প্রকাশিত হইল। যেসকল অংশ এখনও অসম্পূর্ণ থাকিল, ক্রমে তাহার পরিপূরণ করিব।

ব্রেড, অসবরন, হানিগবর্গার প্রভৃতির পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, সে কারণ তাঁহাদের পুস্তকের সমগ্র ইংরাজি অংশ যথাবৎ উদ্ধৃত করিয়াছি।

হরিদাসের একটী ঠিক ছবি দেওয়া হয় নাই। এখনও তিনপ্রকারস্থলের তিনটী মূর্ত্তি পাওয়া যায়, (১) [illegible] হরিদাস পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট; (২) [illegible] উত্থানে, (৩) [illegible]। এই সকল প্রতিকৃতি দিলে পুস্তকের মূল্য অধিক করিতে হইত বলিয়া দেওয়া হয় নাই।

৬ কার্ত্তিক ১২৯১   শ্রীব্রজলাল শর্ম্মা।

সূচিপত্র

হরিদাস।

হরিদাস।

(১) মহারাজ রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশ দিন
মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিয়া যোগবল পরীক্ষা
করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাখ্যান।

১

গল্পের আভাস।

মহাপুরুষের উপাখ্যান লিখিতে গেলে, আগে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিখানি দেওয়া চাই। প্রতিমূর্ত্তি না দিলে, চরিত্রচিত্রের অবিকলচ্ছায়া গিয়া পাঠকের হৃদয়ে পড়িতে পায় না, কেবল উপর উপর ভাসিয়া বেড়ায়, অন্তঃকরণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করে না। যাহার মনের ছাঁদ আঁকিয়া তুলিতে হইবে, তাঁহার মুখগঠন চিত্র করিয়া না দেখাইলে পাঠককে যেন অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা হয়।

লোক-চরিত অত্যন্ত দুর্ব্বোধ। মনুষ্য-মনের ভিতরে ভিতরে, গভীর তলে তলে কি আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে জন্য জীবনচরিত-লেখকেরা লোকের কার্য্য দেখিয়া সদসৎ বিচার করেন। তাঁহাদের চিত্ররচনায় অন্তর্দৃষ্টি নাই; তাঁহারা উপরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া থাকেন, মনের গঠন কেমন, সে দিকে লক্ষ্য রাখেন না। ভাল কাজ দেখিলে মুখশ্রীতে একটু মধুরিমা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে

---

(১) এই সমাধিসিদ্ধ যোগীর যোগবল বুঝিবার জন্য ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকেও অনেকবার পরীক্ষা লইয়াছিলেন, পাঠক এই পুস্তকখানি আদ্যন্ত পড়িলে তাহা জানিতে পারিবেন।

উজ্জ্বল করিয়া থাকেন ; মন্দ কাজ দেখিলে তাহার ভিতরে, বাহিরে, চতুর্ধারে কেবল কালি দিয়া তুলি ঘসিতে থাকেন।

তাই, জীবনচরিত-লেখকের চরিত্ররচনায় এবং চিত্রকরের কৌশলময় বর্ণ-বিন্যাসে প্রভেদ অনেক। উভয়ের কাজ চিত্র করা। এক জন মনের ছবি আঁকিয়া তুলেন, আর এক জন ব্যাহ্যাকৃতি চিত্র করিয়া দেখান। কিন্তু এই দুই জনের মধ্যে কাহার কারু-নৈপুণ্য অধিক, তাহার বিচার করিয়া দেখিলে চিত্রকরকে উচ্চাসনে বসাইতে হয়। ইনি তুলি ধরিলে, ঠিক মনের ছাঁদ মুখের উপর আনিয়া বসাইতে পারেন ; কেমন করিয়া অবিকল মনের গড়ন মুখাকৃতিতে আঁকিয়া দেখাইতে হয়, চিত্রকর সে কৌশল বিলক্ষণ বুঝেন। কিন্তু জীবনচরিত-লেখক, চরিত্ররচনায় এমন সফলতা লাভ করিতে পারেন না। তিনি পরাধীন, তাঁহাকে মানুষের-কাজের বশে চলিতে হয়, কাজ দেখিয়া চরিত্র আঁকিতে হয়, সে জন্য তাঁহার পটের ঠিক শ্রীছাঁদ থাকে না। কোথাও কম, কোথাও বেশী, কোথাও মলিনতা, কোথাও প্রখর তেজ ; মূলের সঙ্গে মিলাইলে সম্পূর্ণ নূতন চিত্র হইয়া পড়ে।

জীবনচরিত-লেখক, চিত্রপট ঠিক রাখিতে পারেন না কেন? তাঁহার কি রচনা-শক্তি কম? তাহা নয়,—ইঁহারও চরিত্ররচনা কৌশলময়ী। কিন্তু মানুষের কার্য্য দৃষ্টে ইঁহার মন কুহকে পড়িয়া ভুলিয়া যায়, চিরকালের ধারণা এক মুহূর্ত্তে বিলোড়িত হইয়া উঠে। কার্য্যপ্রণালী মনুষ্যের মন চিনাইয়া দিবার প্রকৃত উপায় নহে। ইহার ঠিক নাম,—চিত্তগতি লুকাইয়া রাখিবার উপায়। অনেক স্থলে মিষ্টালাপ ও শিষ্টাচার অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। মনকে ভুলাইতে ও প্রাণ কাড়িয়া লইতে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

সকলেই দেখিয়াছেন, দুশ্চরিত্র-লোকের যদি একটু বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, তবে সে মৌখিক শীলতায় ও শিষ্টাচারিতায় অনেককে মুগ্ধ করিয়া দেয়। সকল সময় আমরা উদ্দেশ্য বুঝি না, সুতরাং বাহ্যাড়ম্বরে

আহ্লাদিত হইয়া পড়ি। কিন্তু কাজ দেখিয়া যদি পক্ষপাতী না হই, তবে আমাদের ঈদৃশ ভ্রম ঘটে না। কোন একটী অপরিচিত লোক নিকটে আসিয়া বসিলেই তাহার মুখশ্রী দেখিয়া প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মে। এ কথা সত্য, আমাদের অনুমান ভ্রমশূন্য না হইতে পারে, কিন্তু মানুষটী দুষ্ট কি শিষ্ট, তাহার মুখের গঠন ও আকারেঙ্গিত দেখিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, কাজ দেখিলে তেমন বুঝা যায় না। তাই, মহাজনের চরিত্র আঁকিতে বসিলে, আগে তাঁহার মুখাকৃতি চিত্র করিয়া দেখান চাই।

আজি আমি যাঁহার উপাখ্যান লিখিতে বসিয়াছি, তিনি মহা-পুরুষ কি না বলিতে চাই না। তবে, তিনি নিজের অদ্ভুত ক্ষমতার রাজাকে, রাজসভাসদকে ও রাজমন্ত্রীকে ভুলাইয়াছিলেন, সুফী পথাবলম্বী মুসলমানদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, হিন্দুবেশক খৃষ্টানদের চক্ষে ধূলি ছিটাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, সে কারণ তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেছি। কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া লোক চিনিতে পারা যায় না, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমি মনের ছবি উঠাইবার পূর্ব্বে নায়কের মুখাবয়বখানি ঠিক আঁকিয়া দিয়াছি। এই জীবন-চরিত পাঠ করিলে প্রকাশ পাইবে, মনুষ্যের কাজ দেখিয়া মনের প্রকৃত চিত্র তুলিয়া আনা কঠিন, কেবল মুখাকৃতি দেখিলেই মনের প্রকৃতাবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

আর এক কথা, আমার নায়কের সদসৎ চরিত্র বুঝিবার ভার আমি পাঠকদের হাতে দিলাম। যিনি যেমন বুঝিবেন, তিনি সেইরূপ মতের পক্ষপাতী হউন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কতকাল হইতে এ দেশে দর্শনশাস্ত্রের কেমন আলোচনা হইয়াছিল, হিন্দুরা দ্রব্যগুণ প্রাণীতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব কেমন বুঝিতেন, এই উপাখ্যানে আমি পাঠকদিগকে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিব। ইহাও বলিয়া রাখি, আমার এই গল্পের কোন অংশ কাল্পনিক নয়; আমি মনগড়া কথা

দিয়া ইহার কোন ভাগ সাজাই নাই। ভাল হউক আর মন্দ হউক, পদ্ম দেখাইতে গিয়া আমি কোথাও মৃণালের কাঁটা ফেলিয়া কেবল ফুটন্ত ফুলটী দেখাই নাই। যে সকল ঘটনা প্রধান ইউরোপীয়গণ স্বচক্ষে দেখিয়া স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাহাই অধিক আদর করিয়া লইয়াছি। যাহা কোন পুস্তকাদিতে লেখা নাই, কেবল এ দেশীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেকের নিকট বিশেষ তদন্ত না লইয়া তাহা গ্রহণ করি নাই।

আমি যে চিত্রপটখানি দেখাইলাম, আজি রণজিৎ সিংহ জীবিত নাই, জীবিত থাকিলে তিনি নিজ মুখে ইহার পরিচয় দিতেন। সে পলিটিক্যাল এজেন্ট ওয়েড্ সাহেবও নাই, তিনি প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারিতেন। হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্রে খৃষ্টানদের ভক্তি নাই। আমরা হিন্দু, অন্ধকারে পড়িয়া আছি, সমস্ত অলৌকিক ব্যাপার চক্ষুষ দেখিলেও আমাদিগকে কেহ বিশ্বাস করিবেন না, সুতরাং আলোকবাসী খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীর সাক্ষ্যই অনেকটা আদরণীয় হইত, তাহাতে লোকেরও বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিত। কিন্তু যিনি হরিদাসের নিস্পন্দ অসাড় শরীর পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাড়ীচালনা ও হৃৎকম্পন স্বহস্তে টিপিয়া দেখিয়াছিলেন, সে রেসিডেন্সী সর্জ্জন ম্যাক-গ্রেগরও অদ্যাপি জীবিত নাই। ডাক্তার মরে, জেনারেল ভেঞ্চুরা এবং কর্ণেল ওয়েড্ সাহেবও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ম্যাক্‌নটেন ও বৈলো সাহেবও আর নাই। যদি বিশ্বাস কর, এখন তাঁহাদের পুস্তকই প্রমাণ।

তথাপি এক সুবিধা এই, আজও অধিক দিন হয় নাই, আমি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি। হরিদাসকে চিনিতেন, খুজিলে অদ্যাপি তেমন লোক অনেক পাওয়া যাইতে পারে। দশ বৎসর বয়ঃক্রমে বালকেরা যাহা দেখে ও শুনে, চিরকাল তাহা স্মরণ থাকে। তবে তুচ্ছ ঘটনা স্মরণ না থাকিবার সম্ভাবনা। হরিদাসের ঘটনা তুচ্ছ নয়, তাহা

দেশে দেশে খ্যাত, জগতে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে একবার দেখিয়া ভুলিতে পারে, মানুষের মধ্যে এমন নবুঝো কেহই নাই। বাল্যকালে এই মহাপুরুষকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, আজ তাঁহাদের বয়ঃক্রম ষাট বৎসর। অদ্যাবধি কলির তত প্রাদুর্ভাব হয় নাই যে, ষাট বৎসরের বৃদ্ধ লোক খুজিলে মিলিবে না। কথা ছিল, কলিতে গৃহলক্ষ্মীরা গুরুজনের মাথায় উঠিয়া বসিবেন, সে কথা অনেক দিন মিলিয়াছে। রাজা শোষক হইবেন, তাহারও অন্যথা ঘটে নাই। মনুষ্য অল্পায়ুঃ হইবে, এ কথাও যে ঠিক নয়, তাহা বলি না। সাংসারিক কষ্টে মনুষ্যও ক্রমে জীর্ণ ও ক্ষীণজীবী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া আজও আয়ুর পরিমাণ ষাট বৎসরের কম হয় নাই। অদ্যাপি গ্রামে গ্রামে দুই চারি জন অশীতিপর বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদাস, কে? লুধিয়ানার জওলাপ্রসাদ তাহার জীবন্ত প্রমাণ। এই সাক্ষী ওয়েড্ সাহেবের কেরাণী ছিলেন, এখনও জীবিত রহিয়াছেন। হরিদাসকে তিনি চিনিতেন, হরিদাসের অদ্ভুত কাজ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। পুস্তকে যে সব কথা পড়িয়াছিলাম, এই বৃদ্ধ পঞ্জাবীর মুখে ঠিক তাহাই শুনিয়াছি। তদ্ভিন্ন জেসলমীর, কোটা, কর্ণুল, অমৃতসর প্রভৃতি অন্যান্যস্থানেও হরিদাসের পরিচিত দুই এক জন ব্যক্তি আজি পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। তাঁহারা এখনও সন্ধ্যায় সকালে লোকের কাছে পূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনার গল্প করিয়া থাকেন। প্রথমে হরিদাসকে কেহ দেবতা ভিন্ন মানুষ বলিতে পারেন নাই। তাঁহার মনুষ্য-দেহে দেবতার তুল্য অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। চক্ষে যাহা দেখিলেও সহসা বিশ্বাস করা যায় না, মনে ভাবিতে গেলেও যাহা কল্পনাতে আসে না; শত শত হিন্দু ও মুসলমানকে এবং অন্যূন ছয় শত ইউরোপীয়কে হরিদাস তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

বাঙ্গালী গল্প পড়িতে ভাল বাসেন; মহাজনের উপাখ্যান পড়িতে বাঙ্গালীর এখন কৌতূহল জন্মিয়াছে। কিন্তু আমার হরিদাস বড়লোক

নন, ইনি বনচারী সন্ন্যাসী। শুনিয়াছি, তিনি সভা করিয়া বেড়াইতেন না, বক্তৃতা করিতেও জানিতেন না। ইহাও সর্ব্বত্র রাষ্ট্র আছে, তাঁহার খবরের কাগজ ছিল না। সে জন্য অগ্রেই বলিয়া রাখি,—বক্তৃতা না করিলে কিম্বা খবরের কাগজ না থাকিলে যদি তোমরা কাহাকেও মানুষ বলিয়া গণ্য কর, তবে কেমন করিয়া হরিদাসকে মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় নাই; সে বৃত্তান্ত পড়িতে পার।

২

অমৃতসরে সাধু।

রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী রাজা ধ্যান সিংহ যখন জম্বুতে থাকিতেন, তৎকালে তিনি প্রত্যহই একটী সাধুর গল্প শুনিতে পাইতেন। সভায় যে আসিত, সেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতার গল্প করিত। কিন্তু ভাঁড়, ভাট ও সভাসদের এমন অভ্যাস আছে, তাহারা রাজাকে তুষ্ট করিবার জন্য অনেক কাল্পনিক গল্প করে। সে কারণ সভাস্থলে সন্ন্যাসীর কোন গল্প উঠিলে রাজা প্রথম প্রথম তাহাতে বড় মনোযোগ করিতেন না।

ক্রমে তিন চারি মাস গেল, তবু লোকের গল্প ফুরাইল না। ধ্যান সিংহ শুনিলেন, সহরে জনরব আরও বাড়িয়াছে,—পথে, ঘাটে, বাজারে সর্ব্বত্রই সাধুর গল্প। যেখানে পাঁচজন লোক একত্র বসিয়াছে, সেই স্থানেই সাধুর কথা। মানুষ হুজুগ পাইলে আর কিছু চায় না; দোকানী পসারীর দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গৃহস্থের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সহর ভাঙ্গিয়া অমৃতসরে চলিয়া গিয়াছে। যে নগরে লোক ঠিলিয়া পথে হাটিতে হইত, সেখানে আর পথিকের রহট নাই,—নগর জনশূন্য। জয়স্রোত ও অমৃতসর হইতে যে সকল রাজদূত জম্বুতে আসিত, সকলেই রাজসভায় সন্ন্যাসীর গল্প পাড়িত;

সকলেই বলিত,—এমন সিদ্ধপুরুষ দেখি নাই! তিনি গুটিকাসিদ্ধ; ইচ্ছা করিলে অদৃশ্য হইতে পারেন (২), নিমেষ মধ্যে ত্রিজগৎ ঘুরিয়া আসেন। আমরা তাঁহাকে জলের উপর ছুটিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থ পাঠ করেন, সম্মুখে কেহ দাঁড়াইলে না দেখিয়া তাহার নাম বলিয়া দেন। জয়স্রোতে তাঁহাকে তিন মাস মাটীর ভিতর পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয় নাই। মৃত্তিকায় পুতিলে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস থাকে না, শরীর স্পন্দহীন হইয়া যায়। অমৃতসরে আবার তাঁহাকে প্রোথিত রাখা হইয়াছে, এবার তিনি এক মাস কাল মৃত্তিকার মধ্যে থাকিবেন। এই কথা শুনিয়া মহারাজ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এতদিন সন্ন্যাসীর অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন, কিন্তু মানসিংহ কিছুতে প্রত্যুত্তর করিতেন না। জানেন, রাজারা সচরাচর সাধারণের কথায় তত মনোযোগ করেন না, সকল কথার উত্তর দেন না; তাই লোকে তাঁহাদিগকে বোকা ও মূর্খ ভাবে। এই ধারণা সকল ঘরে আছে; বড় বড় রাজার ঘর হইতে সামান্য গৃহস্থের ঘরে এই ধারণা, যেখানে প্রভু ভৃত্য সেইখানে এই ধারণা। ভৃত্য না হইলে প্রভুর কাজ চলে না; একটু একটু বঞ্চনা না থাকিলে অনেক স্বার্থপর ভৃত্যের দিন চলে না। প্রভু সকল কথায় কাণ দেন না, সকল কাজে চোখ দেন না; চোখ কাণ দিলে ভৃত্য থাকে না; তাই প্রভুর ঔদাস্য দেখিয়া ভৃত্য আপনাকে অধিক চালাক চতুর ভাবে। সকল কাজে আপনার বুদ্ধিমত্তা দেখায়, সকল কাজে বাহাদুরী লইতে যায়। এই রোগ চাটুকারদের গল্পের সময় কিছু অধিক প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহারা কাল্পনিক ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিয়া প্রভুর

(২) কামতন্ত্রে লিখিত আছে, রূপা ও রাঙের চুঙ্গি করিয়া তন্মধ্যে কালপেঁচার চক্ষু রাখিয়া গুটী নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই গুটী মুখে রাখিলে মানুষ অদৃশ্যহইতে পারে। পরীক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে ফল দেখা যায় নাই।

মনোরঞ্জন করে। সে কারণ, ধ্যানসিংহ সন্ন্যাসীর গল্প শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।

সভাসদেরা বলিল, 'সন্ন্যাসী আজিও মৃত্তিকায় প্রোথিত আছেন; দুই তিন দিনের মধ্যে উত্থিত হইবেন, মহারাজের যদি ইচ্ছা হয়, গিয়া স্বচক্ষে দেখিতে পারেন।' একথা শুনিলে মহাপ্রাণী শুকাইয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একে ত তিন চারি মাসের জন্য আহার ত্যাগ করিয়া মৃত্তিকার ভিতর থাকাই কষ্টকর। আশু মৃত্যু ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফলের আশা নাই। তাহাতে আবার ইচ্ছামাত্র রক্তচালনা বন্ধ করা ও শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলা দৈবশক্তি ব্যতীত ঘটে না। সকল লোকে এ কথা সহজে বিশ্বাস করিয়াছিল, ধ্যানসিংহ কি বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীকে স্বয়ং দেখিতেও গেলেন না। সে দিন পূর্ণিমা, ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই, মহারাজ কেবলি চিন্তা করিতেছিলেন। কি চিন্তা করিয়াছিলেন, কাহাকে বলেন নাই। পরদিন প্রভাতে দুই তিন জন লোক অমৃতসরে পাঠাইলেন। বলিয়া দিলেন, যদি সমস্ত ব্যাপার সত্য হয় দেখ, উচিত সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে সন্ন্যাসীকে এখানে আনিবে। যদি প্রতারণা ও ভণ্ডতা বোধ হয়, কিছুই বলিবে না, সত্বর ফিরিয়া আসিবে।

দূতেরা অমৃতসরে গিয়া দেখিল, সাধু মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত আছেন; পর দিবস তাঁহাকে উত্তোলন করা হইবে। নিকটে কাহার যাইবার অনুমতি নাই, চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী ফিরিতেছে। যাহারা সাধুকে দেখিতে গিয়াছে, সমাধিস্থান ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, দূর হইতে তাহাই দেখিয়া আসিতেছে। কেহ গললগ্ন-বস্ত্রে ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিতেছে, কেহ পুষ্পচন্দন ছড়াইতেছে, কেহ ফল মূল দুগ্ধ মৃত্তিকায় রাখিয়া উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দিতেছে। সন্ধ্যার সময় পুরকামিনীরা আসিয়া ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া সমাধি-বেদীর চারিদিকে থরে থরে সাজাইয়া দিল। বন্ধ্যানারী পুত্রকামনায় বেদীর উপর লোষ্ট

দাঁড়াইয়া রহিল; অন্ধ খঞ্জ ও চিররুগ্নেরা গড়াগড়ি দিয়া সেই পুণ্যক্ষেত্রের মৃত্তিকা গায়ে মাখিতে লাগিল। যিনি যোগরোধ করিয়া মৃত্তিকার ভিতর জড়বৎ পড়িয়া আছেন, ইচ্ছামাত্র পুনর্জ্জীবিত হইতে পারেন,—হউন না কেন মনুষ্য,—সংসারে তেমন লোকের অসাধ্য কি আছে? এই বিশ্বাসে যাবতীয় লোক ভক্তিভাবে সন্ন্যাসীর কাছে মনোমত বর চাহিতে লাগিল।

রাত্রি অবসানে নগরের প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত হইলেন। রাজকর্ম্মচারী, সেনা, সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই আসিলেন। নগরবাসীরা যে যেখানে ছিল, সকলেই আসিয়া মিলিল। আজি যোগীর উঠিবার দিন। দিগ্‌দিগন্তর হইতে যে সকল লোক দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ধ্যানসিংহের প্রেরিত লোকেরা প্রভুর আদেশমত এপর্য্যন্ত কাহাকে আত্মপরিচয় দেয় নাই। সাধুকে উঠাইবার সময় তাহারাও যাবতীয় ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে কতকগুলি লোক মৃত্তিকা খুঁড়াইয়া সন্ন্যাসীকে তুলিলেন, সংজ্ঞা নাই, দেহে প্রাণ নাই। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই মৃতবৎশরীরে কোথা হইতে প্রাণবায়ু আসিয়া পুনর্ব্বার প্রবেশ করিল; যোগী সচেতন হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার দর্শনে চতুর্দ্দিকে কোলাহল পড়িয়া গেল; অনেকের মনে এই সন্দেহ ঘটিল, সাধু যথার্থ মানুষ কি দেবতা।

এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ ধ্যানসিংহের নিকট প্রেরিত হইল। এখানে যে কয়েক জন দূত যোগীর নিকট উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বিস্তর সাধনা ও স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তিনি জম্মুতে যাইতে সম্মত হইলেন না। ধ্যানসিংহের কৌতূহল তৃপ্ত করা চাই। তিনি কেবল লোকমুখে এই অলৌকিক ব্যাপার শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিবার ব্যক্তি নন। প্রায় মাসাবধি দূত দ্বারা চেষ্টা করাইয়া দেখিলেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না। অবশেষে স্বয়ং আসিয়া সশিষ্য যোগীকে জম্মুতে লইয়া গেলেন। এই নগরে তিনি চারি মাস মৃত্তিকার ভিতর জড়বৎ পড়িয়া থাকেন,

ইহা ধ্যানসিংহ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে সাধুর গোঁপ দাড়ী সমস্ত কামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু চারি মাসের মধ্যে কিছুমাত্র কেশ গজায় নাই (৩)।

৩

ম্যাকনটেনের পরীক্ষা।

হরিদাসের যেরূপ অলৌকিক ক্ষমতার উল্লেখ করিলাম, তাহা শুনিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, তেমন মহাপুরুষের নাম অধিক দিন লুকাইয়া থাকিবার নয়। লোকের গল্পে গল্পে অল্পকাল মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র রাষ্ট্র

---

(৩) The minister, Raja Dhyan Sinha, assured me, that he himself kept this faquir (whose name was Haridasa) four months under the ground, when he was at Jammoo in the mountains. On the day of his burial, he ordered his beard to be shaved, and at his exumation his chin was as smooth as on the day of his interment; thus furnishing a complete proof of the powers of vitality having been suspended during that period.

Honigberger's Thirty-five years in the East.

কেহ কেহ গল্প করেন যে, মৃতব্যক্তির নখ চুল গজাইতে পারে। তাহার প্রমাণ এই, অনেক স্থানে বৈষ্ণবদের সমাজ খুড়িতে খুড়িতে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নখচুল গজাইয়াছিল।

আমরা এ প্রমাণ বিশুদ্ধ ও বলবৎ জ্ঞান করি না। কারণ, মৃত্যুর প্রাক্কালে সে দেহে কত বড় নখ চুল ছিল, তাহা কেহই দেখিয়া রাখেন নাই। তবে মৃত্যুর পর যে নখ চুল বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ কথা কি রূপে নিশ্চিত হইতে পারে?

হইয়া পড়িল। যেখানে যাইবে, লোকে অন্য চর্চা ভুলিয়া গিয়াছে, এখন সকলের মুখেই কেবল হরিদাসের গল্প। হিন্দু এবং মুসলমানের ত কথাই নাই, সন্ধ্যার পর পাঁচ জন সাহেবও একত্র বসিলে হরিদাসের কথা কহিতেন। রাজপুতানা এবং পঞ্জাবাদি অঞ্চলে যে সমস্ত ইংরাজ ছিলেন, তাঁহারা যোগীকে আনাইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা লইয়া যেমন বিশ্বাস হইত, সেই সকল কথা তাঁহারা বাঙ্গালার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়া পাঠাইতেন। কলিকাতার সাহেবেরা পত্র গুলির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া ইংরাজি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন *। সুতরাং বাঙ্গালা দেশেও মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রথম প্রথম হিন্দু মুসলমান এবং খৃষ্টানেরা স্থির জানিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের সাহেবেরা কেবল কৌতুক দেখিবার জন্য পরিহাস করিয়া এই সংবাদ পাঠাইতেছেন। বস্তুতঃ ঘটনা সত্য নয়, সকলিই মিথ্যা।

---

* Several extracts from the letters of individuals who had seen the man in the upper provinces, appeared in the Calcutta papers, giving some account of his extraordinary powers, which were, at the time, naturally enough, looked upon as mere attempts at a hoax upon the inhabitants of Calcutta.

See—Osborne's Camp and Court of Ranajit Singha.

বাস্তবিক হরিদাসের যে প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে কেহই সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ডাক্তার হানিংবার্গার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনকালে সেনাপতি ভেন্তুরার মুখে সাধুর গল্প শুনিলেন। তিনিও প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে,——

On that occasion, the general related to me an occurrence which at first I could scarcely believe, thinking it a pure invention or a mere joke; but I soon became presuaded that he was in earnest.

Calcutta Medical Journal 1835.

এই পত্রিকাতেও হরিদাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

খৃষ্টিতপন্থীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া হিন্দুরাও যে, অপ্রত্যয় করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল। আমি যে সময়ের গল্প লিখিতেছি, তখন বাঙ্গালাদেশে পাদরীদের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। তাঁহারা হিন্দুদের দেবদেবীর নিন্দাবাদ করিয়া আপনাদের গলার জমকাইতেন। হাটে বাজারে যেখানে লোকের জনতা হইত, সেই খানেই পাদরী সাহেবের অধিষ্ঠান। কালীমূর্ত্তির কোথায় কি দোষ আছে, দুর্গামূর্ত্তির কোন কোন স্থানে কি কি নিন্দা দেখান যাইতে পারে, ব্রাহ্মণদের পূজা আহ্নিকের মন্ত্রে কি দোষ ধরিয়া দিলে হিন্দুদের অভক্তি জন্মিবে, পাদরীরা বাটী হইতে এই সকল গূঢ়তত্ত্বকথা কাগজে টুকিয়া আনিতেন। পরে লোক সমারোহ দেখিলে সেই সমস্ত সাত্বিক উপদেশদ্বারা এ দেশের অন্ধ লোককে ঐহিক ও পারত্রিক পথের সুবিধা বলিয়া দিতেন। কাজেই তখনকার বাঙ্গালীর মন কেমন যেন হইয়া গিয়াছিল। যিনি কিঞ্চিৎ ইংরাজী পড়িতেন, তাঁহারই চর্ম্মচক্ষু ফুটিয়া যাইত,—হিন্দু দেবদেবী আর তাঁহাকে ভাল লাগিত না। এখন যেমন আমরা নিশ্চিত জানিয়া রাখিয়াছি, ইংরাজেরা আজন্মকাল এদেশে কাটাইলেও মাষ্টার ঘুচিয়া বাবু হন না, গ্রীষ্মে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেও ফুর্‌ফুরে ধুতি চাদর পরেন না। কিন্তু বাঙ্গালীরা একবার বিলাতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলেই তাঁহাদের বাবুটুকু ঘুচিয়া মাষ্টার হয়, খাদ্য পরিচ্ছদ সকলিই ফিরিয়া যায়। সে কালের লোকেও তদ্রূপ জানিয়াছিলেন, পাদরীরা জন্মাবচ্ছিন্ন বাঙ্গালা পড়িলে কস্মিন্‌কালে হিন্দু হন না, কিন্তু বাঙ্গালীরা দুপাত ইংরাজি উল্টাইলে এক দিনেই খৃষ্টান হইয়া যান। আমাদের হরিদাস এই সময়ের লোক। সুতরাং হিন্দু ও খৃষ্টানেরা তাঁহার গল্প পড়িয়া হেসে হেসে বাঁচিতেন না। কেহ প্রকৃত সংবাদ পাঠাইলেও তাহা সে সময়ের হাসির স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইত।

ক্রমে দিন গেল মাস গেল, দেখিতে দেখিতে বৎসরও গেল। যোগী পশ্চিম দেশে আরও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। একবার কলিকাতার মেডিক্যাল জর্ণালে তাঁহার অনেকটা ইতিহাস প্রকাশ পাইল। জনৈক বিখ্যাত ইংরাজ ডাক্তার সেই প্রস্তাবের লেখক। এদিকে লুধিয়ানার মেডিক্যাল টপোগ্রাফির উপসংহারে ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর কতকগুলি চাক্ষুষ ঘটনা প্রকাশ করিলেন। এবারকার সাক্ষ্য অকাট্য হইল। কথিত আছে, লর্ড বেণ্টিঙ্ক এবং তৎপরে লর্ড অকলাণ্ড উভয়েই নাকি এবিষয়ের সত্য মিথ্যা ঠিক তদন্ত জানিবার জন্য রাজপুতানার এবং পঞ্জাবের এজেন্টদিগকে পত্র লিখিতেন। হরিদাসকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের অতিশয় ইচ্ছা জন্মিয়াছিল।

পশ্চিম রাজ্যে যখন হরিদাসের অত্যন্ত পসার, সে সময় ম্যাকনটেন সাহেব রাজপুতানার সহকারী এজেন্ট। আমাদের সাধু শিষ্যদের লইয়া পুষ্করে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তথায় এজেন্ট সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরাজেরা হরিদাসের গল্প বিশ্বাস করিতেন না, এবং স্বয়ং লাট সাহেব তাঁহার বিষয় জানিবার জন্য পত্র লেখা লিখি করেন, সে কারণ ম্যাক্‌নটেন সাহেব তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু জানি না সন্ন্যাসী কি ভাবিয়া তাঁহার স্তব স্তুতিতে ভুলিলেন না। হরিদাস কলি-কাতায় আসিতে অসম্মত হইয়াছেন শুনিয়া বাঙ্গালার সাহেবেরা পরস্পর বলাবলি করিলেন যে,—'তবে একার্য্যের ভিতর অবশ্য কোন প্রকার ছল চাতুরী আছে। ছল চাতুরী না থাকিলে তিনি কলিকাতায় আসিতে ভয় পাইলেন কেন? তিনি সত্য সত্যই যদি মৃতবৎ হইয়া মৃত্তিকার ভিতর থাকেন, তবে কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকের কাছে সে ক্ষমতা দেখাইতে পারিলে বরং আরও অধিক গৌরবের কথা।

সাহেবেরা এইরূপ তর্ক বিতর্কের পর মনে মনে স্থির করিয়া রাখি-লেন যে—সন্ন্যাসীটা ভণ্ড ও প্রতারক। সংবাদ পত্রে যদি তাঁহার বিষয়ে

কিছু প্রকাশিত হইত আর কেহ তাহা পড়িতে চাহিতেন না। কিন্তু হরিদাস কি কারণে কলিকাতায় আসিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম সকল লোকে বুঝেন নাই। এই সময়ে ইংরাজেরা চতুর্দ্দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেছিলেন। কাহাকেও একটু ক্ষমতাপন্ন দেখিলে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িয়া থাকিত। মুসলমানদের ভিতর মধ্যে মধ্যে এক এক জন পয়গম্বর হইয়া ইংরাজদের গোলাগুলি খাইয়া ফেলিতে চাহিতেন; সে কারণ তখন যোগী সন্ন্যাসীদেরও নিস্তার ছিল না। ঠিক এই সময়ে নলডেঙ্গা নারিকেলবেড়ে গ্রামে তিতুমির নামে এক জন মুসলমান বড় বুজরুক হইয়া উঠেন *। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য ইংরাজদিগকে একটী ক্ষুদ্র লড়াই করিতে হইয়া-

---

* কৃষ্ণনগর জেলার অন্তঃপাতী নলডেঙ্গা নারিকেল বেড়ের তিতুমির মক্কা গিয়াছিলেন। মক্কা হইতে তিনি মহা বুজরুক হইয়া দেশে আসিলেন। জ্বলন্ত আগুনে হাত দিতেন, হাত পুড়িত না। লোকে দেখিয়া অবাক্ হইল। প্রায় তিন চারি হাজার মুসলমান তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িল এবং সকলে মিলিয়া হিন্দুদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। সে জন্য কৃষ্ণনগরের মেজেষ্টার স্মিথ সাহেব এবং চারি থানার দারগা ও অনেক গুলি বরকন্দাজ মুসলমানদের অত্যাচার নিবারণ করিতে যায়। তিতু স্বজাতিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—'আমি ইংরাজদের গোলাগুলি গিলিয়া ফেলিব, তোপ উড়াইয়া দিব, তোমরা লড়াই কর। মূর্খ লোকেরা সেই আশ্বাসে ভুলিয়া লড়াই আরম্ভ করিল। সেবার ইংরাজদের প্রায় সমস্ত লোক হত হয়। স্মিথ সাহেব অনেক কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

ইংরাজেরা এইবার এক পল্টন ফৌজ পাঠাইলেন। মুসলমানেরা তখন বেউড় বাঁশ দিয়া গড়বন্দী করিয়াছে। ইংরাজের সৈন্য দেখিল, বাঁশের কেল্লার সঙ্গে গোলাগুলি দিয়া কি লড়াই হইবে? তাই পল্টন হইতে কতক গুলি ফাঁকা আবয়াজ হইল। তিতুমির বলিল,—'ঐ দেখ গোলাগুলি খাইয়াছি।' কাজেই মুসলমানেরা তখন আশ্বস্ত হইয়া অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিল। সুতরাং ইংরাজদিগকেও গুলি বর্ষণ করিতে হইল। বন্দুকের মুখে তিতুর বুজরুকী ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার অনুগামীরা কতক হত, কতক আহত হইল। কেহ কেহ দেশ ছাড়িয়া পলাইল; কেহ কেহ দাড়ী গোঁপ ফেলিয়া হিন্দু সাজিল। তিতু মির গ্রেপ্তার হইলেন।

ছিল। হরিদাস ভাবিলেন,—মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখিলে আমার মৃত্যু হয় না। তদ্দর্শনে ইংরাজেরা বিশ্বাস করিয়া থাকিবেন, আমি রক্তবীজের ঝাড়। অস্ত্রাঘাত করিলে কিম্বা তোপে উড়াইয়া দিলেও আমার মৃত্যু নাই। যদি এদেশে বিশ পঁচিশ হাজার এপ্রকার রক্তবীজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে পররাষ্ট্রে শান্তির আশা কোথায়? আমি কলিকাতায় গেলে কেবল সাহেবদের হাটে পড়িব। সেখানে আমার মান মর্য্যাদা কেহই বুঝিবেন না। হিন্দুদের মধ্যে তথায় কেবল বাঙ্গালী। কিন্তু বাঙ্গালীরা এখন সকলেই খৃষ্টান। শুনিতে পাই, তাঁহারা নাকি হাসি হাসি মুখে সাহেবদের পাতেই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে বসিয়া যান। কাজ নাই, এমন কুস্থানে গেলে আপনার মান রক্ষা করা দায় হইবে।'

এই প্রকার মিথ্যা ভ্রমে পড়িয়া হরিদাস কলিকাতায় আসিলেন না। লোকে কিন্তু তাহার কারণ অন্যরূপ বুঝিয়াছিলেন। কেহ কেহ এমনও শুনিয়াছেন, সন্ন্যাসী কাপ্তিওয়াদের নাকি একবার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি ইংরাজদের তোপ খাইয়া ফেলিতে পারি।' বোধ করি, এ ভয়ও তাঁহার মনে চিরকাল জাগরূক ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইংরাজেরা কখন না কখন তাঁহাকে নষ্ট করিবেন। লাহোরে সাহেবদিগকে কটু গালিমন্দ দিয়া এ কথা তিনি অস্বরন্ সাহেবকে স্পষ্টই খুলিয়া বলিয়াছিলেন। আমরা তাহার বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ লিখিব।

ম্যাকনটেন সাহেব দেখিলেন, আর অনুরোধ করা মিথ্যা। হরিদাস কলিকাতায় যাইবেন না। অতএব এইখানেই একবার পরীক্ষা করা যাউক। এইরূপ স্থির হইলে পুষ্করেই তাঁহার বুজরুকী দেখিবার সমস্ত আয়োজন হইল। এবার তাঁহাকে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হয় নাই। তিনি আসনবন্ধনপূর্ব্বক ধ্যানে বসিলে ম্যাকনটেন সাহেব তাঁহাকে সিন্দুকে পুরিয়া আপনার ঘরে ঝুলাইয়া রাখিলেন। তের দিন অতীত

হইলে সিন্ধুক খুলিয়া দেখা হইল হরিদাসের সংজ্ঞা নাই, সর্ব্বাঙ্গ শুকাইয়া কাষ্ঠের মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার প্রাণ সঞ্চার হইল। ‡

ম্যাক্‌নটেন সাহেবের পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া অনেকের মত ফিরিয়া গেল। হরিদাস যথার্থই নিশ্বাস এবং রক্তচালনা বন্ধ করিয়া অনাহারে সমাধিধারণ করিতে পারেন একথায় আর উপহাস করিলে চলে না দেখিয়া ক্রমে খৃষ্টানেরাও তাহা বিশ্বাস করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। হিন্দুদের আর নূতন করিয়া ভাবিতে হইল না। তাঁহারা অনেককালের পৈতৃক উদ্ভাবিত পথ ত্যাগ করিতেছিলেন, এখন সে কাঁটাবন ছাড়িয়া সকলে সোজা পরিষ্কার পথে আসিলেন। পাদরীদের পসার দিন দিন কমিয়া আসিল। লোকে হিন্দুধর্ম্মের কল্যাণে পুনর্ব্বার মঙ্গলঘট পাতিলেন, হিন্দুধর্ম্মের কল্যাণে আবার এই পুণ্যভূমিতে হুলুধ্বনি উঠিল।

---

‡ But another officer (Mcnaughten ...... Assistant to the Agent to the Governor General in Rajputana) put his abstenence to the test at Puskar, by suspending him for thirteen days, shut up in a wooden chest.

Lieutenant Bailean's Tour to Rajwara.

সমাধি অবস্থায় মৃত্তিকায় পোতা থাকিলে পাছে কীটে শরীর খাইয়া ফেলে, হরিদাস এইমাত্র আশঙ্কা করিতেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন ভয় ছিল না।

His only fear whilst in his grave is that of being attacked by insects, which he obviates by having his box suspended from the ceiling.

Osborne .

৪

জেসলমিরে পুত্রেষ্টি।

যে ক্ষমতা সচরাচর সকল লোকে ঘটে না, তাহাই অদ্ভুত। অদ্ভুত কাজ স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। তাই হরিদাসের কাজ যাহারা স্বচক্ষে দেখিতে পান নাই, সে সকল ব্যক্তি তাঁহার গল্প মিথ্যা বলিতেন। আমাদের সাধু অনেক স্থানে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু এ পুস্তকে আমরা সকল স্থানের ঘটনা লিখিব না। ইংরাজেরা হিন্দুধর্ম্ম মানেন না। সে কারণ, যে যে ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ উপস্থিত থাকিয়া হরিদাসের সমাধি অবস্থা দেখিয়াছিলেন, সেই সকল ঘটনা গুলি উল্লেখ করিয়া আমরা পাঠকদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এবার যে সমাধির কথা লিখিতেছি, তাহা জেসলমিরে ঘটিয়াছিল। হরিদাসকে তুলিবার সময় লেফটেনান্ট বৈলো সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। সে বৃত্তান্ত এই:——

জেসলমিরের মহারাওল নিঃসন্তান ছিলেন। এ দেশে স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, সন্তান সংসারের সৌন্দর্য্য। যেখানে বালকের মধুর আলাপ, মধুর হাসি শুনা যায় না, সে পরিবার অরণ্য। সন্তান বিনা লোকের সংসার ধর্ম্ম মিথ্যা। মহারাজ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় অনেক দৈবানুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু সকলিই বৃথা হইল। রাজবাটীতে যাগযজ্ঞের আর বাকি থাকিল না, অর্থ ব্যয়েরও ত্রুটি হইল না। পরিশেষে রাওল বুঝিলেন, অদৃষ্টে সন্তান নাই †।

---

† Just before our arrival at Jesulmir the Rawul had adopted a most singular expedient to obtain an heir to his throne, and the circumstances of his case are altogether so extraordinary that we should hardly have given them credence had they not occurred so immediately under our notice. We were told soon after our coming, that

এই সময়ে হরিদাসের মহা প্রাদুর্ভাব। তিনি পঞ্জাব গুজরাট, কোটা ইন্দোর প্রভৃতি নানা স্থানে আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইয়া বেড়াইতেছিলেন। এক দিন ঈশ্বরলাল নামক মহারাওলের জনৈক মন্ত্রী সভাস্থলে প্রস্তাব করিলেন — মহারাজ! পুত্রের নিমিত্ত

---

a man had been buried alive of his own free will in the bank of the tank close to our tent, and that he was to remain under ground for a whole month before the prescribed process of exumation should take place: the prescribed period elapsed on the first of April 1835, and in the forenoon of that day he was dug out alive in the presence of Isvarilala, one of the ministers, who had also superintended his interment. The place in which he was buried is a small building of stone, about twelve feet long and eight feet broad, built on the west edge of the large tank called Gurreesir, so often mentioned; in the floor of the house was a hole about three feet long, two half feet broad, and the same depth, or perhaps a yard deep, in which he was placed in a sitting posture sewed up in a linen shroud, with his knees doubled up toward the chin, his feet turned inward toward the stomach ? and his hands also pointed inward toward the chest. The cell or grave was lined with masonry, and floored with many folds of woolen and other cloth, that the white ants and such insects should be the less able to molest him. Two heavy slabs of stone, five or six feet long, several inches thick, and broad enough to cover the mouth of the grave,

দৈবক্রিয়ার ত আর বাকি নাই। এখন এক কাজ করিলে হয় না? সর্ব্বত্র হরিদাস সাধুর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনা যাইতেছে। রাজ-বাটীর অনেকে তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যোগবলে যিনি অক্লেশে মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে পারেন, তিনি সামান্য মনুষ্য নন। কলিতে তেমন লোক দুর্লভ — তিনি সিদ্ধপুরুষ। সমাধিসিদ্ধ হইতে

---

were then placed over him, so that he could not escape, and I believe a little earth was plastered over the whole so as to make the surface of the ground smooth and compact: the door of the house was also built up, and people placed outside to mount guard during the whole month, so that no tricks might be played nor deception practised.

Though we knew that the disinterment was likely to take place during our stay at Jesulmir, we did not recollect the precise day fixed for the ceremony, and might perhaps have missed it altogether, but Lieutenant Trevelyan's Munshi, Saadat Ali (attached to the Ajmir Agency) had fortunately stationed a person to give him notice of it, and he ran there in time to see the ripping open of the bag or shroud in which the man was enclosed. When the man was sent by the Munshi, we went to see if Lieutenant Mackeson would join us, but he was in a delicate health and unequal to much exposure to the sun, so Lieutenant Trevelyan and I set off together to see what might yet remain to be seen. The outer walling of

পারিলে সে মানুষ বাক্‌সিদ্ধও হন। তাহাতে ভুল নাই। আমার ইচ্ছা, তাঁহাকে রাজসভায় আনিয়া দিই, অবশ্য তিনি সন্তানের জন্ম কোন উপায় করিতে পারিবেন। মহারাওল এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

---

the house-door had been broken up, the covering of the grave removed, and the body lifted out in the presence of Isvarlala; the Munsi arrived in time to see the opening of the shroud as above mentioned, and stated that he was taken out in a perfectly senseless state, with his eyes closed, his hands cramped and powerless, his stomach very much shrunken, and his teeth jammed so fast together that the by-standers were obliged to force open his mouth with an iron instrument inorder to pour a little water down his throat. Under this treatment he gradually recovered his senses, and was restored to the use of his limbs; and when we went to see him, his nak[illegible] body had been covered with a clean white she[illegible] and he was sitting up supported by two men, several other people being assembled round him and round the door of the building, anxious to get a sight of this wanderful person, whom they supposed to possess supernatural powers, and to whom they made reverential *Salams.* He conversed with us in a low gentle tone of voice, as if his animal functions were still in a feeble state but so far from appearing distressed in mind by the long

ঈশ্বরলাল প্রভুর অনুমতি পাইয়া হরিদাসের কাছে লোক পাঠা-ইলেন। তিনি তখন পুষ্করে ছিলেন। পুষ্করে থাকিবার কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সিদ্ধপুরুষ রাজসভায় উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহার বহু সমাদর করিলেন। হরিদাস আসনে উপবিষ্ট, নিকটে পাঁচ সাত জন শিষ্য, রাজা ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া মনের কথা খুলিয়া বলিলেন। যোগী সমাধিতে বসিয়া গ্রহবৈগুণ্যের শান্তি করি-বেন, তাহা হইলেই সন্তান জন্মিবে, এই কথা স্থির হইল। সমাধি-ধারণের জন্য যে সকল পূর্ব্বানুষ্ঠান আছে, হরিদাস বাসায় গিয়া তাহা করিতে লাগিলেন। মহারাজও যোগীর আদেশ মত শুচি হইয়া থাকিলেন।

পরিশেষে (১ মার্চ ১৮৩৫) সমাধিতে বসিবার দিন উপস্থিত হইল। নগরের প্রান্তে গোবীসরোবরের পশ্চিম কূলে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী গৃহ ছিল। ঘরটী তাদৃশ বড় নয়, মাপিলে দৈর্ঘে আট হাত এবং প্রস্থে ছয় হাতের অধিক হইবে না। সমাধিতে বসিবার নিমিত্ত রাওল সেই ঘরের মেজেতে একটী গর্ত্ত কাটাইয়াছিলেন। হরি-দাস সমাধি-অবস্থা হইতে উঠিলে লেফ্‌টেনাণ্ট বৈলো সেই গর্ত্তটী মাপিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন ভিতরে স্থান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ — খাত দুই হাত দীর্ঘ, দেড় হাত প্রস্থ এবং কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই হাত গভীর। তাহাতে মকমল রেসম ও পসমের বস্ত্র বিছাইয়া দেওয়া হইল। হরিদাস ধ্যান-যোগে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে পাছে কীটাদিতে তাঁহার শরীর দংশন করে, সে জন্য বস্ত্রাদি দ্বারা গর্ত্ত আবৃত করা হইয়াছিল।

---

interment from which he had just been released, he said that we might bury him again for a twelve month if we pleased.

এই সঙ্কীর্ণ গর্ত্তে হরিদাস আসনবন্ধন করিয়া সমাধিতে বসিলেন। শিষ্যেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গেরুয়া বস্ত্রে জড়াইয়া সেলাই করিল। একা হরিদাস, কিন্তু চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতি লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য সকলেই তাঁহার গতিবিধি মনোযোগ দিয়া দেখিতেছিলেন। মহারাওল সন্তান-কামনায় হরিদাসকে সমাধিতে বসাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের সন্দেহ কিছুতে যায় নাই! জীবিত মানুষ মৃত্তিকার ভিতর মাসাবধি অনাহারে থাকিলে মৃত্যু হয় না, এ কথা শুনিলে মনে আপনিই সন্দেহ আসিয়া পড়ে। যোগিসন্ন্যাসীর প্রতি যাহার যত কেন ভক্তি থাকুক না, কিন্তু অদ্ভুত কাজ দেখিলে তন্মধ্যে কোন প্রতারণা আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মে। পাছে হরিদাস কিম্বা তাঁহার শিষ্যেরা প্রতারণা করিয়া ঠকাইয়া যান, সে জন্য ঈশ্বরলাল বিশেষ সতর্ক হইলেন। দুইটী বৃহদাকার প্রস্তর সমাধিগর্ত্তের উপর দৃঢ় করিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। প্রস্তর দুইখানি চারি হাত লম্বা এবং বিলক্ষণ স্থূল, মনে করিলে সহসা তুলিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরলালের প্রত্যয় হইল না, তিনি প্রস্তরের উপর পরিষ্কার করিয়া মাটীর লেপ দেওয়াইলেন। তাহার পর গৃহের দ্বার প্রস্তর দিয়া গাঁথাইয়া ফেলা হইল। বাহিরে অস্ত্রধারী প্রহরী ফিরিতে লাগিল। আর যে কেহ চাতুরী খেলিবে তাহার কোন পথ থাকিল না। সেই অবস্থায় সন্ন্যাসী এক মাস কাল সমাধিতে কাটাইলেন।

যৎকালে হরিদাস মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত ছিলেন, তখন লেফ-টেনাণ্ট বৈলো জেসলমিরে উপস্থিত। সমাধি গৃহের নিকটেই তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল। সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে সমাধিতে বসিয়া আছেন, তাহা তিনি জানিতেন; প্রত্যহ ট্রেভেলিয়ান সাহেবের সঙ্গে এক একবার সমাধি মন্দির দেখিতেও যাইতেন। কিন্তু তখন কি দেখিবেন? গৃহ

রুদ্ধ, — দ্বার পাকা করিয়া প্রস্তর দ্বারা গাঁথা ; ভিতরে সমাধিকুণ্ড তাহার মধ্যে হরিদাস। এ সকল কিছুই দৃষ্ট হয় না। তিনি যাই-তেন, আর কেবল সমাধি মন্দির ও প্রহরীদের দেখিয়া আসিতেন। বৈলো সাহেব প্রত্যহ যাহা দেখিতেন, গভর্ণমেন্টের উপরিতন কর্ম-চারী এবং বন্ধুবান্ধবকে সে সকল বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেন। হরিদাসের সমাধি কালে তিনি কোন পত্রে সে কথার উল্লেখ করেন নাই। সন্ন্যাসী যোগনিদ্রা হইতে উঠিলে তিনি এই আশ্চর্য্য ঘটনার সংবাদ চতুর্দ্দিকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১ এপ্রেল (১৮৩৫) এক মাস পূর্ণ হইয়া গেল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে পুষ্করিণীর ধার লোকে ভরিয়া উঠিল। নগরে কেবল আনন্দের কোলাহল। রাজা পুত্রবান্ হইবেন, রাজ্য রক্ষা হইবে; সকলের মুখ হাসিতে ভরা, সকলেই আহ্লাদে ছুটিতে ছুটিতে পুষ্করিণীর দিকে যাইতেছে। ঈশ্বর লাল উপস্থিত থাকিয়া প্রথমে দ্বারের গাঁথনী ভাঙ্গাইলেন, মেজেতে সমাধিবেদী। তাহার উপরের মৃত্তিকালেপ ও প্রস্তর উত্তম-রূপ পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, কুত্রাপি নূতন লেপ নাই, — মৃত্তিকা শুকাইয়া আছে। কোথাও ভাঙ্গা কিম্বা ফাটার চিহ্ন নাই প্রস্তর যেমন আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তদবস্থাতেই আছে। ঈশ্বর লালের আজ্ঞা পাইয়া অনুচরেরা প্রস্তর তুলিয়া ফেলিল, ভিতরে যোগী। যে অবস্থায় তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল, তদবস্থায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। শিষ্যেরা উপরের বস্ত্র খুলিয়া দিল, — চক্ষু মুদ্রিত, হরিদাসের জ্ঞান নাই। হস্তপদ কুঞ্চিত হইয়াছে, উদর একেবারে শুষ্ক হইয়া ভিতরে ডুবিয়া গিয়াছে, দাঁতকপাটী লাগি-য়াছে। শিষ্যেরা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দুই জনে কোলে করিয়া বসিল, হরিদাস তাহাদের গায়ে ঠেস দিয়া বসিলেন। কিন্তু তখনও দাঁতকপাটী খুলে নাই ; শিষ্যেরা মুখে একটী লৌহদণ্ড দিয়া অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ জল উদরস্থ করাইতে পারিলেন।

বৈলো সাহেব আপনার তাম্বুতে ছিলেন। সেখান হইতে দেখিতে পাইলেন, পুষ্করিণীর পাড় লোকারণ্য হইয়াছে। মানুষ আর ধরে না। লোকের উপর লোক দাঁড়াইয়াছে। তিনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, মহাপুরুষকে আজি তোলা হইবে, এত জনতা সেই জন্য। ইতি পূর্ব্বে ট্রেভেলিয়ান সাহেবের মুন্সি সাদত আলী জনৈক লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, যোগীকে উঠাইবার উদ্যোগ দেখিলে সে যেন তৎক্ষণাৎ আসিয়া সংবাদ দেয়। সাদত আলী যথাকালেই উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বৈলো সাহেব কিঞ্চিৎ বিলম্বে পৌঁছেন। সাদত আলীর লোক সংবাদ দিলে তিনি ম্যাকিসন সাহেবকে ডাকিতে গেলেন। কিন্তু পীড়ার জন্য তিনি রৌদ্রে যাইতে পারিলেন না। সুতরাং বৈলো ও ট্রেভেলিয়ান ছুটাছুটি সেইখানে আসিলেন। ভিড়ে আসিতে পারেন না, লোক ঠেলিয়া সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস তখন শিষ্যদের গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। শরীরে অল্প অল্প বলের সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু তখনও ভালরূপ বাক্য ফুটিতেছে না, অতি ধীরে ধীরে এক একটী কথা কহিতেছেন।

সমাধির পর রাওল গজসিংহ হরিদাসের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। সাধুকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা দিলেন না। তজ্জন্য সন্ন্যাসী একটী উট ভাড়া করিয়া ক্রোধভরে জেসলমির হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই দৈবানুষ্ঠানের ফল কি হইয়াছিল, রাওল সন্তানের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন কি না অনুসন্ধান দ্বারা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তাহার উল্লেখ করাও এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। আমরা দেখাইতে চাই, ঋষিরা অরণ্যে থাকিতেন, অরণ্যে থাকিয়া ফল মূল খাইতেন, কিন্তু সেই সামান্য অরণ্যের ভিতর তখন যে ফল ফলিয়াছিল, এখন ধূমধামের হিরণ্য উদ্যানেও তেমন ফল পাওয়া

যায় না। হরিদাসের ক্ষমতা অদ্ভুত, তিনি ইংরাজদের কাছেও আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই পৃথিবীতে তিনি কত বার আপনার যোগবল দেখাইয়াছিলেন, আজি সে সব কিছুই তাঁহার মনে নাই,—এ সংসারের সকলিই তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন তাঁহাকে ভুলিয়া না থাকি, তাই হরিদাসের কৃতিকলাপ যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেছি।

* রাওল গজসিংহ হরিদাসকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু

---

* Whether the remedy is efficacious or not, it certainly is fully as deserving of notoriety as the circumambulation of the shrine at Bap, described some pages back, but though the faquir fairly performed his part of the contract in being buried alive for a whole month, we have not since heard that the desired result had been obtained.

These are all the particulars I have been able to collect, respecting this really surprising affair, and I firmly believe there is no imposture in the case, but that the whole proceeding was actually conducted in the way mentioned above; the romance of the business may, however, be a little marred by the report which was rumoured abroad, that the dead-alive being tired of waiting, after his disinterment, for the reward promised by the Rawal, which like most of that prince's disbursements, was very slow to come forth, helped himself to a camel un-invited and without waiting for further remuneration turned his back on the walls of Jeaulmir.

উপরের ইংরাজি অংশ বোলোসাহেবের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে গৃহীত হইল।

পরিশেষে তিনি অঙ্গীকার পালন করেন নাই। এই অসদ্ব্যবহারের কারণ অনেকে অনেক প্রকার বুঝিতে পারেন। সে জন্য এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হরিদাসের কোন ত্রুটি হয় নাই। তিনি অবলীলাক্রমে এক মাস মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিলেন। সমাধি ধারণে তাঁহার এমন অভ্যাস হইয়াছিল যে, মাসাবধি অনাহারে রক্তচালনা ও নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তিনি কিছুমাত্র গ্লানি বোধ করেন নাই। ধ্যানে বসিবার সময় সাধু কেবল একখানি কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া ছিলেন। সাহেবেরা দেখিতে আসিলে শিষ্যেরা তাঁহার গাত্রে একখানি ধৌত শাদা কাপড় ঢাকা দিয়া দিল। সাহেবদের সঙ্গে দুই চারি কথার পর তিনি বলিলেন,—'আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি এক বৎসর মৃত্তিকার ভিতর থাকিয়া দেখাইতে পারি'। এটী অল্প ক্ষমতার কথা নয়। বৈলো সাহেব যতদূর দেখিয়াছিলেন, তাহাতে সাধুর প্রতি তাঁহার কিছুই সন্দেহ হয় নাই।

† রাওল গজসিংহ রাজ্যের সাক্ষীগোপালমাত্র ছিলেন। তৎকালে প্রধান সচিব সালিম সিংহই জেসলমিরের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেন, রাজা তাহাই লইয়া আপ্যায়িত হইতেন, নচেৎ রাজভাণ্ডারে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ছিল না। তজ্জন্য তিনি হরিদাসকে অঙ্গীকৃত টাকা দিতে পারেন নাই। সাধুও দেখিলেন রাজপ্রসাদের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিলে আর মান থাকিবে না, সুতরাং তিনি স্বয়ং একটী উট ভাড়া করিয়া শিষ্যদের সঙ্গে গোপনে প্রস্থান করিলেন।

---

† Rawal Guj Sing fitted, from his years, his past seclusion, and the examples which had occurred before his eyes, to be the submissive pageant of Salim Sing required. + + + The prince himself, his wives and family, are

৫

পূর্ব্বাবস্থা।

মানুষ একটু প্রসিদ্ধ হইলেই তাঁহার পরিচয় জানিতে সকলের কৌতূহল জন্মে। হরিদাসকে এখন অনেকে চিনিয়াছেন, কিন্তু তিনি কে, কাহার সন্তান এবং কোন দেশে তাঁহার নিবাস, এ সমস্ত পরিচয় কেহই জানিতে পারেন নাই। যোগী সমাধিতে বসিলে লোকে শিষ্যদের কাছে তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। শিষ্যেরা হয় ত কোন কথার ঠিক উত্তর দিতেন, নয় ত কিছুই বলিতেন না। সে কারণ হরিদাস-সম্বন্ধে প্রথম প্রথম অনেক প্রকার গল্প উঠিয়াছিল।

দিন কতক ইতর ভদ্র সকলেই বলিতে লাগিল,— ইনি এক জন ফরাসিস। ওয়াটর্লু র যুদ্ধের পর পঞ্জাবে আসিয়াছেন। ইউরোপে থাকিতে তিনি অনেক বুজরুকী জানিতেন, তাহার পর এ দেশে আসিয়া আরও পরিপক্ক হইয়াছেন। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত,— সন্ন্যাসী ফরাসিস হইলে কি রূপে হিন্দী ও মারহাটী ভাষায় পরিষ্কার কথা কহেন? ভেঞ্চুরা সাহেব কত কাল পঞ্জাবে আছেন, কৈ তিনি ত পরিষ্কার করিয়া পঞ্জাবী কথা বলিতে পারেন না; আবার হরিদাসের শরীর বিবর্ণ হইল কেন?' এ সমস্ত আপত্তির ঠিক উত্তর পাওয়া যাইত না। যাহার যেমন ইচ্ছা হইত তিনি তাহাই বলিতেন।

দিন কতক পরে গোঁড়া হিন্দুরা এক গুজব তুলিল যে, হরিদাস দ্বাপরের মহামুনি বেদব্যাস। কলির প্রাদুর্ভাবে ইনি বদরিকাশ্রমে মৃত্তিকার ভিতর সমাহিত ছিলেন। ইংরাজেরা মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহাঁকে গর্ত্তের ভিতর পাইয়াছেন।

---

alike dependents on the ministers bounty, often capriciously exercised. (Rajasthan)

পঞ্জাবের শিখেরা জনরব তুলিল যে, এই সাধু আমাদের গুরু নানক। নানক মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জীবিত হইবেন, এই রূপ কথা ছিল। তাই তিনি অদ্যতসর হইতে উঠিয়াছেন। এই রূপ গোল অনেক দিন চলিল, হরিদাসের বিষয় কিছুই স্থির হইল না। শেষে একবার রাজপুতানায় তাঁহার অনেকটা পূর্ব্ব ইতিহাস প্রকাশ হইয়া পড়িল। দিল্লির এক জন ব্রাহ্মণ পশ্চিমের প্রধান প্রধান রাজধানীতে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন, কখন কখন তিনি যোগিসন্ন্যাসীর সঙ্গেও থাকিতেন। পূর্ব্বে হরিদাসের কাছেও তিনি দিন কতক যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ একবার রাজপুতনায় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, তৎকালে যোগী সেখানে উপস্থিত। হরিদাসের সঙ্গে তাঁহার চেনাপরিচয় আছে শুনিয়া সকলেই সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন — আমি এই মহাপুরুষকে চিনি, কুরুক্ষেত্রে ‡ ইহাঁর আশ্রম। বালককাল হইতে সন্ন্যাসী

‡ কুরুক্ষেত্রে হরিদাসের স্থায়ী আশ্রম ছিল সত্য। তাঁহার শিষ্য রামতীর্থও সে কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। বৈলো সাহেব লিখিয়াছেন যে, কর্ণূল হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে হরিদাসের বাসস্থান।

His native village is within five kos of Kurn[illegible] but instead of remaining at home, he generally travels about the country to Ajmir, Kotah, Indore &c;

হরিদাস কুরুক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া লোকে জানিত যে, কর্ণূলের সন্নিকটে একটী পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। কর্ণূল দিল্লী ও পানিপুটের নিকটে। কিন্তু হরিদাস কশ্মীরের পার্ব্বত্য প্রদেশেও বাস করিতেন বলিয়া অনেকে জানিতেন যে, তাঁহার আশ্রম জেসরেটার নিকটে ছিল —

Ranajit sing, ... **was told that a** *saint or faquir*, living **in the mountains, was able to keep** himself **in a state resembling death,** and could allow himself to be **buried**,

সেখানে বাস করিতেছেন। কিন্তু ইঁহার জন্মস্থান কোথায় জানি না। আমি পাঁচ সাত বৎসর এই যোগীর সঙ্গে ফিরিয়াছি, তখন ইনি সহজ অবস্থাতেও প্রায় গুহার ভিতর বাস করিতেন। হরিদাসের আর একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। তিনি মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করিতে করিতে ত্রিশূন্যে আসন করিয়া থাকিতে পারেন। কি রূপে শূন্যে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহা আমি জানি। প্রত্যহ অরুসের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। তখন প্রতিদিন এক এক বার শরীর ওজন করিয়া দেখিবে। এই সঙ্গে প্রাণায়াম অভ্যাস করা চাই। শূন্যে উঠিবার পূর্ব্বে বিরেচক ঔষধ দ্বারা অন্ত্রধৌত করিয়া অনশনে থাকিতে হয়। পরে পদ্মাসনে বসিয়া বায়ু ধারণ করিবে। তাহার প্রণালী এই। প্রথমে বাম নাসিকায় ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিবে। এক এক বার কিঞ্চিৎ বায়ু গ্রহণ করিবে আর সেই বায়ু গিলিতে থাকিবে। এই রূপে দশ হাজার বার হংস মন্ত্র জপ করিতে যে সময় লাগে তৎকাল পর্য্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করিবে। এই সময়ের মধ্যে একবারও নিশ্বাস ফেলিবে না। কিন্তু বায়ু ভক্ষণ করিতে পারিলেও মন যদি চঞ্চল থাকে, তবে শরীর ঊর্দ্ধে উঠিবে না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই রূপ ভাবিতে হইবে যেন ভ্রূযুগলের সন্ধি-স্থানে দৃষ্টি বদ্ধ রহিয়াছে। তাহা হইলেই মৃত্তিকা হইতে দেহ শূন্যে উঠিয়া পড়িবে। প্রথম প্রথম এই সাধন করিতে গেলে কিছু কষ্ট বোধ হয় বটে, কিন্তু একবার অভ্যাস হইলে আর কোন কষ্ট থাকে না।

এই মহাপুরুষ ত্রিশূন্যে উঠিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকায় একটা লৌহদণ্ড পুতিতেন। ঐ লৌহদণ্ডের উপরিভাগে একটা তাম্রময় ফলক লাগান থাকিত। সাধু মৃত্তিকায় বসিয়া দক্ষিণহস্তে জপমালা ঘুরাইতেন এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি একটু তুলিয়া থাকিতেন। পরে ধ্যান

---

without injuring or endangering his life. * * *

Honigberger.

করিতে করিতে তাঁহার শরীর শূন্যে উঠিয়া পড়িত এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিটী তাম্রফলকের নিম্নে গিয়া লাগিত। তাম্রফলকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে শরীর আর উর্দ্ধে উঠিত না। সাহেবেরাও হরিদাসের এই অবস্থা দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, ধাতুময় দণ্ডে কোন প্রকার কৌশল আছে। তদ্দ্বারা যোগী শূন্যে উঠিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজি বিজ্ঞান আর হিন্দুদের যোগতত্ত্ব এ দুটী বিভিন্ন বস্তু, সাহেবদিগকে ইহা বুঝাইবার জন্য হরিদাস দণ্ডটী না পুতিয়া একবার শূন্যে উঠিলেন। সাহেবদের তখন মনের ধন্ধ ঘুচিয়া গেল *।

পূর্ব্বে হরিদাসের সঙ্গে একটী বাণলিঙ্গ শিব এবং পিত্তলের গোপাল মূর্ত্তি ছিল। এখন আর সে বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি সাধু কস্মিন্ কালে স্নান করেন না। আমিও তাঁহাকে কখন স্নান করিতে দেখি নাই। প্রত্যূষে গাত্রোত্থানের পর সর্ব্বাঙ্গ গামোচায় মুছিয়া ফেলিতেন। তাহার পর শ্বেতচন্দন মাখিয়া প্রাণায়াম

---

* মাদ্রাজ অঞ্চলে অনেক ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম দ্বারা শূন্যে অবস্থিতি করিতেন। ইউরোপীয়গণ তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করিতে শিখেন নাই কিম্বা যে সকল কঠিন বিষয় ইংরাজি বুদ্ধিতে আসে না, তাহাতে জুয়াচুরি থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু অনুশোচনার বিষয় এই, মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের অলৌকিক কাজে ধূর্ত্ততা দৃষ্ট হইল না। সাহেবেরা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—সত্য সত্যই ব্রাহ্মণের একটু ক্ষমতা থাকিবে।

ডাক্তার শ্রীযুক্তনবীনচন্দ্রপাল তাঁহার যোগতত্ত্বে এই ব্রাহ্মণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন,—

It is by the successful practice of this Pranayama that, the aerial Brahmana of Madras is supposed to have supported himself in a miraculous posture, which puzzled the ingenuity of the European spectators.

করিতেন *। আমি দেখিয়াছি অহোরাত্র মধ্যে তিনি প্রায় আট দশ বার বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গামোছায় সর্ব্বাঙ্গ মুছিতেন ও প্রাণায়াম করিতেন। আমি তাঁহাকে কখন ফুল বিল্বপত্র ও তুলসী দিয়া দেবার্চ্চনা করিতে দেখি নাই। চন্দন এবং জল তাঁহার পূজার উপকরণ ছিল।

কিরূপে সমাধিসিদ্ধ হইতে হয়, তাহারও অনেক গুলি উপদেশ শুনিয়াছিলাম। বোধ হয় এখন আমার সে সকল কথা স্মরণ নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, পথ্যের নিয়ম এবং প্রাণায়াম যোগসাধনের প্রধান উপায়। যে যোগী সমাধিসিদ্ধ হইবেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পথ্যের নিয়ম পালন করা চাই। যোগীরা অন্ন ব্যঞ্জন সকলিই ত্যাগ করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবেন। যথেচ্ছ-ভোজী হইলে কেহই সমাধিসিদ্ধ হইতে পারেন না। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুধারণও ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়। প্রথমে তুল ও মোম দিয়া চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিবে, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা টিপিয়া প্রাণায়াম করিতে থাকিবে। এরূপ সাবধান হইয়া বায়ুধারণ না করিলে মস্তকের নাড়ী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং যোগী পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন। কোন কোন যোগী চক্ষুকর্ণাদি বন্ধ করিবার নিমিত্ত প্রথমে কর্ণকুহরে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পুরিয়া দেন এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষু চাপিয়া ধরেন, ও মধ্যমাদ্বারা ন্যাস করিতে থাকেন। শুনিতে পাই, দীর্ঘকাল বায়ুবেগ ধারণ করিলে এই চারিটী ইন্দ্রিয়পথ ছিন্ন হইবার অধিক আশঙ্কা। অধিক ক্ষমতা থাকিলেও এই কৃচ্ছ্র সাধনের সময় ব্যস্ত হইতে নাই। ব্যস্ত হইলেই যোগভ্রষ্ট

---

* এই স্থানে মতান্তর দৃষ্ট হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, হরিদাস প্রত্যহ অরুণোদয়ে স্নান করিতেন; আর সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে তিনি দুইবার স্নান করিতেন—এক-বার প্রাতঃকালে ও আর একবার সন্ধ্যার সময়। তখন তিনি বেসমাদি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিতেন।

হয় এবং কঠিন পীড়া জন্মে। প্রত্যহ সাবধান হইয়া অল্প অল্প প্রাণা-য়াম সাধিবে। আমি সন্ন্যাসীর কাছে আরও বিস্তর উপদেশ পাই-য়াছিলাম, এখন সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছি ‡।

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের দ্বারা হরিদাসের অনেকটা বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার যথাবৎ পূর্ব্ব ইতিহাস তখনও কেহ জানিতে পারেন নাই। যোগীর মৃত্যুর পর রামতীর্থ লাহোরে আসিয়া তাঁহার বালককালের কথা এবং যোগাভ্যাসের ঠিক বিবরণ প্রকাশ করিয়া দেন। আমরা যথাস্থানে সে সকল গল্প বিস্তারিত রূপে লিখিব ¶।

---

‡ ডাক্তার হানিগবর্গারও এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন —

Novices, in trying the experiment, shut their eyes, and press them with their fingers, as also the cavities of the ears and nostrils, because the natural warmth of the body might cause such an expansion of the enclosed gas as other-wise to produce, by the violence of its pressure, a rupture of some of these delicate organs not yet accustomed by practice to endure it. This, I am told, is especially the case with the eyes and the tympan of the ear. For the better acquisition of this power they are accustomed to practice the holding of the breath for a long period.

Honigberger's Thirty-five years in the East.

¶ হরিদাস সাধকে পলায়ন করিলে তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য রণজিৎসিংহ চতুর্দিকে লোক পাঠাইয়াছিলেন। মহারাজের মৃত্যুর ছইমাস পূর্ব্বে (১৮৩৯ খৃ অব্দে রামতীর্থ আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার গুরুর মৃত্যু হইয়াছে। পঞ্জাবাধিপতি এই শিষ্যের নিকট হরিদাসের পূর্ব্বাবস্থা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

৬

বৈলোর মত।

হরিদাসের পূর্ব্বাবস্থা এবং যোগসাধনের উপায় কতকটা প্রকাশ পাইল। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়াছিলেন অন্যান্য লোকেরও সেই মত। তবে কচিৎ কোন কোন স্থলে কিছু কিছু অনৈক্য আছে। এই মহাপুরুষ নিজমুখেও বৈলোসাহেবের কাছে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। এখানে তাহাই লিখিতেছি। তদ্দ্বারা পাঠকেরা যোগসাধনের অনেক সরল পথ জানিতে পারিবেন, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অলীক নয়, তাহাতেও সকলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে।

জেসলমির নগরে হরিদাস সমাধি হইতে উঠিলে পর বৈলো প্রভৃতি সাহেবেরা আরও কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, হরিদাসকে আর একবার পুতিয়া আদ্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার স্বচক্ষে দেখেন। কিন্তু তৎকালে সরকারী কার্য্যের অত্যন্ত ভিড়। পশ্চিম রাজওয়াড়ের ভৌগোলিক বিবরণের অনুসন্ধান করিবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হইত, অন্য কাজে মনোনিবেশ করিবার তিলার্দ্ধ অবকাশ থাকিত না। যখন কিঞ্চিৎ অবসর হইত, তাঁহারা হরিদাসকে আপনাদের তাম্বুতে আনাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। পৌত্তলিক হিন্দুদের যে সকল সাধনের ব্যবস্থা শুনিলে বাইবলের ত্রাণকর্ত্তার শিষ্যেরা নাসিকা সিঁটকাইয়া থাকেন, হরিদাস সেই সকল সাধনের উপায় ও তাহার ফল সাহেবদিগকে শুনাইতেন। যখন তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন থাকিত, তিনি ঠিক কথাই বলিতেন, কোন বিষয় গোপন করিতেন না। লেফ্‌টেনাণ্ট বৈলো যোগাভ্যাসের যে সকল প্রণালী জ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকে এখন আমরা সেই সমস্ত বৃত্তান্ত দেখিতে পাই।

হরিদাস সাহেবদের নিকট যোগাভ্যাসের তিনটী প্রধান উপায়ের উল্লেখ করেন। সে তিনটী উপায় এই — প্রাণায়াম, খেচরীমুদ্রা এবং পথ্যের নিয়ম। ইংরাজি দেহতত্বের সঙ্গে হিন্দুদের সমাধি অবস্থার কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার তদন্ত করিবার জন্য লাহোরে ডাক্তার মরে ও ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সেখানে সাধু যোগা-ভ্যাস কিরূপে করিতে হয়, তাহার সহজ উপায় গুলি বলিয়াছিলেন। লেফটেনাণ্ট বৈবোর মতের সঙ্গে সে সকল কথার প্রভেদ দেখা যায় না।

† হরিদাস বলিলেন, — যোগের প্রথম অঙ্গ প্রাণায়াম। পঞ্চাশ

---

† This individual is said to have acquired by long practice the art of holding his breath for a considerable time, first suspending his respiration for a short period, as during the time that one might count fifty, and gradually increasing the intervals to one hundred, two hundred and so on, as the pearl-divers may be supposed to do; and he is, moreover, said to have acquired the power of shutting his mouth, and at the same time stopping the interior opening of the nostrils with his tongue which latter feat is at times practised as a means of suicide by the negro slaves + + + As a further preparation for his long burial, the subject of the present experiment abstains from all solid food for some days previous to his interment, taking no other nourishment than milk, which is believed by the natives to pass off almost entirely by the urethra, so that he may not be inconvenienced by the contents of his stomach or bowels while pent up in his narrow

সংখ্যা গণনা করিতে যে সময় লাগে, প্রথম প্রথম ততক্ষণ কুম্ভক অভ্যাস করিবে। ক্রমে এক শত, তাহার পর দুই শত সংখ্যা গণনা করিতে যে সময় লাগে ততক্ষণ বায়ুধারণ করিয়া থাকিবে। যত অভ্যাস হইয়া আসিবে, উত্তরোত্তর আরও অধিক কাল পর্য্যন্ত বায়ুধারণ করিলে যোগীরা প্রাণায়াম সিদ্ধ হন। বৈদ্যো সাহেব বলেন যে মুক্তাপ্রবালাদি তুলিবার জন্ত ডুবুরীরা না কি এই রূপে সাগরে ডুবিয়া থাকিতে অভ্যাস করে। প্রাণায়াম অভ্যাস করা হইলে তাহার পর খেচরী মুদ্রা সাধিতে হয়। (যোগীদের জিহ্বার নিম্নস্থ চর্ম্ম কাটা থাকে) সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে জিহ্বা উল্টাইয়া বায়ুপথ রোধ করা চাই, তাহা হইলেই যোগীরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন। আমেরিকার ক্রীতদাস কাফ্রিরা শ্বাসরোধ করিবার এই কৌশল জ্ঞাত ছিল। বৈদ্যো সাহেব

---

grave; nor is his mind perfectly at ease after his restoration to the light of the day, until some part of the food which he may take subsequently to that event is passed in a natural and healthy manner, so as to assure him that his system is in good order, and that no portion of his intestines have mortified. His powers of abstenance must be wonderful to enable him to do without food for so long a period, nor does his hair grow during the time he remains buried —at least such is the common report; and I do not remember to have seen any beard upon his chin, though even a week's cessation from shaving would produce a considerable crop on any ordinary native.

এই রূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সমাধি হইতে উঠিলেও তিন চারি দিন হরিদাসের মল মূত্র বন্ধ থাকিত। ইহার প্রতীকারের জন্ত তিনি নিয়ত হরিতকী চর্ব্বণ করিতেন

লিখিয়াছেন এই ব্যক্তিদিগকে গাছে বাঁধিয়া কষাঘাত করিলে, তাহারা জিহ্বা দ্বারা শ্বাস রোধ করিত, তখন আর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিত না, দেহ মৃতবৎ হইয়া পড়িত।

সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে নাই। অন্ন ব্যঞ্জন ফল মূল সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হয়। আহারের মধ্যে কেবল দুগ্ধ। হিন্দুদের বিশ্বাস এই, দুগ্ধপান করিলে উদরে মল সঞ্চয় হয় না, উহা মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। সুতরাং দেহে ক্লেদ জন্মিতে পায় না। দেহে ক্লেদ জমিলে সমাধি অবস্থায় শরীর পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কারণ, তৎকালে মল মূত্র ঘর্ম্ম কিছুই নির্গত হয় না, শ্বাস প্রশ্বাসও বহে না; অঙ্গশুদ্ধির যতগুলি স্বাভাবিক উপায় আছে, সকলিই বন্ধ থাকে। তাই যোগীর পক্ষে দুগ্ধ পথ্য অতীব হিতকর।

হরিদাস নাকি বলিয়াছিলেন, যোগ-নিদ্রা হইতে উঠিলে দিন কতক তিনি আলোক পানে চাহিতে পারেন না। আলোক দেখিলে অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। তজ্জন্য কিছু দিন নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে বাস না করিলে

এবং কেবল দুগ্ধ খাইয়া থাকিতেন। কোন কঠিন দ্রব্য ভোজন করিলে কষ্টের সীমা থাকিত না। প্রথম প্রস্রাবের উদ্বেগ হইলে তিনি সর্ব্বাঙ্গ জলে ডুবাইয়া বসিতেন, মূত্রত্যাগ করিতে জলে চক্ষু ভাসিয়া যাইত।

হরিদাসের সমাধি অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার মরে এই রূপ স্থির করিয়াছিলেন যে, যোগীদের যোগনিদ্রা সর্পাদির শীতনিদ্রার তুল্য। সচরাচর দেখা যায়, যে সকল প্রাণী শীত কালে জড়বৎ পড়িয়া থাকে, তাহারা সকলেই দুগ্ধপ্রিয়। যাহাদের ভাগ্যে দুগ্ধ ঘটিয়া উঠে না, তেমন প্রাণী কোমল লতা পাতা ও শাকাদি ভক্ষণ করে। ঐ সকল উদ্ভিদে দুগ্ধের মত রস আছে। সমাধির পক্ষে কোন পথ্য অধিক হিতকর যোগীরা তাহা সামান্য প্রাণীর খাদ্য দেখিয়া শিখিয়াছেন।

কর্ণেল টাউন্সেণ্ড নামক জনৈক ইংরাজ সেনানী ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই বাঁচিয়া উঠিতেন। তিনি কখন যোগ সাধন করেন নাই, কেবল দুগ্ধপথ্য সেবন করায় তাঁহার এই ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি নিত্য গামলা দুগ্ধ খাইতেন। জন্মাবচ্ছিন্নে কখন খাদ্যের নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

চলে না। ক্রমে স্বাভাবিক মলমূত্র নির্গত হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার অন্ত্রের কোন স্থান পচিয়া যায় নাই। তখন সূর্য্যকিরণের দিকে চাহিলে আর উদ্বেগ জন্মে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,— ডাক্তার হানিগবার্জার রাজা ধ্যানসিংহের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, হরিদাসকে পরিষ্কার করিয়া কামাইয়া দিলে সমাধি অবস্থায় তাঁহার কেশাদি গজায় না। তৎকালে এ জনরব সর্ব্বত্রই শুনা যাইত। যে সমস্ত লোক হরিদাসের সমাধি কালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা বলিতেন। বৈদ্যে সাহেব তাঁহার আর একটী সাক্ষী। তিনি লিখিয়াছেন—'লোকে বলে সমাধি অবস্থায় হরিদাসের কেশবৃদ্ধি হয় না। আমার মনে লাগিতেছে এই জনপ্রবাদ মিথ্যা নয়। কারণ, একমাস কাল মৃত্তিকায় বাসের পর সন্ন্যাসীর যোগভঙ্গ হইলে আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। কৈ সে সময় তাঁহার মুখে গোঁপ দাড়ী দেখিয়াছি, তাহা ত মনে পড়ে না। সচরাচর এ দেশের লোক এক সপ্তাহ না কামাইলে কেশে মুখ ভরিয়া যায়। হরিদাস এক মাস মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে ক্ষৌরকর্ম্ম হয় নাই। অতএব সমাধি অবস্থায় কেশ গজাইলে অবশ্য বড় বড় দাড়ী গোঁপ হইত'। শিষ্যেরা যখন কষ্টেসৃষ্টে তাঁহাকে জল পান করাইতেছিল, তৎকালে তাঁহার মলিন মুখখানি পানে তিনি পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিয়াছিলেন। গোঁপ দাড়ী থাকিলে অবশ্য তাহা চক্ষে পড়িত।

সমাধি অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়া যে একেবারে বন্ধ থাকে, দেহ মৃতবৎ হইয়া যায়, এটী তাহার অকাট্য প্রমাণ। কিন্তু দেহের অবস্থা ইংরাজি বুদ্ধির অতীত। ডাক্তারদের দেহতত্ত্ব পুস্তকে এ অবস্থার কিছু মীমাংসা করিয়া রাখা হয় নাই, সে জন্য বরে ও ম্যাকগ্রেগর সাহেব মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের বিপদের কথা পাঠকগণ পশ্চাৎ জ্ঞাত হইবেন।

৭

লাহোরে হরিদাস।

‡ ১৮৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কুমার নবনিহাল সিংহের বিবাহ। এই উৎসবে নানা দেশের রাজা ও রাজমন্ত্রী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের সন্ন্যাসী তখন দাক্ষিণাত্যে থাকিতেন। তিনিও চেলাদের সঙ্গে লইয়া এই সময়ে লাহোরে উপস্থিত হইলেন। এক দিন হঠাৎ ধ্যানসিংহের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহাসমারোহে বিবাহ শেষ হইয়া গেলে ধ্যানসিংহ, মহারাজ রণজিৎ সিংহকে কহিলেন,—আপনার নগরে এক জন সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন। চেলাদের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার নাম হরিদাস। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি অনেক কাল দাক্ষিণাত্যের একটী নিবিড় বনে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; পরে কিছুকাল রাজপুতানায় ও পুষ্করে বাস করেন। কুরুক্ষেত্রেও তাঁহার আশ্রম আছে। প্রতিদিন আধসের দুগ্ধ ভিন্ন তিনি আর কিছুই আহার করেন না। তাহাতে দেহের কান্তি নষ্ট হয় নাই। তিনি সমাধিসিদ্ধ। অযুতে আমি তাঁহাকে চারি মাস মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখি; এত কঠোর-বাসেও তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইল না।

---

‡ কর্ণেল ওয়েডসাহেবের কেরাণী শ্রীযুক্ত মঙ্গলাপ্রসাদ হরিদাসের সমাধিকালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন —

The Sadhoo ++ came from the Decan with his disciples to Lahore and was perfectly skilled in the art of samadhi

This Sadhoo had arrived at Lahore when Koumar Nownihal Singh was married, and used to say that he could sit in samadhi for one year.

১৮৮৬ সালের ১১ নং থিওসফিষ্ট দেখ।

রণজিৎসিংহ, এ সকল গল্প অলীক মনে করিলেন। তাঁহার কিছুই বিশ্বাস হইল না। যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার, বিশ্বাস না হইবারই কথা। তিনি বিদ্রূপচ্ছলে নাসিকা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—'এখন সাধু ত উপস্থিত, আমাকে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইতে পার'? ধ্যানসিংহ কহিলেন,—'পারি, মহারাজের অনুমতি হইলে হয়। এরূপ অদ্ভুত কৌতুক দেখিতে পাইলে কাহার কালবিলম্ব সহে? তিনি সন্ন্যাসীকে সত্বর রাজসভায় আনাইতে আদেশ করিলেন। রণজিৎসিংহের তখন অপ্রতিহতপ্রতাপ, গৌরী ও বিতস্তা নদীও রণজিৎকে যেন ভয় করিয়া ধীরে ধীরে কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইত। পরাক্রান্ত বৃটিশসিংহকে কেশরপুঞ্জ গুটাইয়া সশঙ্কভাবে দূরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। যে সন্ন্যাসী অসাড় জড়দেহ সাজিয়া নির্ভয়ে চারিমাসকাল মৃত্তিকার ভিতর বাস করিয়াছিলেন, তিনিও রণজিৎসিংহের ভয়ে শঙ্কিত। আজ্ঞামাত্র রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে রাজকার্য্যের কতক গুলি জটিল সমস্যা উপস্থিত হয়। বৃটিশ জাতীয় বিজয়-প্রবাহ একটানা বেগে ছুটিয়া ভারতের চারিদিক একাকার করিয়া ফেলিতেছিল। মানচিত্রের অঙ্গরাগ ফিরিয়া গিয়া ক্রমশঃ রক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল। তৎকালে এক প্রতিদ্বন্দ্বী,— রণজিৎসিংহ। তিনি পশ্চিমের অলঙ্ঘ্য প্রাকার তুল্য হইয়া উচ্ছলিত বৃটিশ প্রতাপকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার মনের উদ্বেগ কখন ঘুচাইতে পারেন নাই। কতক গুলি সমরদক্ষ ফরাসিস্ সেনানী লইয়া রাজকার্য্যের গূঢ় পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। ইত্যবসরে দুই জন চেলার সঙ্গে হরিদাস রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

তখনও পরামর্শ শেষ হয় নাই। কিন্তু পুণ্যাত্মসন্ন্যাসী আসিয়াছেন, অভ্যর্থনা না করিলে নয়। তজ্জন্য সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া সাধুকে বসিতে কহিলেন। মন্ত্রণা শেষ হইলে তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন, এই ইচ্ছা। যোগী বসিয়া থাকিলেন, রণজিৎসিংহ পরামর্শে ব্যস্ত।

সেনাপতিদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন, কিন্তু আর তেমন মনোযোগ নাই। তাঁহার চিত্ত কোন দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতেছে। ধ্যানসিংহ তাঁহার ঐশী শক্তির পরিচয় এক প্রকার খুলিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু মহারাজের মন তৃপ্ত হয় নাই। এখন তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া মনে ভক্তির উদয় হইবে কি? আকারেঙ্গিতে প্রকাশ পাইল, তিনি যেন বিরক্ত হইয়াছেন। ফরাসিস জাতীয় সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বিদায় করিয়া তিনি একদৃষ্টে পুত্তলীর ন্যায় তপস্বীর প্রতি চাহিয়া থাকিলেন,—মুখে বাক্য নাই। সাধুর মুখাকৃতি তাঁহাকে কেমন লাগিল। সেই শ্যামবর্ণ খর্ব্বাকারে যেন চিত্ত-মালিন্যের ছায়া উঠিয়াছে, তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মুখখানি বিরস, চিন্তায় ডুবু ডুবু, অথচ সেই বিষাদের ছায়ায় একটু গম্ভীর মাধুর্য্য মাখান। বিধাতা যেন সেই মুখশ্রী হাসিতেই গড়িয়াছিলেন। চিবুকটী ঈষৎ বক্র, একটু উল্টান, ওষ্ঠ দুটী অল্প গুটান; স্বভাব হাসিধারা ঢালিয়া দিতে যাইতেছে; কিন্তু সংসারের কার্য্যগতি হাসিতে দিতেছে না। তাই সে চক্ষুর সতেজ বক্রতা একটু মলিনতায় ঢাকা পড়িয়াছে, তাই হাসিমাখা মুখ-সৌন্দর্য্য একটু ম্লান হইয়া চিন্তার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী ধ্যানমগ্ন বটে, গাঢ় চিন্তায় ডুবিয়া আছে; কিন্তু তাহাতে পবিত্রতা নাই, স্বর্গীয় গরিমার লক্ষণ কিছুই নাই।

রণজিৎসিংহ মনে মনে এইরূপ অনেক কথাই ভাবিলেন। তিনি ধ্যানসিংহকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শেষে যোগীর পরীক্ষা হইবে, ইহা স্থির হইল। সন্ন্যাসী কহিলেন,—'মহারাজ! আমাকে সপ্তাহকাল সময় দিউন। সমাধির যে সকল পূর্ব্বানুষ্ঠান আছে, তাহা সম্পন্ন করি। তৎপরে আমি সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাইব। কিন্তু আমার একটী নিবেদন আছে। এবার আমাকে মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখিবেন না; কারণ তাহাতে আমার প্রাণনাশের অনেক আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি আমি পুষ্করে মাটীর ভিতর তিন মাস প্রোথিত ছিলাম। কুই প্রভৃতি কীটে আমার শরীর খাইয়া দিয়াছিল। এই দেখুন, অদ্যাপি

তাহার শুষ্ক ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। আপনি আমাকে লৌহসিন্দুকে বন্ধ করিয়া একটী বৃহৎ গাছে ঝুলাইয়া রাখিবেন, তাহাতেই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে। যোগীর বিনয়বাক্যে রণজিৎসিংহের মন গলিল না, তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। সুতরাং মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে হইবে, ইহাই স্থির হইল।

৮

পূর্ব্বানুষ্ঠান।

হরিদাস আশ্রমে গিয়া সমাধির পূর্ব্বানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার জিহ্বার নিম্নস্থ চর্ম্মজাল কাটা ছিল। সমাধি সাধন করিতে হইলে জিহ্বার এই চর্ম্ম কাটিয়া আল্গা করা চাই। না করিলে জিহ্বা উল্টাইয়া মুখগহ্বরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া শ্বাসরন্ধ্র রোধ করা যায় না। হরিদাস ঘৃত দ্বারা প্রত্যহ তাঁহার লম্বমান জিহ্বা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। নিত্য অল্প আহার। মূত্রবিরেক ঔষধ সেবন করিতেন, তন্মধ্যে ভঙ্গী হরিতকীই তাঁহার অধিক প্রিয় ছিল। তিনি মৃত্তিকার ভিতর থাকিবেন, তখন নিশ্বাস বহিবে না, ঘর্ম্ম নির্গত হইবে না, শরীরের ক্লেদ পরিষ্কারের কোন উপায় থাকিবে না। সে জন্য পূর্ব্বেই বিরেচন দ্বারা দেহের ক্লেদ পরিষ্কার করিলেন। ইঁহার প্রাতঃস্নান করা অভ্যাস ছিল; অরুণোদয়ে উঠিয়া নিত্য একবার স্নান করিতেন। এই সাত দিন দুইবার করিয়া স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন,—একবার প্রভাতে, আর একবার সায়ংকালে। স্নানের পূর্ব্বে মুখের ভিতর একখানি সূক্ষ্ম কাপড় পূরিয়া দিয়া অন্ননালী ও পাকস্থলী পরিষ্কার করিয়া আনিতেন, অন্ত্র পরিষ্কার

---

† They swallow a small strip of linen, inorder to cleanse the stomach, and by a tube draw a quantity of water through the anus into the intestines to rinse them. This is performed

করিবার নিমিত্ত একটী ছোট চুঙ্গী মলদ্বারে লাগাইয়া দিয়া তদ্দারা জল টানিয়া লইতেন। পুনঃ পুনঃ এই প্রক্রিয়াতে সরলান্ত্রেরউর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত উত্তম রূপে ধৌত হইয়া যাইত। তৎপরে চেলারা জলে ব্যাসমচূর্ণ গুলিয়া সেই রসে সমস্ত গাত্র মাজিয়া দিত। ইহার পর যোগী জলে মগ্ন হইয়া গাত্র ও মাথা ধুইয়া ফেলিতেন। আহারের মধ্যে জল মিশ্রিত অর্দ্ধসের দুগ্ধ। প্রথম দিন নিত্য ভ্যাসানুসারে খাঁটি আধসের দুগ্ধ পান করিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাহাতে কিঞ্চিৎ জল মিশাইলেন। তৃতীয় দিবসে জলের ভাগ অধিক, দুগ্ধ কম। চতুর্থ দিবসে আরও অধিক জল দিলেন। ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত এইরূপ প্রত্যহ দুগ্ধের ভাগ কমাইয়া তাহাতে অধিক জল মিশাইলেন। সপ্তম দিবসে হরিদাস কিছুই খাইলেন না, এক বিন্দু জলও নয়। নিরম্বু উপবাসী থাকিলেন। অষ্টম দিবসে তিনি সমাহিত হইয়া মৃত্তিকায় প্রবেশ করিবেন, তাহার সমস্ত আয়োজন হইল। যোগীও সশিষ্য সভায় উপস্থিত হইলেন।

---

while sitting in a vessel filled with water to the height of the arm-pits. It is said that the faqueer in question, a few days previous to his experiments, took some kind of purgative, and subsisted for several days on a coarse milk regimen. On the day of his burial, instead of food, he slowly swallowed, in the presence of the assembly, a rag of three fingers in breadth and thirty yards in length, and afterwards extracted it, for the purpose of removing all foreign matters from the stomach, having previously rinsed the bowels in the manner I have before mentioned. (Honigberger.)

সমাধি ধারণ।

রণজিৎসিংহ অগ্রেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যোগে বসিবার পূর্ব্বে যে সকল প্রক্রিয়া করা চাই, তৎসমুদায় তাঁহার সম্মুখে করিতে হইবে। হরিদাস তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন। যোগীকে রাবীনদীর কূলে একটী সুরম্য উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইল। বাগানটীর নাম—সর্দ্দার* গওলা সিংহ ভরনীয়াওয়ালা। সেই বাগানের মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত একটী বারদারী স্থান আছে। রাজানুচরেরা সন্ন্যাসীকে সেইখানে লইয়া গেল। স্বয়ং রণজিৎসিংহ, তাহার পুত্র কোরকসিংহ ও পৌত্র নবনেহাল সিংহ,—সেরসিংহ, সুচেত সিংহ, হীরাসিংহ, জেনারেল ভেন্তুরা, রাজা ধ্যানসিংহ, রাজা হীরাসিংহ, রণজিৎসিংহের খাজাঞ্চি বলরাম মিশ্র এবং আর আর অনেক ওমরাও, সর্দ্দার ও কর্ম্মচারী সঙ্গে চলিলেন। বারদারীর বহির্ভাগে সভা হইল। সেই রাজগণের সভাসদ্ ও সেনাধ্যক্ষের মধ্যে যোগী হরিদাস, নিকটে শিষ্যগণ। তিনি যে কার্য্য করিতে বসিয়াছেন, ভাবিলে অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, অঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। যোগী সাধ করিয়া সশরীরে শব সাজিতে চলিলেন, এই জগতের মায়া ছাড়িয়া, এমন মনোহর বিশ্বশোভা ভুলিয়া মাটীর ভিতর প্রোথিত থাকিবেন। হয়ত জীবনের আশা চিরদিনের জন্য এইখানেই ফুরাইতে পারে, আর তাঁহাকে বাঁচিয়া উঠিতে হইবে না। কিন্তু ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; আর যে বাঁচিব না, এ সন্দেহ তাঁহার মনেও নাই। তিনি আত্মশক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন। এটী তিনি বেশ জানিয়াছিলেন যে, মরণ বাঁচন তাঁহার কাছে সহজ কথা।

* And was placed in the Baraduri of the Garden called Sardar Gowla Singh Bhuraniawalla, situate on the banks of Rawi river. (Jawallaprasad.)

সমাধিতে বসিয়া ইচ্ছা করিলেই তিনি মরিতে পারেন, একটু যত্ন পাইলেই আবার বাঁচিতে পারেন। সে কারণ এ কৌতুক দেখান তাঁহার পক্ষে তুচ্ছ কাজ, সহজ নিদ্রা বই আর কিছু নয়। যোগাসনে বসিবার পূর্ব্বে তাঁহার মুখমণ্ডলে কেহ উদ্বেগের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। হরিদাস রণজিৎ-সিংহকে কেবল এই অনুরোধ করিলেন,—মহারাজ! ধর্ম্মসাক্ষী; দেখিবেন, চল্লিশ দিনের অধিক আমাকে যেন মৃত্তিকার ভিতর না রাখা হয়। রণজিৎসিংহ যোগীকে আশ্বাস দিয়া কোন সন্দেহ করিতে নিষেধ করিলেন।

এইবার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। প্রথমে নাপিত আসিয়া হরিদাসের নখ, মাথার চুল ও দাড়ী গোঁপ কামাইয়া দিল। এটী যোগের অঙ্গ নয়। সমাধি-অবস্থায় কেশ গজায় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে মহারাজের কৌতূহল জন্মিয়াছিল।* ক্ষৌরকর্ম্মের পর সমাধির পূর্ব্বব্যবস্থা আরম্ভ হইল। অগ্রেই বলিয়া রাখিয়াছি, দেহের অন্তরিন্দ্রিয়গুলি পরিষ্কার করা যোগনিদ্রার প্রধান সাধন। হরিদাস জলপূর্ণ পাত্রে কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া আগে অন্ত্রধৌত করিলেন। চল্লিশ দিন অনাহারে থাকিতে হইবে, সে কারণ আজি কিছু গুরুতর ভোজন করা চাই; এরূপ মনে করা অসম্ভব নহে। কিন্তু হরিদাস কিছুই খাইলেন না; বরং তাঁহার উদরে যে কিছু ক্লেদ ছিল, তিন অঙ্গুলি বিস্তৃত ও ষাট হাত দীর্ঘ একখানি বস্ত্র গিলিয়া সে সমস্ত তিনি পরিষ্কার করিয়া আনিলেন। এই সকল ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, শিষ্যেরা

---

* পূর্ব্বে ইউরোপের অন্তর্গত গ্রীশাদি দেশে অপরাধীকে ফাঁসী দেওয়ার পর তাহাদের মৃতদেহ একস্থানে ফেলিয়া রাখা হইত। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আরিষ্টটল কহেন যে, সেই সকল মৃতদেহে কেশবৃদ্ধি হইত;—

Why doth the hair grow on those who are hanged? Because their bodies are exposed to the sun, which by its heat doth dissolve all moisture into the fume or vapour of which the hair doth grow. Aristotle.

তাহাকে স্নান করাইয়া কৌপীন ও বহির্বাস পরাইয়া দিল। তৎপরে সন্ন্যাসী, একখানি ধৌত গেরুয়া বস্ত্রের উপর পায়ের উপর পা রাখিয়া এবং হৃৎপদ্মে দুই হস্তে মুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক উদ্গ্রীব হইয়া বসিলেন। শিষ্যেরা কর্ণে চক্ষে ও নাসিকায়, ঘৃত মাখাইয়া তূল এবং মোম দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়পথ বন্ধ করিয়া দিল। হরিদাস দেখিলেন, সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান শেষ হইয়াছে, তখন তিনি জিহ্বা উল্টাইয়া তালুর ভিতর প্রবেশ করাইলেন; অমনি শ্বাস প্রশ্বাস অনেক বিলম্বে এক একবার মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে এককালে বন্ধ হইয়া গেল। শিষ্যেরা হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিল স্পন্দন নাই; ওষ্ঠ মলিন হইয়াছে, দেহ শীতল হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা রণজিৎসিংহকে কহিল,—এক্ষণে মহারাজের যেমন ইচ্ছা হয় করিতে পারেন।

রণজিৎসিংহ দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বলরাম মিশ্র শিষ্যদিগকে সরাইয়া নিজে একবার পরীক্ষা করিলেন, বাস্তবিক জীবনের কোন চিহ্ন নাই; শ্বাস প্রশ্বাস নাই; নাড়ীর গতি নাই; বুকের স্পন্দ নাই, শব্দ নাই; শরীরে তাপ নাই; সকলিই মৃতদেহের লক্ষণ। তখন তিনি মহারাজের আজ্ঞায় যোগীর আসনের ও গাত্রের বস্ত্র একত্র জড়াইয়া বাঁধিলেন। তাহার পর আর একখানি শুক্লবস্ত্র জড়াইয়া তাহা সেলাই করিয়া দিলেন। সেলাইয়ের স্থানে স্থানে গালা দিয়া রণজিৎসিংহের স্বনামের মোহর করা হইল। বলরাম মিশ্র এই অবস্থায় সাধুকে একটী কাঠের সিন্দুকে রাখাইয়া * স্বহস্তে তাহার চাবি বন্ধ করিলেন। কুলুপের উপরও আর একটী মোহর

---

* A Faquir who arrived at Lahore engaged to bury himself for any length of time, shut up in a box, and without either food or drink. Runjeet naturally disbelieved the man's assertions, and was determined to put them to the test. For this purpose the Faquir was shut up in a wooden

করা হইল। অনুচরেরা, বারদ্বারীর মধ্যে মৃত্তিকাতে সিন্ধুকটী পুতিয়া রাখিল। এত সাবধানতাতেও রণজিৎসিংহের বিশ্বাস নাই। তিনি সমাধির উপর যব বুনিতে বলিলেন। আজ্ঞামত তাহাও করা হইল। অনুচরেরা মাটী মাড়াইয়া তাহার উপর যব বুনিয়া দিল। পরিশেষে বারদ্বারীর দ্বার ইষ্টক দিয়া গাঁথাইলেন। এবং প্রাচীরের উপর ও চারিদিকে অস্ত্রধারী প্রহরী রাখিলেন। মোহর ও সিন্ধুকের চাবি কাহার নিকট রাখিয়া প্রত্যয় হইল না; সে জন্য মহারাজ স্বয়ং অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

১০

উত্থান।

তিন চারি দিনে যবের অঙ্কুর গজাইল। ত্রিশ বত্রিশ দিনে গাছ গুলি বড় হইয়া বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলিতে লাগিল। আজ বারদ্বারী নূতন রূপ ধরিয়াছে; এত দিন সে দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিত না, এখন পথিকেরা সেই পুরাতন উদ্যান পানে স্থিরভাবে নিরীক্ষণ না করিয়া পথ

---

box, which was placed in a small appartment below the middle of the ground; there was a folding door to his box, which was secured by a lock and key. Surrounding this appartment there was the garden house, the door of which was likewise locked, and outside the whole, a high wall, having its doorway built up with bricks and mud. In-order to prevent any one from approaching the place, a line of sentries was placed, and relieved at regular intervals. The strictest watch was kept up for the space of forty days and forty nights. (Dr. McGreger.)

চলে না। সাধুকে দেখা যায় না, তবু যেন বারবারই দেখিবার বুকের ঔৎসুক্য জন্মিত। সকলেই দিন গণিতেছে; এক দুই করিতে আটত্রিশ দিন গত হইল।

ঊনচত্বারিংশ দিবসে পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তেন ওয়েড্ সাহেব, কতক গুলি ইংরাজ ও পাঁচশত সেনা সঙ্গে গভর্ণর জেনারেলের কোন আদেশ লইয়া রাজসভায় আসিলেন। সাহেবেরা যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহার কথাবার্ত্তা শেষ হইলে, রণজিৎসিংহ ফকির আজিজুদ্দিনের দ্বারা তাহাদিগকে যোগীর আদ্যোপান্ত গল্পটী শুনাইলেন। পরদিন তাঁহাকে উঠাইতে হইবে, তাহাও জানাইলেন। ইংরাজেরা খৃষ্টান, বাইবেল পড়িয়া তাহারা বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন যে, কেবল ঈশ্বরের পুত্র হইলেই কবর ঠেলিয়া উঠিতে পারে; কিন্তু ভারতের মাটীতে মানুষের ছেলেও প্রকৃত শব সাজিয়া তেমন কতবার যে কবর হইতে উঠিতে পারেন, বাইবেলে সে পাঠটুকু লিখিয়া রাখা হয় নাই, সুতরাং খৃষ্টানেরা তাহা বিশ্বাস করিতে শিখেন নাই। ওয়েড্ সাহেব রণজিৎসিংহের মুখে যোগীর গল্প শুনিয়া কথাটা কেমন কেমন লাগিল বলিয়া অবিশ্বাস করিলেন। যাহা হউক, সন্দেহ ভঞ্জন করা আবশ্যক, এই ভাবিয়া কেহই স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন না।

---

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র পাল তাঁহার যোগতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, জেসলমিরের ও লাহোরের যোগী ইহাঁরা দুই পৃথক ব্যক্তি। এটী তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। জর্মানীস্থ লোক ডাক্তার হনিগবর্গর লিখিয়াছেন, তাঁহারা একই ব্যক্তি—

The same individual exhibited at Jesulmir with succes.

When this period was about to expire, Colonel Wade the Political Agent of the British Government, arrived at Lahore with a staff of English officers (including Dr. Murray and Dr. McGregor) on a mission from the Governor-General.

Jowallaprasad.

পরদিন সকলে বারদ্বারীর বাগানে উপস্থিত হইলেন। রণজিৎসিংহের যাইবার পূর্ব্বেই উদ্যান লোকারণ্য হইয়াছিল। যোগী, সমাধি-অবস্থা হইতে উঠিবেন; উঠিয়া পুনর্ব্বার জীবিত হইবেন, ইহা দেখিবার নিমিত্ত দেশ বিদেশ হইতে সকলে ছুটিয়াছে। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু হইতে আশী বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কাহার কৌতুক দেখা হইবে, কাহার পুণ্য হইবে; সে জন্য কেহ কেহ গাছে, কেহ দেউলে উঠিয়াছে। কত লোক উদ্যানে স্থান পায় নাই, পথে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রণজিৎসিংহ, তাঁহার আত্মীয় স্বজন, প্রধান প্রধান সর্দ্দার, নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ, পলিটিক্যাল এজেণ্ট কাপ্তেন ওএড্, ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর, ডাক্তার মরে, জেনারেল ভেঞ্চুরা, ফকির আজিজুদ্দিন, প্রায় চারি শত ইংরাজ সৈন্য এবং অন্যান্য অনেক প্রধান ব্যক্তি বারদ্বারীর ঠিক সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ আসনে বসিলেন, কেহ দাঁড়াইয়া থাকিলেন। বলরাম মিশ্র কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রথমে তিনি দ্বারের নূতন প্রাচীর ভাঙ্গাইলেন। সমাধিস্থান দৃষ্টিগোচর হইল। সকলে দেখিলেন যব গজাইয়া বড় বড় ঝাড় বাঁধিয়াছে। মাটী খুঁড়িয়া সিন্দুক বাহির করা হইল। রণজিৎসিংহ চাবি দিলেন। বলরাম মিশ্র মোহর ভাঙ্গিয়া সিন্দুক খুলিলেন,—ভিতরে হরিদাস বসনাবৃত, উন্নতভাবে যোগাসনে বসিয়া আছেন। যে ভাবে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল, সেইরূপ সমাধি-অবস্থায় বসিয়া আছেন। চেলারা উপরের বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল, হরিদাসের সংজ্ঞা নাই। রণজিৎসিংহ ডাক্তার সাহেবদিগকে সাধুর দেহ পরীক্ষা করিতে বলিলেন। রেসিডেন্সী সর্জ্জন ম্যাক্‌গ্রেগর ও ডাক্তার মরে উভয়েই সন্ন্যাসীকে পরীক্ষা করিলেন। হাত দেখিলেন, নাড়ী নাই; সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন। নাসিকাদি তুলাতে বন্ধ; তবু হাত দিয়া দেখিলেন নিশ্বাস নাই। বুকে কাণ দিয়া পরীক্ষা করিলেন, হাত দিয়া চাপিয়া দেখিলেন,—শব্দ নাই, স্পন্দন নাই। তাঁহারা জীবিতাবস্থার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। চক্ষের পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন, তারা কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে ও তাহাতে ঘোলা পড়িয়াছে।

*শরীর স্নেহে পরিপূর্ণ এবং কোথাও রক্তের চিহ্ন নাই। ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন, বৃক্ষপত্রের ন্যায় নীরক্ত ও শক্ত হইয়া গিয়াছে। স্থান বক্ষ ও কঠিন হওয়ার কপালে যোগ্য দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে খুলিতে পারা যায় না। শিষ্যেরা উহার তালু হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া অঙ্গুলি সঞ্চালনে

---

* At the expiration of which period (forty days) the Maharajah, attended by his grandson, and several of his sardars, as well as General Ventura, Captain Wade, and myself, proceeded to disinter the Fakir. The bricks and the mud were removed from the outer doorway, the door of the gardenhouse was next unlocked, and lastly that of the wooden box, containing the Fakir; the latter was found covered with a white sheet, on removing which, the figure of the man presented itself in a sitting posture; his hands and arms were pressed to his side, and his legs and thighs crossed. The first step of the operation of resuscitation consisted in pouring over his head a quantity of warm water; after this, a hot cake of *atta* was placed on the crown of his head; a plug of wax was next removed from one of his nostrils, and on this being done, the man breathed strongly through it. The mouth was now opened, and the tongue, which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward, and both it and the lips anointed with ghi; during this part of the proceeding, I could not feel the pulsation of the wrist, though the temperature of the body was much above the natural standard of health. The legs and arms

[illegible] তাহা ফুলিয়া মহিষের শৃঙ্গের ন্যায় মোটা, গোল এবং কঠিন [illegible], অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিলেন যেন বরফে হাত পড়িল। একটুও [illegible] গেল না। সে শরীরে পুনর্ব্বার যে জীবনের সঞ্চার হইবে, ডাক্তারেরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গুরুর চৈতন্যসম্পাদনার্থ শিষ্যদিগকে ব্যস্ত দেখিয়া তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে, আর মানুষের হাত নাই। এ দেহকে যে সচেতন করিবে, সে একটা নূতন মানুষও গড়িতে পারিবে। ইনি চল্লিশ দিন মৃত্তিকার ভিতর ছিলেন, তৎকাল মধ্যে নখ চুল কিছুই গজায় নাই। তবে আর জীবন কোথা ?

---

being extended, and the eyelids raised, the former were well rubbed, and a little ghi applied to the latter; the eyeballs presented a dimmed, suffused appearance, like those of a corpse. The man now evinced signs of returning animation, the pulse became perceptible at the wrist, whilst the unnatural temperature of the body rapidly diminished. He made several ineffectual efforts to spe[illegible] and at length uttered a few words, but in a tone so [illegible] and feeble as to render them inaudible. By and by his speech was re-established, and he recognised some of the by standers, and addressed the Maharajah, who was seated opposite to him, watching all his movements. When the Fakir was able to converse, the completion of the feat was announced by the discharge of guns, and other demonstrations af joy. A rich chain of gold was placed round his neck by Runjit, and ear-rings bubbles, and shawls were presented to him.

Dr. McGregor.

চেলারা সাধুর মাথায় জল ঢালিতে লাগিল;—পর্য্যায় ক্রমে একবার শীতল জলধারা আর একবার ঈষদুষ্ণ জলধারা ঢালিল। পুনঃ পুনঃ এই প্রক্রিয়ার পর আটার একখানি বড় রুটী অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে মাথার উপর বসাইয়া দিল। তাহার পর চক্ষের, কর্ণের, নাসিকার ও মুখের তুল খুলিয়া জোরে ফুৎকার দিতে লাগিল। এবং ব্রহ্মতালু হইতে জিহ্বাকে বাহির করিয়া তাহাতে ঘৃত লেপন করিল। এইবার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল, দেহের সন্তাপও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। ডাক্তারেরা গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, প্রখর জ্বরেও প্রায় এত উত্তাপ দেখা যায় না। নাড়ী ধরিয়া দেখিলেন, তখনও তাহার গতি হয় নাই। শিষ্যেরা চক্ষে কিঞ্চিৎ ঘৃত লাগাইয়া দিল, হস্ত পদে ঘৃত মাখাইয়া মর্দ্দন করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে যোগী একবার নড়িয়া উঠিলেন, কিঞ্চিৎ পরেই চাহিয়া দেখিলেন। ডাক্তার সাহেবেরা একে একে দুইজনেই পুনর্ব্বার নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন এবার গতি হইয়াছে, কিন্তু অতি ক্ষীণ ও মৃদু। চক্ষে পলক পড়িতেছে, বুকে টিপ্ টিপ্ শব্দ হইতেছে। ক্রমে দেহের তাপ স্বাভাবিক হইয়া আসিল। যোগী কথা কহিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না,—কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার পাশেই স্বয়ং মহারাজ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যোগী অনায়াসে চিনিতে পারিলেন। একবার কিছু বলিবেন এই রূপ ইচ্ছা করিয়া পুনঃ পুনঃ মহারাজের মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অবিস্পষ্ট ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে একটী একটী কথা কহিলেন; আরও কিছুক্ষণ পরে যেন সে মানুষ নন; সেই শুষ্ক শরীর প্রফুল্ল হইল, হাসিভরা মুখমণ্ডল ঢল ঢল করিতে লাগিল, প্রখর চক্ষুর তেজ উজ্জ্বল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সহজ মানুষের মত সকলের সঙ্গে কথা কহিলেন, তিন চারি কলসী জল লইয়া স্বহস্তে স্নান করিলেন। সাহেব মণ্ডলী অবাক, কাহার মুখে আর কথা সরে না। ডাক্তার মরে, স্বহস্তে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিয়া লইলেন। রণজিতের আজ্ঞানুসারে চতুর্দ্দিকে

বিজয়বাদ্য ‡ বাজিতে লাগিল,লাহোরনগর কামানের গুড় গুড় শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। ওয়েড্ সাহেব অনেক গুলি কথা জিজ্ঞাসিলেন, হরিদাস কতক গুলি কথার উত্তর দিলেন, কতক গুলি কথার উত্তর দিলেন না। সাহেবদের ইচ্ছা, তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণর জেনারেলকে এই সকল অদ্ভুতকাণ্ড প্রত্যক্ষ দেখান্। হরিদাস বলিলেন,—যদি তোমরা সমস্ত কলিকাতা নগরী পুরস্কার দাও, আমি এক বৎসরকাল মৃত্তিকার ভিতর বাস করিয়া দেখাইতে পারি। নতুবা তোমাদের একটু আমোদের নিমিত্ত আমি এত ক্লেশ কেন সহিব? সাহেবেরা সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইউরোপে যাহা নাই, অন্য দেশে তাহা থাকিতে পারে, এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। হিন্দুর পুস্তক বলিয়া যোগশাস্ত্র এককালে অশ্রদ্ধেয় নয়, বাইবল শাখার ঋষিরা তাহা বিশ্বাস করিতে শিখিয়া সাধুকে ধন্যবাদ

‡ কেহ কেহ বলেন, সেনাপতি গার্ডনার সাহেব হরিদাসের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া লইয়াছিলেন। ডাক্তার হানিগ্‌বার্জার আপনার পুস্তকে এই সাধুর যে ছবি দিয়াছেন, তাহাও তিনি গার্ডনার সাহেবের কাছে পাইয়াছিলেন। ছবিখানি যিনিই চিত্র করিয়া থাকুন, কিন্তু উহা যে ঠিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, জেনারেল ভেঞ্চুরা এবং কর্ণেল ওয়েড সাহেব উভয়েই যোগীর যোগনিদ্রা হইতে উত্থানকালে লাহোরে উপস্থিত থাকিয়া স্বচক্ষে সাধুকে দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ডাক্তার হানিগ্‌বার্জার সাধুর চিত্রখানি তাঁহাদিগকে দেখাইলে তাঁহারা উভয়েই চিনিয়া বলিয়াছিলেন—এটী [illegible] হরিদাসের প্রতিমূর্ত্তি।

The lithographic engravings in this, the first volume, are faithful copies of Portraits and Sketches, taken by a native at Lahore—excepting only the likeness of the Fakir Haridas, which I had from Captain Gardner; and though I never saw Haridas, I rely on the resemblance; for, on showing it to several natives,' who knew him well, as also to General Ventura and Colonel Sir C. M. Wade, who were present at the restoration of the Fakir, they recognised the likeness.

দিতে দিতে লুধিয়ানায় ফিরিয়া গেলেন। হরিদাসের সম্মানার্থ মহারাজ রণজিৎসিংহ তাঁহাকে মণিময় কুণ্ডল, কনকহার, স্ফটিকমালা এবং দুই হাজার টাকা মূল্যের একখানি উৎকৃষ্ট সাল পুরস্কার দিলেন। সাধুকে প্রথম দেখিয়া তাঁহার মনে যে অভক্তি জন্মিয়াছিল, যোগীর অলৌকিক কাজ দর্শনে এখন সেই কুসংস্কার অপগত হইল কি না, তাহা পশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হইবে।

১১

যোগানন্দ।

সমাধি অবস্থায় হরিদাস মৃতদেহের মত মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিলেন, —বাহিরে স্পন্দ ছিল না, চৈতন্য ছিল না। ডাক্তারেরা সেই যোগাবস্থায় তন্ন তন্ন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিলেন, জীবনের কোন লক্ষণ চক্ষে পড়িল না। যোগী পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন, তাই বিশ্বাস হয়, সেই নিস্পন্দ শরীরে জীবন ছিল, নতুবা তেমন দেহে জীবন থাকিবার কথা নয়। মহাপুরুষকে সমাধি হইতে তোলা হইল,—দেহ কাষ্ঠবৎ শুষ্ক ও কঠিন। নিশ্বাস নাই, নাড়ী নাই, বাহ্য জ্ঞান নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কি ছিল? সেই জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যোগীর অন্তরিন্দ্রিয়ের অবস্থা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মে।

সমাধিতে বসিলে বাহিরে যে অবস্থা ঘটে, ভিতরেও সেই অবস্থা ঘটিলে সুখ কি?—যোগে তবে কোন সুখ নাই। দেহ নিস্পন্দ অসাড়, মনও নিস্পন্দ অসাড় হইলে আনন্দ কোথায়? কিন্তু তাহা নয়, যোগের আনন্দ অসীম। সমাধিতে † বসিলে যোগীর মন, স্বপ্নের ছায়াময় সুখনিকেতনে বিচরণ করিতে থাকে। রণজিৎসিংহের সম্মুখে হরিদাস যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। জাগিয়া পূর্ব্বপরিচিত দুই এক জন ব্যক্তির পানে

---

† And piously asserted, that during the whole time he had enjoyed a most delightful trance. Mcgregor.

চাহিতে লাগিলেন। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে মানুষের যে ভাব হয়, যোগীর ঠিক সেই ভাব ঘটিল। ক্রমে তিনি অনায়াসে কথা কহিতে পারিলে কর্ণাল ওয়েড্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি এত দিন কেমন ছিলেন? — সুখে ছিলেন, না কষ্টে ছিলেন, এমন জড়বৎ অবস্থায় আপনার কি সুখদুঃখ বোধ ছিল'? হরিদাস বলিলেন — মহাশয়? সমাধি-অবস্থার মত এমন সুখ আর কিছুতে নাই। ইন্দ্রত্ব পাইলেও আমি সে সুখ ভুলিতে পারি না। * আমার ধ্যান ভঙ্গ হইলে যখন সমাধি অবস্থার সুখ মনে পড়ে, বলিব কি? — সে সময়ে আমি প্রাণকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। আবার যোগে বসিতে ইচ্ছা হয়। আমার পক্ষে জাগ্রতাবস্থায় সুখ নাই। যদি বলিলেন, সুখ আমার সমাধিতে।

শিখেরা হরিদাসকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। অমৃতসরে যোগী একবার সমাধি হইতে উঠিলে, তথাকার সমস্ত লোক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহার অঙ্গ টিপিতেছেন, কেহ বাতাস করিতেছেন, কেহ কেহ নানাবিধ খাদ্য আনিয়া দিতেছেন। হরিদাস বলিলেন, — এত সেবা শুশ্রূসাতেও আমার সুখ নাই। তোমরা মনে করিতেছ, এত দিন আমি কষ্ট পাইয়াছি? কিন্তু কষ্টের কথা কি? — আমি যে সুখে ছিলাম, তেমন সুখ মহারাজ রণজিৎসিংহের ভাগ্যেও ঘটে না। আমি সাধুদের সঙ্গে মনোহর অরণ্যে ছিলাম। আহা! সে কি চমৎকার বন! তেমন ফুল, তেমন ফল, পাতা গুলির তেমন সৌন্দর্য্য কোথাও নাই, — মর্ত্ত্যের কোন বনে নাই, কোন বৃক্ষে নাই। আমি সেই বনে বেড়াইতাম, বৃক্ষতলে যোগিসন্ন্যাসীর কাছে থাকিতাম।

---

* He states that, his thoughts and dreams are most delightful, and that it is painful to him to be awoke from his lethargy.

Court and Camp of Ranajit Sinha.

গাছে কি পাখী ডাকিত চিনি না, নাম জানি না। কিন্তু তেমন সুর পাই ত আবার শুনি। মর্ত্ত্যে তেমন কূজন কোথাও নাই। তাহাতে সকলি আছে — উষাকালের দূরবংশী-রবের মধুরতা, শিরীষ মল্লিকার কোমলতা — সে সুরে সকলি আছে। চক্ষু মুদিলে এখন যেন তাহাই শুনিতেছি। সেই সুর আসিয়া আসিয়া আমার কানের ভিতর বাজিতেছে। আমার কষ্ট নাই, আবার সমাধিতে বসিয়া আমি সেই সুখ ভোগ করিব *।

ঋষিদের সঙ্গে বৃক্ষ-মূলে থাকিতাম। সিদ্ধাঙ্গনারা আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া দিতেন। ফুল লইতাম। ফুল লইয়া সকল ভুলিতাম, সে ফুল কি হইত তাই মনে পড়ে না।

---

* হরিদাসের এইসমস্ত কথা গুলি অলীক ও কাল্পনিক নহে। তাঁহার সমাধি, নিদ্রিতাবস্থাও নয়, মৃত অবস্থাও নয়, — এই দুই অবস্থার মধ্যবর্ত্তী। তাহাতে নিদ্রা সুলভ স্বপ্নের সুখ আছে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর সুখ আছে। স্বপ্নের সুখ কেমন চিত্রময়, সে পরিচয় কাহাকেও দিতে হইবে না, মানুষমাত্রেই তাহা প্রায় নিত্য ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মৃত্যুর সুখ সকলে জানেন না। সংসারে আমরা মায়ায় বদ্ধ আছি, অন্তিম দশায় চিরকালের জন্য সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করি। বস্তুতঃ মৃত্যু সুখকর বৈ কষ্টকর নহে। কেবল মন-গড়া কল্পনা দ্বারা আমি এমন কথা বলিতেছি না। জলে ডুবিয়া প্রাণবিয়োগ হইলে বহু যত্নের পর অনেকে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, — মৃত্যুর মত এমন সুখ আর কিছুতে নাই। জলে ডুবিলে প্রথমটা ধড়্ ফড়্ করিবার সময় কতক কষ্ট হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই যে কেমন সুখ, সে কথা আর কি বলিব।

ডাক্তার রডক্ লিখিয়াছেন —

Persons who have been resuscitated after drowning, suffocation, and strangling, and after all sensation had been lost, have asserted that, after the first shock, they experienced no pain.

বনে আমরা ফুল হইতে অমৃত তুলিতাম। অমৃত আহরণ করিয়া ঋষিরা খাইতেন, আমিও খাইতাম। অমৃত পান করিয়া আমার শরীর হৃষ্টপুষ্ট থাকে, তাই অনশনে আমি দুর্ব্বল হই না। *

সমাধিতে থাকিয়া হরিদাস কত প্রকার সুখ ভোগ করিতেন, অনুগত শিখ দিগকে তাহা শুনাইয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে এখানে সমস্ত বিবরণ লিখিলাম না।

১২

হরিদাসের ক্ষমতা।

হরিদাসের একটী দৈববলের পরিচয় দিতে এতক্ষণ গেল। কিন্তু তাঁহাতে কেবল একটী গুণ থাকিলে শোভা পায় কৈ ? তেমন ব্যক্তি অশেষ গুণের আধার। সে আধারে কি কি গুণ ছিল, একটী একটী করিয়া এইবার তাহার সকল গুলির পরিচয় দিব।

হরিদাসের ক্ষমতা আশ্চর্য্য। সকল কাজ গুলিই অসাধারণ। তাই তিনি তদানীন্তন জনসমাজে এত পূজিত হইয়াছিলেন। যাহা নিত্য ঘটে না, উঠিতে বসিতে চক্ষের উপর যাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না, তাহাই আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য কাজ সকল মানুষের ক্ষমতায় ঘটিয়া উঠে না। যাঁহার ক্ষমতায় ঘটিয়া উঠে, তাঁহাকেই লোকে আদর করে। হরিদাস ভাগ্যবান্ পুরুষ। সাধনবলে তিনি যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কত দেশে সেই ক্ষমতার জন্য মানুষে দেবতা বলিয়া আদর পাইয়াছেন। আমরা এতক্ষণ সাধুর কেবল সমাধি-ধারণের কথা বলিয়াছি, তাঁহার অন্যান্য দৈব-শক্তির বিবরণ শুনিলে সকলে স্তম্ভিত হইবেন।

---

* যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সিদ্ধপুরুষদের মুখামৃত সুধার কার্য্য করে। সে যাহাই হউক, কিন্তু হরিদাস বলিলেন যে, ফুলের মধুপান করিয়া তাঁহার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট থাকে, এ কথার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না।

হরিদাসের ক্ষমতা।

১৮২৯ কি ১৮৩০ সালের পূর্ব্বে হরিদাসকে কেহই জানিতেন না। হিন্দুরাও জানিতেন না, খৃষ্টানেরাও তাঁহাকে চিনিতেন না। দুই একটী অদ্ভুত কাজ প্রকাশ পাইলে এই মহাত্মা লোকের কাছে পরিচিত হইলেন। তাঁহার ক্ষমতার প্রথম পরীক্ষা শুনিলেই আমরা বুঝিতে পারি,—এক দিন এই মেঘ হইতে বজ্র খসিয়া পড়িবে, ইহাতেই একদিন ভূমিকম্প হইবে। হরিদাস লোকের চক্ষে পড়িবার পূর্ব্বেই জনৈক পাদরীর দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এক দিন অপরাহ্নে তিনি প্রয়াগের নিকটে যমুনা-পারে একটী দেবমন্দিরে বসিয়াছিলেন। নিকটে শিষ্যগণ ও কয়েকজন গ্রামবাসী গল্প করিতেছিল। ইতিমধ্যে আলাহাবাদ হইতে একজন পাদরী নৌকাযোগে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেকালে আর একালে প্রভেদ অনেক। তখন আবশ্যক হইলে সাহেবেরা পল্লীগ্রাম হইতে কুলী ধরিয়া আনিতেন। কার্য্যোদ্ধারের পর মন যদি খুশী থাকিত তবে ইচ্ছামত যৎকিঞ্চিৎ মজুরী দিতেন, নয় ত চাবুক দেখাইয়া বিদায় করিতেন। তাই সাহেবকে দেখিয়া কেহ কেহ ছুটিয়া পলাইল। ভদ্রলোকেরা পলাইলেন না। হরিদাসের নিকটে বসিয়া থাকিলেন। এ সাহেব কুলী ধরিতে আসেন নাই,—ইহাঁর উদ্দেশ্য মহৎ। ভাগ্যদোষে যে সকল লোক অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাদরী সাহেব তাহাদিগকে আলোকে আসিবার পথ দেখাইতে গিয়াছিলেন,—তিনি খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক। সাধুর সর্ব্বাঙ্গ গেরুয়া-বস্ত্রে আবৃত, ললাট চন্দনে ভূষিত, হস্তে জপমালা। তাঁহাকে হিন্দুদের ধর্ম্মগুরু জানিয়া সাহেব তর্ক আরম্ভ করিলেন। তর্কের সময় কি কি বিচার চলিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পাদরী সাহেব হিন্দুধর্ম্মের দোষ দেখাইয়া থাকিবেন, তাহাতে ভুল নাই। পরিশেষে হরিদাস না কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'আপনি ফিরিঙ্গী, আমি হিন্দু। আপনাতে অধিক সার বস্তু আছে, না আমাতে অধিক সার বস্তু আছে'? সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন,—'আত্মশ্লাঘা করিতে নাই। করিলে মহাপাতক হয়। তবে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই না বলিলেও নয়,—ধর্ম্মজ্ঞানে আপনারা

পশুবৎ'। সিদ্ধপুরুষ হইলে কি হয়? পাদরীর কথা শুনিয়া হরিদাস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'আপনাদের ঈশ্বর পাঁচ খানি রুটী দিয়া পাঁচশত লোককে ভোজন করাইয়াছিলেন। আমি ঈশ্বর নই—মনুষ্য। দেখুন, আমি রিক্তহস্তে পাঁচ কোটি ক্ষুধাতুরকে ভোজন করাইতেছি।' এই বলিয়া তিনি রাশি রাশি পূরী পেঁড়া ও মিঠাই বাহির করিতে লাগিলেন। সাহেব কিয়ৎকাল বিস্মিত হইয়া থাকিলেন, মুখে বাক্য নাই। কিন্তু দুই একটী কথা না বলিলেও ভাল দেখায় না। তাই শুদ্ধ ভাল দেখাইবার জন্য তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন—'এ সকল দ্রব্য তোমার ঝুলিতে ছিল। ইহার মধ্যে আমার উপযুক্ত খাদ্য কিছুই নাই। কৈ, পাঁউরুটী দাও দেখি।' হরিদাস বলিলেন,—'গ্রহণ করুন; আমিষ ব্যতীত আপনাকে সকলিই দিব।' এই বলিয়া তিনি রাশি রাশি পাঁউরুটী ও বিস্কুট বাহির করিতে লাগিলেন।

সাহেবের যদি মাসিক তঙ্কা বন্ধ না হইত, বোধ করি সেই দিনেই তিনি গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সাত সমুদ্র পারে আসিয়া যদি নিয়মিত তঙ্কাভোগে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে সর্ব্বনাশ! সে জন্য তিনি যোগীকে আর কিছু না বলিয়া নৌকার উপর আসিয়া চড়িলেন। পান্সিখানি সাহেবকে বুকে লইয়া কাল জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে প্রয়াগের দিকে ছুটিল।

সাহেব উঠিলেন, হরিদাস বসিয়া থাকিলেন না,—তিনিও উঠিলেন। উঠিয়া পাদরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পাদরী সাহেব নৌকায়। সন্ন্যাসীর নৌকা নাই,—যমুনা হৃদয় পাতিয়া দিয়াছে, তিনি যোগবলে জলের উপর হাঁটিয়া চলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে নদীর দুই ধার লোকে ভরিয়া গেল।

উপরে যে গল্পটী করিলাম, এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহার ঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্য প্রমাণ আর কি? আজি কালি ইংরাজি প্রমাণের আদর অধিক; তাই বলিতেছি, কোন ইংরাজি পুস্তকে এ ঘটনার উল্লেখ

দেখা যায় না। অতএব এমন অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করিলে দোষ আছে কি না, সে বিবেচনার ভার পাঠকেরা নিজে লইলেই ভাল হয়। তবে এক কথা বলি; ইহার একটী ঘটনা বিশ্বাস করিলে ক্ষতি নাই। হরিদাস অবলীলাক্রমে জলের উপর হাঁটিতে পারিতেন, এ কথা সত্য। একবার বর্ষাকাল। রাবি নদীর জল কল কল করিয়া ছুটিতেছে; একগাছি তৃণ ফেলিলে সহস্র খণ্ড হইয়া যায়। সাধু সেই স্রোতের উপর দিয়া অনায়াসে পদব্রজে নদী পার হইলেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এবং কয়েকজন ইউরোপীয় তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

এখন যুক্তি। যুক্তির সঙ্গে আর একটী প্রমাণ। এই দুইটীতে মিলিলেই হয়। তবেই এত বড় অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারি। রামতীর্থ রণজিৎ সিংহকে বলিয়াছিলেন যে, জলের উপর ভ্রমণ করা নিতান্ত সহজ। এক বৎসর সাধিলে সকলেই জলের উপর বেড়াইতে পারেন। প্রাণায়াম দ্বারা দেহ শূন্যে উঠিয়া থাকে। বিনা আশ্রয়ে দেহ যদি শূন্যে থাকিতে পারিল তবে জলের উপর কেন না থাকিবে? মহারাজ এবং তাঁহার সভাসদেরা এ কথার মর্ম্ম বুঝিলেন না। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—'তাহা হইলে সকলেই জলের উপর হাঁটিয়া বেড়াইত। এত সহজ উপায় থাকিতে লোকে নৌকা করিয়া নদী পার হইত না।' রামতীর্থ দেখিলেন আর তর্ক করা বৃথা। প্রত্যক্ষ না দেখাইলে মহারাজের বিশ্বাস হইবে না। সে দিবস তিনি বাসায় ফিরিয়া গেলেন। বাসায় গিয়া জীবনধারণের মত কেবল অল্প দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন। দশ বার দিন পরে তিনি রাজসভায় আসিয়া কহিলেন,—'মহারাজের যদি ইচ্ছা হয়, আসুন। আমি জলের উপর হাঁটিয়া দেখাইব।' তৎকালে মহারাজ রণজিৎসিংহ অতিশয় পীড়িত। পক্ষাঘাতাদিরোগে তাঁহার চলৎশক্তি ছিল না। সে কারণ ফকির আজিজ উদ্দিন, রাজা প্রতাপ সিংহ, রাজা নবনিহাল সিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা হরিদাসের শিষ্যকে লইয়া একটী জলাশয়ের ধারে উপস্থিত হইলেন। রামতীর্থ দীর্ঘ প্রাণায়াম করিয়া অক্লেশে জলের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সকলের বিশ্বাস হইল।

আর একটী প্রমাণ আছে। ১৮৩৪ সালে হরিদাস আজমিরে গিয়া স্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরে কথা প্রসঙ্গে আমাদের মহাপুরুষ বলিলেন * 'আমি জলের উপর হাঁটিয়া বেড়াইতে পারি, আমার চক্ষু বাঁধিয়া দিলে আমি পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারি। যদি ইচ্ছা হয়, দেখিতে পারেন,—'সমাধিধারণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে।' সচরাচর মানুষের ক্ষমতায় যাহা ঘটে না, ইংরাজেরা কস্মিন্ কালে যাহা বিশ্বাস করেন না, একটী একটী করিয়া হরিদাস তাহাই বলিলেন। স্পিয়ার সাহেব হাসি আর রাখিতে পারেন না। সেবার এইরূপে গেল। সন্ন্যাসীর ক্ষমতার পরীক্ষা হইল না। পরিশেষে ম্যাকনটেন সাহেব সাধুর পরীক্ষা লইলে ইউরোপীয়দের একটু একটু শ্রদ্ধা জন্মিল। কথিত আছে, এই সময়ে স্পিয়ার সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া হরিদাসকে আনাইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি জলের উপর হাঁটিয়া দেখাইলেন। তাহার পর মেজর সাহেবের অনুমতি ক্রমে তাঁহার মুন্সী সুজাসিংহ বস্ত্র দ্বারা সাধুর চক্ষু বাঁধিয়া দিলেন। হরিদাস একখানি পুস্তকের ছত্রে ছত্রে অঙ্গুলি দিয়া অনায়াসে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। একটু বাধ বাধ করিল না, কিছু কষ্টবোধ হইল না, —যেন চক্ষের উপর সকলিই স্পষ্ট দেখিতেছেন।

---

* On the occasion of a former visit to Ajmer, this man told Major Speirs of his wonderful powers, and, as might have been expected, was laughed at as an imposter; but another officer, before whom he also appeard, put his abstenance to the test at Pushkar by suspending him for thirteen days enclosed in a wooden chest, which he prefers to being buried under ground. + + + (Boileu.)

কিন্তু পরীক্ষার পর তাঁহার হৃৎকম্প হইয়াছিল। তিনি মার্টিন ব্লেক সাহেবকে লিখিয়াছিলেন,—আমার কথায় আপনি পরিহাস করিবেন তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু হিন্দু ফকিরদের মধ্যে কাহার কাহার এমন ক্ষমতা আছে, আগে আমি তাহা জানিতাম না।

* এই সকল ক্ষমতা দেখিয়া শিখেরা হরিদাসকে পূজা করিতেন, আদর করিয়া তাঁহাকে গুরু হরিদাস বলিতেন। এতটা আন্তরিক ভক্তির জন্যই হউক কিম্বা আপনা হইতেই হউক, পঞ্জাবীরা সাধুর কাছে মনোযোগ হয়

---

* মানুষের এ প্রকার ক্ষমতা জন্মিতে পারে কি না, এই বিষয়ের জন্য আমি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্যালজারের সঙ্গে পরামর্শ করি। তিনি বলিলেন, এ কথা অসম্ভব নয়। অনেক বায়ু-রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোক মুদ্রিত চক্ষে পুস্তকাদি পাঠ করিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় একটী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই ঘটনা শুনিলে, হরিদাসের চক্ষু বাঁধিয়া দিলে তিনি পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিতেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায়। ঘটনাটী এই,—কোন ভদ্র মহিলার মূর্চ্ছারোগ হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তৎকালে তাঁহার শ্রবণশক্তি কর্ণে ছিল না, তিনি পেট দিয়া শুনিতেছিলেন। রোগের প্রকোপে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন, অথচ পুস্তকের ছত্রে ছত্রে অঙ্গুলি দিয়া পড়িতে পারিতেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি লিখিয়াও দেখাইয়াছিলেন। বর্ণাশুদ্ধি কিম্বা ছেদের ভুল হইলে তিনি না দেখিয়া ঠিক সেই বর্ণ কিম্বা ছেদ অঙ্গুলি দ্বারা মুছিয়া পুনর্ব্বার শুদ্ধ করিয়া লিখিতেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, বাবু রাজেন্দ্র লাল দত্ত প্রভৃতি অনেকে ঐ স্ত্রীলোকের এই অবস্থা দেখিয়াছিলেন।

কর্ণেল অলকট্ লিখিয়াছেন।

At the request of my brother Babu Narendra nath Sen, I visited a lady who was subject to hysteric fits. I found her to have developed these psychical senses to an extraordinary degree; her power of hearing was transferred to the pit of her stomach. This I tested by stopping her ears with my fingers, while her husband whispered something at the pit of her stomach, which she perfectly understood. In these hysterical attacks, although her eyes and jaws tightly closed together, yet she was able to read the contents of a book by running her finger over the lines, and afterwards wrote it on a slate. If a word happened to be misspelt, or a point misplaced, she

চাহিলে তাহাদের অভাষ্টসিদ্ধি হইত। দেবতার কিম্বা সিদ্ধপুরুষের শরণ লইলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এ বিশ্বাস চিরকাল সকল দেশেই আছে। হিন্দু এবং মুসলমানদের ত কথাই নাই, ধর্ম্মসাধন তাঁহাদের জীবন। তাঁহারা অদৃষ্টবাদী,—পদে পদে কর্ম্মফল মানেন। কিন্তু এতবড় যে কঠিন ইউরোপীয় জাতি, তাঁহারাও সাধনের ফল স্বীকার করেন। দেবতার কিম্বা সিদ্ধপুরুষের নিকট বর চাহিলে শ্রদ্ধাবান্ লোকের কামনা পূর্ণ হয়, ইহাতে খৃষ্টানদেরও বিশ্বাস আছে *। তবে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন ভরসা করিয়া একটা কথা বলিলেও বলা যায়। হরিদাস যোগে বসিলে লোকে সমাধিবেদীর কাছে গিয়া মনের মত বর চাহিত; রুগ্ন, খঞ্জ, চিরাতুরেরা ধূলির উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিত। কথিত আছে, সে সময় সকলেই না কি আশানুরূপ ফল পাইয়াছিল।

কেবল একটী কথা বিশ্বাস করা হয় নাই। হরিদাস পাদরী সাহেবের সমক্ষে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়াছিলেন, এ কথা কেমন কেমন লাগিতেছে। কিন্তু যুগধর্ম্মেই হউক কিম্বা অদৃষ্টের ফের আছে

---

would rub the letter or the point from the other letters and correct it. This was not all. She would pass her foot across a line, and read it as fast as when she passed her fingers over it.

A Full Report of the Bengal Theosophical Society. 1883.

এদেশে কর্ণল্ অলকটের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু অপর যে সমস্ত ভদ্রলোক গুলির নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের প্রতি সকলের বিশ্বাস আছে, সন্দেহ নাই।

* One might be tempted to think, that as Akbar left his wives in charge of the Saints of Sikri, he owed some of his sons to more than the prayers of those holy persons; it being the opinion of the Mahamedan doctors, as well as of grave devines among ourselves, that prayer is more effectual when the means are used. (Dow's History of Hindustan.)

বলিয়াই হউক, আমাদের নিজের বিশ্বাস না হইলেও এ সব ঘটনা বিশ্বাস করিতে পারেন আজি কালি মর্ত্ত্যে এমন ভক্তির শ্রী অনেকের হইয়াছে। ম্যাড্যাম্ বেলাভাট্স্কী, সাহেবদের বিহারশৈল সিমলায় গিযা যে রূপ আশ্চর্য্য কাজ দেখাইয়াছিলেন, বোধ করি তাঁহার সঙ্গে হরিদাসকেও রঙ্গভূমিতে নামাইয়া দিলে আর অধিক হাসি পড়িয়া যাইবে না। বেলাভ্যাট্স্কী আশ্চর্য্য রমণীরত্ন। তিনি গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ চতুর সাহেবদিগকে অনেক বুজরুকি দেখাইয়াছিলেন। এথানে তাহার একটীর উল্লেথ করিতেছি ¶।

এক দিন প্রাতঃকালে পাওনিয়রের সম্পাদক সিনেট্ সাহেব, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হিউম্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, কর্ণল অল্কট্ ম্যাডাম বেলাভ্যাট্স্কী ও আর এক জন সাহেব পর্ব্বতের নীচে বেড়াইতে যাইবার অভিলাষ করেন। সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে, বাটী হইতে বাহির হইলেই হয়, ইতি মধ্যে অপর এক জন সাহেব তাঁহাদের সঙ্গে মিলিলেন। আগে ছয় জন ছিলেন, এখন সাত জন হইলেন। সাত জনেই পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা হইল, অল্প অল্প ক্ষুধা লাগিল; কিঞ্চিৎ ভোজন করা চাই। সকলে নির্ঝরের নিম্নে একটী বনের মধ্যে বসিলেন। চাকরেরা আগুন জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। চা ভিজিতেছে; এদিকে সাহেবদের মধ্যে

¶ Then she marked a spot on the ground, and called to one of the gentlemen of the party to bring a knife to dig with. The place chosen was the edge of a little slope covered with thick weeds and grass and shrubby undergrowth. The gentleman with the knife......tore up these in the first place with some difficulty......he came at last, on the edge of something white, which turned out, ...to be the required cup.

The Occult World.

ভারি হাসি পড়িয়া গেল। প্রথমে ছয় জনের বেড়াইতে আসিবার কথা; কাজেই ছয় জনের মত পান পাত্র আসিয়াছিল। এখন তাঁহারা সাত জন, সেই অপাহূত সাহেবটী চা খাইবেন কিসে? এই বিপত্তি কালে বেলাভ্যাট্‌স্কী জঙ্গলের মধ্যে একটী স্থান দেখাইয়া দিলেন। এক জন সাহেব ছুরি দিয়া সেই স্থান খুঁড়িতে খুঁড়িতে চীনার পিয়ালা ও রেকাবী পাইলেন। বাসন গুলি মাটীর ভিতর বৃক্ষমূলে জড়িত ছিল। সেখানকার মৃত্তিকাও অক্ষুণ্ণ; কোন্ যুগে তাহাতে মানুষের হাত পড়ে নাই। বাসনগুলি পূর্ব্বে কেহ পুঁতিয়া গিয়াছিল, সে সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না।

হিন্দু ও মুসলমানেরা গল্পপ্রিয়, কাজেই তাঁহারা মিথ্যাগল্প করেন। জগতে সত্যের মহিমা কেবল ইংরাজেরাই বুঝিয়াছেন। অতএব সিনেট প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত সাহেবদের কথা কেহ কেহ বিশ্বাস করিবেন। আমরা তাই ভাবিতেছি, যে কৌশলে রুষরাজ্যের ভানুমতী বাসন ও ব্রোচাদির ভেল্কী দেখাইয়াছিলেন, হরিদাসও সেই কৌশলে যদি রুটির বুজরুকী দেখাইয়া থাকেন তবে হিন্দু বলিয়া তাঁহার গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না।

১৩

ডাক্তারদের মত।

হরিদাস ইচ্ছা করিলেই দেহ ও মন সংযত করিয়া তৎক্ষণাৎ সমাধিতে বসিতে পারিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তদবস্থায় থাকিতে হইলে কতক গুলি প্রক্রিয়া করা আবশ্যক হইত। সেই প্রক্রিয়াগুলিই তাঁহার জীবন-রক্ষার উপায়। পূর্ব্বাহ্ণে তিনি কি কি কাজের অনুষ্ঠান করিলে দীর্ঘকাল সমাধিতে থাকিতে পারিতেন, তাহা বলা হইয়াছে। এখানে আরও দুই একটী কৌশলের উল্লেখ করিতেছি।

সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে হরিদাস কি কি কাজ করিতেন; তাহা কাহাকেও দেখাইতেন না। নির্জ্জন গৃহে অতি গোপনে সকল ক্রিয়া

সম্পন্ন করিতেন। কাছে কেবল শিষ্যেরা থাকিত। ‡ তাই ডাক্তার ম্যাক্-গ্রেগর লিখিয়াছেন, যোগে বসিবার পূর্ব্বে কি কি কাজ করা চাই, যোগী সকলের সম্মুখে সেই গুলি দেখাইলে, সমাধিতে বসা কঠিন কি না তবে

---

‡ However extraordinary this feat may appear, both to Europeans and natives, it is difficult, if not impossible to explain it on phrenological principles. The man not only denied his having tasted food or drink, but even maintained that he had stopped the functions of respiration, during a period of forty days and forty nights. To all appearance, this long fasting was not productive of its usual effects, as the man seemed to be in rude health, so that digestion and assimilation had apparently proceeded in the usual manner, but this he likewise denied, and piously asserted, that during the whole time he had enjoyed a most delightful trance. It is well known that the natives of Hindustan, by constant practice, can bring themselves to exist on the smallest portion of food for several days, and it is equally true, that by long training; the same people are able to retain the air in the lungs for some minutes; but how the function of digestion and respiration could be arrested for such a length of time appears unaccountable. The concealment of the Faquir during the performance of his feat, so far from rendering the latter more wonderful, serves but to hide the means he employs for its accomplishment, and until he can be persuaded to undergo the confinement in a place where his action may be observed, it is needless to form any conjectures regarding them. It is well known to

বলিতে পারি'। এটী ডাক্তার সাহেবের বুদ্ধির দোষ এবং বুঝিবার ভুল। এসব বিড়ম্বনা না ঘটিলে এ প্রকার মীমাংসা করা সহজ মানুষের জ্ঞানে যোগায় না। হরিদাসের গুপ্ত প্রক্রিয়া আর কিছুই নয়। সাত

---

physiologists that the heart beats and the functions of the lungs are performed, even after an animal's head has been removed; but to suppose for an instant, that the functions of the body can be performed for any length, without a supply of fresh arterial blood, which necessarily implies the action of respiration, is absurd, and though in cases of asphyxia, from drowning and hanging, or the inhalation of noxious gases both circulation and respiration cease for a time; still there is, a limit to this: beyond which life becomes extinct, and no power with which we are acquainted is able to recal it. My own opinion is, that the man enjoyed the functions of respiration, circulation, and assimilation, in a degree compatible with the existence of life and that by long training he had acquired the art of retaining the air in the lungs for some minutes during the time he was being shut up, and when he was again exposed. How he managed to get a supply of food and drink, I by no means wish to hazard a guess. It is said, previous to undergoing the confinement, this man gradually overcomes the power of digestion, so that milk received into the stomach undergoes no change. He next forces all the breath in his body into the brain, which is described as thereby imparting the feeling of a hot coal to the head; the lungs now collapse,

আট দিন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া ক্রমে তিনি অগ্নির তেজ কমাইয়া আনিতেন। শেষ দিবসে নির্জ্জল দুগ্ধ খাইয়া কিছুক্ষণ পরে বমন করিতেন। সেই দুগ্ধে ছানা না কাটিলে তিনি বুঝিতেন সমাধিতে বসিলে বিঘ্নের শঙ্কা নাই।

আর একটী কাজ। সমাধিতে বসিবার আগে হরিদাস পরমাত্মচিন্তা করিতেন। নিরাসনে পায়ের উপর পা রাখিয়া মৃত্তিকায় উচ্চভাবে বসিতেন। সম্মুখে পার্শ্বে দৃষ্টি নাই; চক্ষু অৰ্দ্ধেক * মুদ্রিত, অর্দ্ধেক উন্মীলিত, ভ্রূযুগলের মধ্যে ন্যস্ত। মন একাগ্র হইয়া কেবলি গাঢ় ধ্যানে ডুবিতেছে; ডুবিয়া ভিতরে মিশিয়া থাকিতেছে, আর ভাসিতেছে না। এ দিকে ধ্যানে ডুবিতে ডুবিতে বায়ুরাশি দ্বারা ফুস্ ফুস্ উদর ও অন্ত্র পরিপূর্ণ

---

and the heart, deprived of its usual stimulus, to use a homely phrase 'shuts up shop.' Having thus disposed of digestion, assimilation, respiration, and circulation, all the passages of the body are next stopped, the legs and thighs are crossed, the hands and arms are pressed to the sides; in short, the man presented the same appearance as when his box was opened. However childish this may all appear, the explanation was quite satisfactory to the good people of Lahore. The same individual exhibited at Jessulmir with success.

* লোকের চৈতন্যহরণ (মেসমেরাইজ) করিবার কৌশলও প্রায় এই রূপ। যাঁহাকে মেসমেরাইজ করিবে, সেই ব্যক্তির বাম কিম্বা দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি নিজের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ধরিয়া চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত এবং ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল কুঞ্চিত করিয়া তাঁহার চক্ষুর পানে এক দৃষ্টে ও একাগ্রমনে চাহিয়া থাকিবে। কিঞ্চিৎ কাল পরেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িবেন। বালক, স্ত্রীলোক এবং স্নায়ুপ্রধানধাতুর পুরুষ শীঘ্র অজ্ঞান হন। জ্ঞানশূন্য হইলে কাহারও কাহারও আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া কাহাকেও মেসমেরাইজ করিবে।

করিতেন। তাহার পর জিহ্বা উল্টাইয়া কুম্ভক করিলে, শিষ্যেরা ধীরে ধীরে বক্ষঃস্থল, উদর ও অন্ত্র টিপিয়া দিত। হরিদাস সেই অবসরে সমস্ত বায়ু মস্তকে তুলিয়া লইতেন। তখন উদর, অন্ত্র এবং ফুস্‌ফুস্‌ চুপ্সিয়া পাতলা হইয়া পড়িত; মস্তকের সন্তাপ বৃদ্ধি হইয়া উঠিত। এই অবস্থায় মস্তকের উপর হাত দিলে বোধ হইত, যেন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে শিখা উঠিতেছে। সমাধি হইতে উঠিলে ওয়েড্‌ সাহেব সাধুর সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যোগীর শরীরের অন্যান্য অংশ শীতল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মস্তকের উপরিভাগে প্রখর সন্তাপ। ‡

এই প্রক্রিয়া সহজ নয়। মস্তকের ভিতর বায়ু তুলিবার সময় চক্ষু কর্ণ দিয়া যেন আগুনের কণা বাহির হইতে থাকে; হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপে এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে ভাসিয়া যায়। শিষ্যেরা নিকটে উত্তর-সাধক হইয়া গুরুর চক্ষুকর্ণ ও নাসিকা চাপিয়া রাখিতেন, হৃদয় মর্দ্দন করিতেন এবং কেহ কেহ ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিতেন।

ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর যে গুপ্ত প্রক্রিয়ার আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা এই। হরিদাস স্বয়ং ডাক্তার সাহেবকে এ সব কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন; হরিদাস আরও কোন কৌশল জানেন, সাধারণ লোকে তাহা জ্ঞাত নহে।

হিন্দুদের বিশ্বাস ও সাধন ইংরাজির সঙ্গে কিছুই মিলে না, তাই হিন্দুদের শাস্ত্র ইংরাজি বুদ্ধির অগোচর। এ দেশের যোগীরা নিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন বন্ধ করিয়া কি রূপে দীর্ঘকাল অনাহারে জীবিত থাকিতে পারেন, তাহার মীমাংসা করিবার জন্য ইউরোপীয় ডাক্তারদের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নাই।

হরিদাস কি রূপে যোগ সাধিয়াছিলেন এবং সমাধিতে বসিলে কি

---

‡ Captain Wade described the top of the head to have been considerably heated, but all other parts of the body, cool and healthy in appearance. (Osborne.)

রূপে তিনি মৃতবৎ* হইয়া পড়েন, ডাক্তার মরে এবং ম্যাক্‌গ্রেগরকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাঁহারা বলাধান পথ্য এবং নির্ম্মল বাতাস বাতাস করিয়া সারাদিন পাগল হইয়া বেড়ান; শ্বাসবন্ধ, রক্তচালনা বন্ধ এবং আহার বন্ধের কথা শুনিলে তাঁহাদের শরীর শিহরিয়া উঠে। কাজেই এ সকল কঠিন সমস্যা তাঁহাদের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইবার বিষয় নহে। অনুমান দ্বারা একটা যেমন তেমন কথা বলিলে পাছে অপ্রতিভ হইতে হয়, সে জন্য মনগড়া মত প্রকাশ করিতে কাহারও সাহস হইত না।

ম্যাক্‌গ্রেগর সাহেব স্বয়ং ডাক্তার। দেহতত্ত্বে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পণ্ডিত। মানুষ কিসে মরে ও কিসে বাঁচে তিনি সকলিই জানেন। শরীর ঈশ্বরের সৃষ্ট। মানুষ তাহার কলকৌশল না বুঝিলেও চিকিৎসকদিগকে সর্ব্বজ্ঞ হইতে হয়। নিজে কিছু না বুঝিলেও অন্যকে ব্রহ্মাণ্ডের সংবাদ বুঝাইয়া দেওয়া চাই। সে জন্য ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর হরিদাসের এই বৃহৎ কাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া দুই চারি কথা বলিয়া ভাগ্যে ভাগ্যে কতকটা আপনার মান রক্ষা করিয়াছেন।

মানুষ অন্নজল বিনা বাঁচিতে পারে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস না বহিলে এবং রক্তচালনা বন্ধ হইলে প্রাণবিয়োগ হয়। ইহাই ডাক্তারদের বিশ্বাস। এই মত দেহতত্ত্ব পুস্তকে নিরূপণ করা হইয়াছে। হরিদাস চল্লিশ দিন কিছুই ভোজন করেন নাই,—নির্জ্জল উপবাসী ছিলেন। তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ ছিল, রক্তচালনা বন্ধ ছিল। এই সমাধি অবস্থা শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিপরীত কাজ। যোগী তবে কোন ব্যবস্থানুসারে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেন? ইহার ঠিক মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা কঠিন।

সচরাচর দেখা যায়, উপবাস করিলে শরীর ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হয়। হরিদাস দুর্ব্বল হন নাই। সমাধি হইতে উঠিলে কেবল দিন কতক তাঁহার মস্তক ঘুরিত। তদ্ভিন্ন অন্য গ্লানি বড় একটা হইত না। সাহেবেরা দেখিয়াছেন,

---

* + + And on his first disinterment he is for a short time

আহারাদি করিলে শরীর যেরূপ হৃষ্ট পুষ্ট থাকে, ধ্যানভঙ্গের কিয়ৎক্ষণ পরেই হরিদাস সেইরূপ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন।

ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর লিখিয়াছেন, এই সাধুর বুজরুকীর গল্প ইউরোপের এবং এদেশের লোকের কাছে আশ্চর্য্য বোধ হইবে। অনেকে ইহা ছেলেমি মনে করিবেন। কিন্তু লাহোরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই ঘটনা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ইহাতে সন্দেহ নাই। দেহতত্ত্বের ব্যবস্থার সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য করা দুর্ঘট নয়, তবে কতকটা কঠিন বটে। সকলেই জানেন হিন্দুদের উপবাস করা অভ্যাস আছে। তাঁহারা যৎসামান্য আহার করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার সময় তাঁহারা প্রাণায়াম করেন। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাস এবং পরিপাক ক্রিয়া কি রূপে মাসাবধি বন্ধ থাকিতে পারে, তাহাই আশ্চর্য্য। কোন কোন প্রাণীর মস্তক কাটিয়া ফেলিলে তাহাদের বুক টিপ্ টিপ্ করে এবং শ্বাস বহিতে থাকে। কিন্তু রক্ত-সঞ্চালন বন্ধ হইলে মৃত্যু হয় না, এমন ঘটনা ত দেখা যায় না। যদিচ জলে ডুবিলে কিম্বা গলায় দড়ী দিলে প্রাণ-বিয়োগের পরেও কোন কোন ব্যক্তিকে বাঁচাইতে পারা যায়; কিন্তু মৃত্যুর অধিকক্ষণ পরে আর মানুষের হাত থাকে না। তাই দেখা যাইতেছে, সকল কার্য্যেরই একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সমাধি-অবস্থায় শরীর রক্ষার জন্য যতটুকু শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত-সঞ্চালন এবং পরিপাক ক্রিয়া আবশ্যক, যোগীর শরীরে নিয়মমত অল্প অল্প করিয়া তাহা চলিতেছিল, একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

মীমাংসা ফুরাইল। লোকে হাসিয়া ফেলিল। যিনি মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তিনিও যেমন বুঝিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ বুঝিলাম। সমাধি হইতে উঠিলে ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর স্বহস্তে হরিদাসের দেহ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নাড়ীর গতি পান নাই, শ্বাসপ্রশ্বাস বুঝিতে পারেন নাই। তবে কি এই সকল স্বাভাবিক ক্রিয়া গুলি ফল্গুনদীর মত

---

giddy and weak, but very soon recovers his natural health and spirits. (Osborne.)

অন্তর্লীন হইয়া ভিতরে ভিতরে বহিতেছিল? বিজ্ঞব্যক্তি অসঙ্গত কথা বলিলে শিষ্টাচারের অনুরোধে ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতে হয়; সেই কথা মূর্খের মুখ দিয়া বাহির হইলে লোকে হাসিয়া ফেলে।

ডাক্তার হানিগ্‌বার্জার বিচক্ষণ এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এই কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পান নাই। চেষ্টা করিলেও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। তাই নীচপ্রাণীদের শীতনিদ্রার সঙ্গে সমাধি অবস্থার তুলনা করিয়া যোগনিদ্রার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—ভেক প্রভৃতি কোন কোন জীব পর্ব্বতের গর্ত্তে নিদ্রা যাইতে থাকে। শত শত বৎসর কাটিয়া যায়; রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি পোহাইতে থাকে, তবু তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কিন্তু সেই সকল প্রাণীকে আলোতে আনিলে, তাহারা বায়ুসেবন করিয়া পুনর্জীবিত হয়। যোগীদের যোগাবস্থা ঠিক তদ্রূপ। যোগে বসিলে তাঁহারা এই সকল প্রাণীর ন্যায় অসাড় জড়বৎ হইয়া ঘুমাইতে থাকেন।

১৪

দ্বিতীয় পরীক্ষা।

পূর্ব্ব হইতে শিখরা হরিদাসকে দেবতার তুল্য শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহাদের চক্ষে গুরুনানক আর হরিদাস এ উভয়ে ভিন্নভেদ ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রতি স্বয়ং মহারাজের কখন শুভদৃষ্টি পড়ে নাই। রণজিৎসিংহ হরিদাসকে আদর করিতেন, ভালবাসিতেন; কিন্তু অন্তরস্থ নয়, সকলি মৌখিক। পাছে তিনি কখন সাধুর অবমাননা করেন, বোধ করি সেই জন্য শিখদের গুরু পুরোহিতরা গ্রন্থ দেখিয়া গণনা করিলেন যে, যত দিন এই মহাপুরুষ পঞ্জাবে থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত রাজ্যে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। তাই রণজিৎসিংহের কতকটা অনুরাগ জন্মিল। তিনি সাধুকে লাহোরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ইংরাজেরা চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার মিথ্যাপ-

বাদ রটাইতে লাগিলেন। একবার কতকগুলি ইংরাজ রণজিৎসিংহকে বলিলেন,— মহারাজ! আপনার সাধু প্রতারক। তাঁহার যোগবল ও সমাধিধারণ সমস্তই মিথ্যা। মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখা হইলে শিষ্যেরা রাত্রিতে প্রহরিদিগকে উৎকোচ দিয়া সাধুকে তুলিয়া আনে। পরে যোগীর উঠিবার নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার পুতিয়া আসে। আমরা এ প্রবাদ অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আপনি বরং পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ধূর্ত্তের বঞ্চনা অবশ্যই ধরা পড়িবে'।

এ কথা রণজিৎসিংহের মনে লাগিল না। তিনি বলিলেন, — মহাপুরুষের যে প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা, তাহা চক্ষে দেখিলেও কাহারও বিশ্বাস না হইবার কথা। বিশেষতঃ যাঁহাদের শাস্ত্রে হিন্দুর ধর্ম্ম মানিতে নিষেধ আছে, তাঁহারা ত সকলিই অলীক জ্ঞান করিবেন। কিন্তু আমার নিজের বিশ্বাস এই, হরিদাসের অন্যান্য চরিত্র যেমন হউক, তাঁহার সমাধিধারণে ধূর্ত্ততা নাই। পঞ্জাবরাজ্যে আমার সঙ্গে চাতুরী খেলিবে এত পুরুষত্ব কাহার আছে? সত্যই যদি চেলারা হরিদাসকে তুলিয়া আনে, তবু তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত। সুপণ্ডিত ইংরাজ ডাক্তারেরা ত যোগীর সমাধি-অবস্থা দেখিয়াছেন। কৈ, সে দেহে জীবন আছে, এমন কথা ত কেহই বলেন নাই। নিন্দকের স্বভাব এই, তাহারা অকারণে লোকের [illegible] রটাইয়া থাকে"। সাহেবেরা মহারাজের এই উত্তর শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না।

কিছু কাল অতীত হইল, এক দিন রণজিৎসিংহ জেনারেল ভেঞ্চুরা ও ওয়েড্ সাহেবের কাছে এই গল্প করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, — "ভাল, সন্দেহ রাখিয়া কাজ কি; যোগীর আর একবার পরীক্ষা লওয়া যাউক। ওয়েড্ সাহেব, জেনারেল ভেঞ্চুরাকে বলিলেন, — 'আপনি সতর্ক হইয়া হরিদাসকে পুতিবেন, পরে তাঁহাকে উঠাইবার দিন আমি উপস্থিত থাকিব'। এই কথাই স্থির হইল। রণজিৎসিংহ সন্ন্যাসীকে ডাকাইয়া বলিলেন — 'মহাশয়! আর একবার আপনার সমাধিধারণ দেখিবার নিমিত্ত আমাদের অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যে সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান

করিতে হয় আপনি শেষ করুন, এবার আপনাকে দশমাস কাল মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে হইবে'। হরিদাস যে আজ্ঞা বলিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

দশ বার দিনে অন্তর্ধৌতি ও যোগের অন্যান্য পূর্ব্বানুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। সন্ন্যাসী প্রস্তুত হইয়া মহারাজকে সংবাদ দিলেন। বেলা দুইপ্রহর। হজুরি-বাগ লোকে ভরিয়া গেল। স্বয়ং মহারাজ, প্রধান প্রধান সর্দ্দার এবং জেনারেল ভেঞ্চুরা উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে এ দিন ওয়েড্ সাহেব আসিতে পারেন নাই, তিনি উত্থানের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। *

† যোগী এক একটী করিয়া সমস্ত পূর্ব্বাঙ্গ দেখাইয়া সমাধিতে বসিলেন। তিনি পূর্ব্বের মত তূল ও মোমে চক্ষু কর্ণ নাসিকা বন্ধ করিলেন এবং জিহ্বা উল্টাইয়া মৃতবৎ হইয়া গেলেন। এ পর্য্যন্ত কাহারও কোন দ্বিধা থাকিল না। সেনাপতি ভেঞ্চুরা মনের মত করিয়া যোগীর শরীর পরীক্ষা করিলেন,

---

* Captain Wade, Political Agent at Ludhiana, told me that he was present at his resurrection after an interment of some months, General Ventura having buried him in the presence of the Maharaja and many of his principal Sardars.

Court and Camp of Ranajit Sing.

† On the appearance of Ranajit Sinha and his Court, he proceeded to the final preparations that were necessary, in their presence, and after stopping with wax his ears, nostrils and every other orifice through which it was possible for air to enter his body, except his mouth, he was stripped and placed in a linen bag, and the last preparation concluded by turning his tongue back, and thus, closing the gullet, he immediately died away into a sort of lethargy. Osborne.

তাঁহারও সন্দেহ মিটিল। তৎপরে পূর্ব্বের মত সন্ন্যাসীকে বস্ত্রে জড়াইয়া স্থানে স্থানে রণজিতের স্বনামের মোহর করা হইল। এবারেও হরিদাসকে একটী কাঠের সিন্দুকে পূরিয়া মৃত্তিকায় পোতা হইয়াছিল। কিন্তু এবারে সমাধিগৃহটী অন্যরূপ। সহসা কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিবে না বলিয়া সমাধির জন্য একটী সংকীর্ণ গুম্বজ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল †। যে সকল শাস্ত্রী প্রহরী থাকিল, তাহারা রণজিৎসিংহের নিতান্ত বিশ্বাসী। মহারাজ নিত্য প্রত্যুষে অশ্বারোহণে কিম্বা হস্তীপৃষ্ঠে চড়িয়া নগর ভ্রমণ করিতে যাইতেন। যাইবার সময়ে নিত্যই একবার করিয়া সমাধিস্থান দেখিতেন। কোথাও কোন নূতন খাপনীর চিহ্ন আছে কি না, তাহার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু তথাপি সন্দেহ মিটিত না। দশ মাসের মধ্যে তিনি দুই তিন বার ফকির আজিজউদ্দিনকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রহরীরা কে কি করিতেছে, উদ্যানে হরিদাসের শিষ্য কিম্বা অন্য লোক যাতায়াত করে কি না, আজিজউদ্দিন এই সকল দেখিয়া যাইতেন। রণজিতের আজ্ঞানুসারে সাধুকে দুইবার তুলিয়াও দেখা হইয়াছিল। মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখা হইলে শিষ্যেরা তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া যায়, এটী মিথ্যা রটনা। আজিজউদ্দিন দেখিলেন, সন্ন্যাসীকে যে ভাবে রাখা হইয়াছিল, তিনি তদবস্থাতেই রহিয়াছেন ‡।

দশ মাস পূর্ণ হইল। রণজিৎসিংহ লুধিয়ানার ওয়েড্ সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। ওএড্ সাহেব লাহোরে আসিয়া মহারাজের সঙ্গ

† The Faquir reported himself ready for interment, in a vault which had been prepared for the purpose by order of the Maharaja. Osborne.

‡ The Maharaja was, however, very sceptical on the subject, and twice in the course of the ten months he remained under ground, sent people to dig him, when he was found to be in exactly the same position, and in a state of perfect suspended animation. Osborne.

সমাধি-ক্ষেত্রে গেলেন। যোগীকে তোলা হইল। সকলেই দেখিলেন, মৃত দেহের মত যোগীর শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রাণ নাই, চেতনা নাই। কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার জীবন সঞ্চার হইল। এই ঘটনার পর হিন্দুদের ধর্ম্মরাজ্যে বিজয়োৎসব পড়িয়া গেল, দ্বারে দ্বারে কল্যাণরচনা দুলিতে লাগিল, শঙ্খঘণ্টার মঙ্গল বাদ্যে লাহোর নগর উথলিয়া উঠিল *।

অসবরন্ সাহেব হরিদাসের ঘোর প্রতিপক্ষ। তিনি যোগীর ক্ষমতা স্বীকার করিতেন না। অথচ তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, ওয়েড্ সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, — হরিদাসের মৃতবৎ দেহ তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া জীবনের কোন লক্ষণ পান নাই। যাহারা পুষ্পচন্দন দিয়া কেবল পুতুল পূজা করিয়া বেড়ায়, মাননীয় অসবরন্ সে সকল লোকের মুখে মহাপুরুষের গল্প শুনেন নাই। তবে তাঁহার এত সন্দেহ কেন? ওয়েড্ সাহেবকে সকলে কি মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিতেন? না ইংরাজসমাজে তিনি নিরেট নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত ছিলেন? যাহাই হউক, সমাধিধারণে হরিদাসের যে কোন প্রতারণা ছিল না, তাহাতে সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল।

* At the termination of the ten months, Captain Wade accompanied the Maharaja to see him disinterred, and states that he examined him *personally* and *minutely*, and was *convinced* that *all animation was perfectly suspended.* He saw the locks opened and the seals broken by the Maharaj, and the box brought into the open air. The man was then taken out and on *feeling his wrist* and *heart, not the slightest pulsation was perceptible.* Osborne.

১৫

অদীননগরে হরিদাস।

১৮৩৮ সালের মে মাসে লর্ড অকলাণ্ড সাহেব, কোন বিশেষ সন্ধির জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে রণজিৎসিংহের সভায় পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে ম্যাকনটেন্, ডাক্তার ড্রমণ্ড, ক্যাপ্তেন্ ম্যাকগ্রেগর এবং অস্‌বরন্ সর্ব্বপ্রধান। তৎকালে রণজিৎসিংহ লাহোরের নিকটে অদীননগরে ছিলেন। সাহেবেরা ২৮শে মে এই স্থানে পৌছিয়া প্রত্যহ এক একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন। দারুণ গ্রীষ্ম ভিন্ন সেখানে তাঁহাদেয় অন্য কষ্ট ছিল না। কশ্মীরের সুন্দরী নর্ত্তকীরা আসিয়া নৃত্য দেখাইত। সাহেবেরা চক্ষু ভরিয়া সেই নৃত্যের শোভা দেখিতে থাকিতেন। কোন দিন মহারাজ মুক্তা-ফুটের মদ্য পাঠাইতেন, সাহেবেরা মুদ্রিতনয়নে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার আস্বাদ লইয়া দেখিতেন। কখন তাঁহারা মৃগয়া করিতে গিয়া ব্যাঘ্র, শূকর, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশু মারিয়া আনিতেন। এইরূপ আহ্লাদে আমোদে ৫ই জুন পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। নিত্য এক একটী নূতন আমোদ হইলেই ভাল হয়। ৬ই জুন তাহাও আসিয়া জুটিল। আমাদের হরিদাস অমৃতসরে গিয়াছিলেন, অদ্য তিনি অদীননগরে আসিয়া পৌছিলেন। সাহেবদের দেখাইবার জন্য রণজিৎসিংহ তাঁহাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন *।

কলিকাতার ইংরাজেরা হরিদাসের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল কথা তাঁহাদের বিশ্বাস হইত না। সকলেরই কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছিল, ভদ্র লোকের কথাতেও কেহ আর শ্রদ্ধা করিতেন না। হরিদাস অদীননগরে আসিয়াছেন শুনিয়া সাহেবেরা ছুটাছুটি তাঁহাকে

---

* The monotony of our camplife was broken this morning by the arrival of a very celebrated character in the Punjab, and a person we had all expressed great anxiety to see, and whom the Maharaja had ordered over from Amritasar on purpose.

দেখিতে গেলেন ‡। তাঁহারা মনে ভাবিলেন, — 'চিরদিনের সাধ আজি পূর্ণ হইবে। আমরা মনের মত করিয়া সাধুর পরীক্ষা লইব'। কেবল ম্যাক্নটেন্ সাহেব তত ব্যস্ত হন নাই। তিনি হরিদাসকে চিনিতেন, স্বয়ং একবার হরিদাসের পরীক্ষাও লইয়াছিলেন, সে কারণ তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সাহেবেরা সাধুর কাছে গিয়া দেখিলেন, একটী প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরে পর্য্যঙ্কের উপর তিনি বসিয়া আছেন। ঘরের মেজে বহুমূল্য গালিচায় মোড়া, খাটের উপর বিচিত্র রেশমের শয্যা। হরিদাসের সম্মুখে দুইটী পানপাত্র এবং একখানি পুস্তক। বামভাগে, একটী জলপাত্র, দুইটী ঝুলী এবং একখানি গেরুয়া বস্ত্র। মেজের উপর আর একখানি পুস্তক ও রণজিৎসিংহের দত্ত কাশ্মীরী সাল। পালঙ্কের এক পার্শ্বে অনেক শিশ, যোগীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাল-বৃন্ত দ্বারা ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছে। পূর্ব্বে সমাধি-অবস্থা হইতে উঠিলে মহারাজ সন্ন্যাসীকে যে সকল অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়াছিলেন, আজি তিনি সেই কনক-হার ও রত্ন-কুণ্ডল পরিয়া আছেন। সাহেবেরা তথায় গিয়া সাধুর সঙ্গে অনেক

He is a Fakir by name, and is held in extraordinary respect by the Siks, from his alleged capacity of being able to bury himself alive for any period of time. So many stories were current on the subject, and so many respectable individuals maintained the truth of these stories, that we all felt curious to see him. Court and Camp of Ranajit Sing.

‡ We had a good deal of conversation with him, and he volunteered to be interred for any length of time we pleased, inorder to convince us that he is no imposter. Do.

He complains that the period is too short, and that it is hardly worth his while to undergo all the trouble of the preparation. Do.

কথাবার্ত্তা করিলেন, সকলে একবার তাঁহার যোগবল দেখিবেন, সে কথাও বলিয়া রাখিলেন। এই স্থির হইল, অদীনানগর হইতে সকলে লাহোরে গিয়া তাঁহাকে মৃত্তিকার ভিতর পুতিবেন। হরিদাস অস্‌বরন্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, — এবার আমাকে কতদিন মৃত্তিকায় থাকিতে হইবে? অস্‌বরন্ সাহেব বলিলেন — সে কথা এখন ঠিক বলিতে পারি না। যে কার্য্যের জন্য এখানে আসিয়াছি, তাহার শেষ না হইলে আমরা সিমলায় ফিরিয়া যাইব না। অতএব বোধ হইতেছে, মাসাবধি আমাদিগকে লাহোরে থাকিতে হইবে। আপনি এই এক মাসকাল মৃত্তিকার ভিতর থাকিতে পারিলেই বুঝিব,—আপনার সাধন সত্য এবং শত বৎসর যোগে থাকিলে প্রাণের প্রতি ব্যাঘাত ঘটিবে না। সন্ন্যাসী তাহাতেই সম্মত হইলেন, তবে তাঁহার দুঃখ এই, সমাধিতে বসিবার পূর্ব্বে অন্তর্দ্ধৌতি প্রভৃতি অনেক কৃচ্ছ্র সাধন আবশ্যক। তাহাতে এ প্রকার কষ্ট হয় যে, কেবল একটী মাস মাটীতে থাকিলে মনের ক্ষোভ মিটে না। যাহা হউক সাহেবদিগকে বুজরুকী দেখান হইবে, এই কথা স্থির হইয়া থাকিল।

অসবরন্ সাহেব এবং গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ লাহোরনগরে আসিয়া একটী সুরম্য বাগানে বাসা করিলেন। মুসলমান বাদসার রাজত্ব কালে উদ্যানটীর চমৎকার শোভাসৌন্দর্য্য ছিল; কিন্তু রণজিৎসিংহের সময়ে আর যত্ন না হওয়ায় চতুর্দ্দিকে জঙ্গল গজাইয়াছিল। কখন কখন তাহার মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া লুকাইয়া থাকিত। তজ্জন্য মহারাজ বন পরিষ্কার করাইয়া উদ্যানটী পুনর্ব্বার বৃক্ষাদিতে সাজাইয়াছিলেন। সাহেবেরা দুই তিন দিন সেখানে অবস্থিতির পর ২৩শে জুন প্রাতঃকালে হরিদাসকে পুতিবার যোগ্য স্থান দেখিতে চলিলেন ‡। খুজিতে খুজিতে বাগানের মধ্যে একটী

‡ 23. June—This morning, after breakfast, took a stroll round the gardens for the purpose of selecting a proper spot for the interment of our friend the Fakir, and fixed on a small circular room on the ground-floor of one of the round towers in

পাকা গোলঘর মিলিল। গৃহটী অধিক বড় নয়, পরিধিতে প্রায় ২০ ফিট হইবে। উপরের ছাদ খিলানকরা, মেজে পাকা করিয়া গাঁথা। তাহাই মনোনীত হইল। সেই গৃহের ভিতর সাধুকে রাখিবার জন্য সাহেবেরা

---

the garden-wall, about 20 feet in diameter, with a brick arch roof and floor, we set the brick-layers to work, and in the centre of this room built a small vault about 5 feet square, with a door just sufficiently large to admit the box which contains the Fakir, made of strong planks of wood, about 2 inches thick, with staples and hasps, and a strong padlock, and then, having prepared bricks and mortar to wall up the outer room, we sent him word that all was ready, and he promised to make his appearance in the evening or the following morning.

26. June.—This morning was fixed upon for the interment of our friend the Fakir, who had arrived the evening before, and having undergone the necessary purgation, both of body and mind, professed himself eager for the moment when he hoped to convince us he is no imposter. I went to see him at sun-rise, and found him sitting on the bare floor praying, and frightened than he was at all inclined to acknowledge, and by no means so confident as he had hitherto been; he however insisted that at 12o'clock—the hour originally settled—he would be ready, and, in short, seemed determined to keep up the farce to the last moment.

At the appointed hour we accordingly all assembled, and found a crowd of priests and Gurus collected at the spot, to witness the interment of the holy man. His courage had much

গুম্বজ নির্ম্মাণ করিতে লোক লাগাইলেন। পাঁচ ফিট দীর্ঘ এবং পাঁচ ফিট প্রস্থ একটী চতুষ্কোণ গুম্বজ প্রস্তুত হইল। হরিদাসকে যে সিন্ধুকে পুরিয়া রাখা হইবে, কষ্টেসৃষ্টে তাহা গুম্বজে প্রবেশ করান যাইতে পারে এরূপ একটী ক্ষুদ্র দ্বার থাকিল। দ্বারের কপাট দুই ইঞ্চ স্থূল এবং তদুপযুক্ত তাহাতে কবজা লাগান। চারিটী শক্ত কুলুপও দেখিয়া রাখা হইল। তাহার পর বাহিরের দরজা গাঁথিয়া ফেলিবার জন্য ইট ও চূর্ণসুর্কি প্রস্তুত রাখিয়া সাহেবেরা যোগীকে সংবাদ দিলেন। হরিদাস বলিয়া পাঠাইলেন, — 'আমি অদ্য সন্ধ্যার সময়ে কিম্বা কল্য প্রাতঃকালে গিয়া সাক্ষাৎ করিব।'

সন্ন্যাসী ২৫ শে জুন সায়াহ্ন কালে সাহেবদের সঙ্গে একবার দেখা করিলেন। কিন্তু তখনও যোগে বসিবার সমস্ত পূর্ব্বানুষ্ঠান সমাপ্ত হয় নাই, তজ্জন্য সে দিনও সমাধিধারণ স্থগিত থাকিল। পর দিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের পর তিনি সমাধিমন্দিরের ভিতর নিরাসনে পরমাত্মচিন্তা করিতে বসিলেন। শিষ্যেরা বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিল; ইত্যবসরে অসবরন্ সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে হরিদাসের মুখ যেপ্রকার সতেজ ও প্রফুল্ল ছিল এবং আগে তিনি যেরূপ হাসিতে হাসিতে দর্প করিয়া কথা কহিতেছিলেন, এদিন না কি আর সেভাব ছিল না। তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, আর তেমন সাহস নাই। এখন সাহেবদের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন — 'আমি দুইপ্রহরের সময়ে সমস্ত কার্য্য সারিয়া সমাধিতে বসিব।'

---

evaporated since the morning, and he commenced the interview by saying that we had promised him no reward. We told him that we feared a man of his sanctity would have been offended at any such offer, but as it was not so, we would agree to give him Rs 1500 if he came out alive at the end of a week, and that we were also empowered to promise him a jaghir of two thousand Rupees yearly, on the part of Ranajita Singha.

ছুই প্রহর আসিল। সমাধিধারণ দেখিবার জন্য শিখ ও হিন্দুদের গুরু-পুরোহিতেরা চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেবেরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হরিদাস আজি যেন কেমন বিরস বিরস; পূর্ব্বের সে স্ফূর্ত্তিটুকু কোথায় গিয়াছে। তিনি অসবরন্ সাহেবকে দেখিবামাত্র বলিলেন,—আমি যোগে বসিতে যাইতেছি; কিন্তু আমার পুরস্কারের কথা কৈ কিছুই বলা হয় নাই? সাহেবেরা শুনিয়া অবাক। সাধুব্যক্তির আবার অর্থলোভ কেন? যাহা হউক তিনি শীলতা করিয়া বলিলেন,—'আপনি পুরস্কারের আশা রাখেন, আমরা ত অগ্রে তাহা জানিতাম না। আপনি সিদ্ধপুরুষ; সে জন্য আমরা ভাবিয়াছিলাম, অর্থের লোভ দেখাইলে

He then requested to know what precautions we meant to take to prevent his being disturbed, and to keep away all chance of communication from without. We produced two padlocks for his box, and two more for the door of the inner vault, one key of each of which, we told him, should be given to any one he might appoint to receive it, and the others we should keep ourselves: that all the locks should be sealed with our own seals, that the entrance to the outer room in which the vault was built, should be walled up: that sentries from our own troops should be posted night and day round the tower, and that if at the end of the period specified—one week—he was alive to claim them, the money and the villages should both be made over to him. He was evidently frightened, and made objection to the arrangements that he himself had proposed the day before, and insisted that he must have a duplicate key te each lock which he must leave in charge of his own people: that the seals should be only placed upon a particular

আপনি রুষ্ট হইবেন । বেশ, আপনাকে এক সপ্তাহকাল মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিতেছি; তাহার পর তুলিলে যদি পুনর্জ্জীবিত হন, আমি বলিয়া রাখিতেছি, দেড় হাজার টাকা নগদ এবং বার্ষিক দুইহাজার টাকা লাভের জাগির আপনাকে পুরস্কার দিব।'

টাকার আপত্তি মিটিল। আর নূতন আপত্তি কি আছে, সাধু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে হরিদাস জিজ্ঞাসিলেন, — 'আমি সমাধিতে বসিলে আমার রক্ষার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা করিবেন? এবং আমি যে চাতুরী করিতেছি না, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত আপনারা কি রূপ সতর্ক হইবেন?' অসবরন্ সাহেব চারিটী কুলুপ দেখাইয়া বলিলেন, — 'ইহার

---

part of each lock, which he pointed out, and where they would have been perfectly useless, and also insisted upon no Musulman sentries being placed near the spot.

...He immediately broke out into the most violent abuse 'against all Englishmen generally, and ourselves individually. :...But' he added 'you will not succeed, my sanctity is too firmly established to be called to question by you who believe in nothing, and are *Feringis* and heretics.'...... In the course of the evening he sent me a message by one of the Maharaja's Sardars, to say that Ranajita Sing was very angry with him, and that unless he could succeed in convincing us, he should now lose all the credit he had formerly gained,

.... and that rather than this should occur, he would agree to the proposed terms though he felt sure that our object was only to destroy him, and that we know very well that he never should come out alive.

Osborne.

দুইটী আপনার সিন্ধুকে এবং দুইটী গুহজের দ্বারে লাগাইব। তন্মধ্যে দুইটী চাবি আপনার লোককে দিব এবং দুইটী আমরা নিজে রাখিব। কিন্তু সমস্ত কুলুপগুলিতে আমাদের নিজের মোহর লাগান থাকিবে। গৃহের বহির্দ্বার ইষ্টক দিয়া গাঁথাইয়া দিব। এবং অষ্টপ্রহর আমাদের নিজের প্রহরী চৌকী দিয়া বেড়াইবে। সন্ন্যাসী এই সকল বন্দবস্ত শুনিয়া শীহরিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'প্রত্যেক কুলুপের দুইটী করিয়া চাবি থাকা চাই। একএকটী চাবি সাহেবদের কাছে থাকিবে, আর একএকটী তাঁহার শিষ্যদের হাতে দিতে হইবে। আপনারা এখানে যবন প্রহরী রাখিতে পারিবেন না।' তাহার পর কুলুপের এমন এক স্থান দেখাইয়া দিলেন যে, সেখানে মোহর করিলে কোন ফল নাই। এই সকল কথায় সাহেবেরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে হরিদাস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, ইংরাজদিগকে কটু করিয়া গালি দিতে লাগিলেন,—'তোমরা ফিরিঙ্গী, নাস্তিকের শেষ। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই মান না। লোকের কাছে আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য তোমরা লাহোরে আসিয়াছ। কিন্তু এমন আশা করিও না যে তোমাদের সাধ পূর্ণ হইবে। লোকসমাজে আমার যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা ঘুচিবার নয়।' মহাত্মা অসবরন্ সাহেব অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু হরিদাস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা সাহেবেরা আপন আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

মহারাজ রণজিৎসিংহ এই সকল সংবাদ পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তিনি সাধুকে ডাকাইয়া বলিলেন—'মহাশয়! কাজ ভাল হয় নাই। আপনি যদি সমাধিতে না বসেন, তবে দেখিবেন সর্ব্বত্র আপনার নিন্দা রটিবে। এ দেশের লোকেও আপনাকে আর মানিবে না। আর এক কথা বুঝিয়া দেখুন, সাহেবেরা আপনাকে ভণ্ড বলিয়া জানিবেন এবং আমি আপনার ভণ্ডতা ধরিতে পারি নাই, সে জন্য আমাকে নির্ব্বোধ ভাবিবেন।' হরিদাস এই কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—'মহারাজ যদি সে ভয় করেন, তবে আপনার চেয়ে ওয়েড্ সাহেব, ডাক্তর

ম্যাক্‌গ্রেগর, ডাক্তার মরে এবং ভেঞ্চুরা সাহেব অধিক নির্ব্বোধ। আমি শুনিয়াছি, সমাধি-অবস্থায় তাঁহারা আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন, তবু ত কৈ প্রবঞ্চনার লক্ষণ জানিতে পারেন নাই। আর এক কথা, আমার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ না দেখিলে কাহারও প্রত্যয় হইবে না। কিন্তু বলুন দেখি, সাহেবদিগকে আমি চিরকাল কত ভেল্কি দেখাইব? তাহাদের অবিশ্বাস হয়—হউক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি? আপনি দেখুন, সমাধিধারণ করা আমার পক্ষে তুচ্ছ কাজ, সুখের নিদ্রা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আপনি অনুরোধ করিতেছেন, সে জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কল্য প্রভাতে নিশ্চিত সমাধিতে বসিব। আপনি লোক পাঠাইয়া সাহেবদের সংবাদ দিয়া রাখুন। কিন্তু আমার ভিক্ষা এই, এবার যদি দুষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন, ইংরাজদিগকে যোগ দেখাইবার জন্য আপনি আর আমাকে কখন অনুরোধ করিবেন না। আমার মনের কথা বলিতেছি, ও জাতিটাকে আমি দু-চক্ষে দেখিতে পারি না। তাহারা কেবল আমার মৃত্যুকামনা করিতেছে। কৌশল দ্বারা আমার প্রাণ নষ্ট করিবে এইটী তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা।’

রণজিৎসিংহ অসবরন্ সাহেবের কাছে লোক পাঠাই[illegible]ন; কিন্তু তিনি বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন, আর সে কৌতুক দেখিতে চাহিলেন না। কাজেই এবার হরিদাসের আর পরীক্ষা হইল না।

১৬

তবে কিপ্রতারণা?

হরিদাস সাহেবদের কাছে এবার পরাস্ত মানিয়াছিলেন শুনিয়া অনেকে মনে মনে এই স্থির করিবেন, সন্ন্যাসীটা প্রতারক। অন্যে যাহাই বিশ্বাস করুন, কিন্তু আমাদের সে ধারণা নাই। হরিদাসের ক্ষমতা আমরা স্বীকার

করি। যিনি তাঁহার আদ্যন্ত কাজগুলি বুঝিয়া দেখিবেন, সে লোক আমাদের যোগীকে প্রতারক বলিবেন না। তাঁহাকে প্রতারক না বলিবার অনেক কারণ আছে. প্রথমতঃ এই দেখিতে পাই, হরিদাসের সমাধি মিথ্যা নয়। কারণ, তাঁহার যোগাবস্থায় ইংরাজ ডাক্তারেরা সেই মৃতবৎ দেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বুকের টিপ টিপ শব্দ শুনিতে পান নাই, । শ্বাস প্রশ্বাস কিম্বা নাড়ীর গতিও বুঝিতে পারেন নাই। লুধিয়ানার পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ণেল ওয়েডসাহেব স্বয়ং এই অবস্থা দেখিয়াছিলেন, এবং অসবরন সাহেবের কাছে তিনি নিজে সেই গল্প করেন। সাধুর সমাধি অবস্থা পরীক্ষার সময়ে ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর তথায় স্বয়ং উপস্থিত। তিনি এবিষয়ের একটা বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। পুষ্করে ম্যাকনটেন্ সাহেব হরিদাসকে সিন্ধুকে পূরিয়া রাখিয়াছিলেন, চাবি তিনি নিজের কাছে রাখেন। জেসলমিরে বৈলোসাহেব সন্ন্যাসীর যোগবলের প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুজিয়া পান নাই *। অতএব দেখা যাইতেছে, এতগুলি সুচতুর ভদ্রসন্তানকে মূর্খ, নির্ব্বোধ কিম্বা মিথ্যাবাদী না বলিলে হরিদাসকে প্রতারক বলা হয় না। বুদ্ধিমান্ অসবরন্, যোগীকে প্রতারক স্থির করিয়া ওয়েড্ ও ম্যাকনটেন্ সাহেবকে কি বলিয়া বুঝাইইয়াছিলেন, সেই কথাগুলি আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হয়। হরিদাস ভণ্ড ও প্রতারক, অসবরন্ সাহেবের এটা মন-গড়া অনুমান। হরিদাস ভণ্ড ও প্রতারক নন, ওয়েড্ ও ম্যাকনটেন্ সাহেবের এটা চক্ষের দেখা প্রমাণ। মন-গড়া অনুমানের কাছে চাক্ষসপ্রমাণ পরাস্ত হইয়াছিল কি না, অসবরন্ সাহেব আপনার পুস্তকে তাহা লিখিয়া রাখেন নাই। লিখিয়া রাখিলে লোকের একটা নূতন শিক্ষা হইত। আমরা ইহাই বুঝি, সাধুর ক্ষমতা অসাধারণ, সচরাচর মানুষের তেমন ক্ষমতা দেখা যায় না। তজ্জন্য তাঁহার সমাধি-ধারণ যাহারা স্বচক্ষে দেখেন নাই, সেসকল লোক হরিদাসকে ভণ্ড

---

* ...... And I believe there is no imposture in the case, ...
Boileau.

ও প্রতারক ভাবিবেন। কিন্তু এক কথা ভাবিয়া দেখা উচিত, পৃথিবীর যাবতীয় লোককে বিশ্বাস করাইবার নিমিত্ত এক ব্যক্তি যুগে যুগে সকলকে বুজরুকী দেখাইতে পারেন না, দেখান সম্ভবপরও নয়। যিনি স্বচক্ষে না দেখিবেন, তিনিই হরিদাসকে অবিশ্বাস করিবেন, এ রোগের ঔষধ নাই। তাই কতকগুলি বুদ্ধিমান্ সত্যবাদী ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া যাহা বিশ্বাস করেন, আমাদিগকে তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হয়। না মানিলে সংসার চলে না।

তাহার পর আর এক কাজ দেখিতে পাই, যে যে স্থানে হরিদাসকে মৃত্তিকার ভিতর পুতিয়া রাখা হইয়াছিল, কুত্রাপি তিনি শিষ্যদের কাছে থাকিতে পান নাই। সমাধি-বেদীর চতুর্দ্দিকে অষ্টপ্রহর প্রহরী ফিরিত। কেহ আসিয়া সিন্ধুক তুলিবেন, কিম্বা অন্য কোন প্রকার চাতুরী খেলিবেন, সে উপায় ছিল না। আর এক কথা, রণজিৎসিংহ যেবার তাঁহাকে চল্লিশ দিন পুতিয়া রাখিয়াছিলেন, সিন্ধুক তুলিবার সময় সাহেবেরা মহারাজের সঙ্গে উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও বারদ্বারীর বাহির্দ্বার গাঁথা রহিয়াছে। স্বয়ং মহারাজ এবং সাহেবেরা সেই দ্বার পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন নূতন গাঁথনী নয়। তাহার দেউল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল, ভিতরে সমাধিস্থানের উপর যব গজাইয়াছে। যব বুনিলে চল্লিশ দিনের মধ্যে ঝাড় বাঁধিয়া যেমন বড় বড় হয়, তাহাই হইয়াছে। সাহেবেরা এ সকল নিজের চক্ষে দেখিলেন। তাহার পর সিন্ধুক তুলিয়া বারদ্বারীর বাহিরে রাখা হইল, কেহ কুলুপ খোলে নাই, মোহর ভাঙ্গে নাই। সুতরাং আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইতেছে যে, শিষ্যেরা বাহিরে থাকিয়া কোন চাতুরী খেলিতে পারে নাই।

ডাক্তার হানিগবর্জার হরিদাসের ক্ষমতা বিশ্বাস করিতেন। তিনি তাহার পোষকতার জন্য যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা অকাট্য। যৎকালে লাহোরে সাধুর পরীক্ষা হইয়াছিল, হানিগবর্জার সাহেব সেসময়ে ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছিলেন। ছুটি ফুরাইলে তিনি রণজিৎসিংহের রাজ্যে ফিরিয়া

আসিতেছেন, জাহাজে সেনাপতি ভেঞ্চুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সেইখানেই তিনি হরিদাসের আদ্যন্ত বিবরণ শুনিতে পাইলেন; কিন্তু তখন গল্পটা তাদৃশ ভাল লাগিল না। লাহোরে পৌঁছিলেন, সেখানেও ঐ গল্প। কাজেই তিনি সন্ন্যাসীর যোগবল বিশ্বাস করিলেন। অসবরন্ সাহেব বিশ্বাস করেন নাই, সেজন্য তিনি লিখিয়াছেন যে, যোগীর কার্য্যের ভিতর কোন প্রকার চাতুরী থাকিতে পারে না। চাতুরী থাকিলে, অবশ্য শিষ্যেরা তাহা শিখিয়া লইত, এবং যোগীর প্রকৃত মৃত্যুর পর তাহারাও বুজরুকী দেখাইয়া বেড়াইত।

বিচক্ষণ ডাক্তারের এই যুক্তি অকাট্য। হরিদাস শব সাজিয়া সমাধিতে বসিলে, দেহের উপর তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব আর কিছুই থাকিত না তখন কোন চাতুরী খাটাইতে হইলে সেভার শিষ্যদের হস্তেই সমর্পণ করা ছিল। সুতরাং হরিদাস প্রতারক হইলে, তাঁহার বুজরুকীর গূঢ়তত্ত্বটুকু শিষ্যদের কাছে লুকাইয়া রাখিবার উপায় ছিল না। শিষ্যেরা সে কৌশল জানিলে অবশ্যই গুরুর মত ভেল্কী দেখাইয়া বেড়াইত। কিন্তু হরিদাসের মৃত্যুর পর রামতীর্থ লাহোরে আসিয়া দুইএকটা বুজরুকী দেখাইয়াছিলেন, সমাধি-ধারণ করা সুসাধ্য হইলে তাহাও দেখাইতেন।

সাধু অস্‌বরন্ সাহেবকে কেন আপনার যোগবল দেখাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন; এত বড় লাহোর নগরের মধ্যে তাহার কারণ আর কেহই জানিতেন না। জানিবার মধ্যে কেবল রাজা ধ্যানসিংহ। তিনিই সে দিনের ততটা কাণ্ড ঘটাইবার মূল। কখন কখন অতি বুদ্ধিমান্ লোকেরও স্বতঃসিদ্ধ কেমন একটা ভুল হইয়া পড়ে, সহস্র উদাহরণ দেখাইলেও সে কুসংস্কার দূর হয় না। ধ্যানসিংহ মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইংরাজজাতি কাহারও বন্ধু হইতে পারে না। তাহাদের সৌজন্য ও মিষ্টালাপ কেবল মৃগের সঙ্গে ব্যাঘ্রের কুটুম্বিতা করা,—সুযোগ পাইলে এক দিন আহারে লাগিবে। তাই বৃটিস্ গভর্ণমেণ্টের কোন দূত লাহোরে আসিয়া আত্মীয়তা করিলে মহারাজের মন্ত্রী তাহাতে যেন রাক্ষসের মায়া ও

বাঘের মুখের হাসি দেখিতে পাইতেন। সুতরাং ইরাজেরা সন্ধিবন্ধনের প্রস্তাব করিলে তাহাতে বিঘ্ন ঘটানই ধ্যানসিংহের কাজ ছিল। গভর্ণর-জেনারেল লর্ড অক্‌লণ্ড, মহারাজ রণজিতের সঙ্গে একটী পাকাপাকি সন্ধি করিবার জন্য সিমলা হইতে অসবরন্ প্রভৃতি সাহেবদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। ইংরাজজাতি চিরকাল কাবুল পানে চাহিলে সেই রুষরাজ্য তাঁহাদের মনে পড়ে, অমনি বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ভারতের প্রাচীর পার হইলে সেখানে যদি বিপক্ষ রাজা সৈন্য সাজাইয়া আধিপত্য করিতে থাকেন, তবে ত রক্ষা নাই। রুষসম্রাট তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা করিলেই এমন সুখের ভারত-রত্ন আঁচল হইতে খসিয়া পড়িবে। সেকারণ আফগানস্থানে নিজের একজন হাত-গড়া রাজা রাখিতে পারিলে বিভীষিকা অনেকটা কম হইতে পারে। সাসুজা বহুকাল হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে বসাইবার জন্য ইংরাজেরা রণজিৎসিংহের সহিত মিত্রতা করিতে আসিয়াছিলেন। ধ্যানসিংহ গোপনে মহারাজের মন ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি হরিদাসকেও এই বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন, —ইংরাজেরা পঞ্জাব জয় করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। কিন্তু আপনি জীবিত থাকিতে মহারাজের কোন অকল্যাণ ঘটিবে না। তাই দুষ্টেরা কৌশলক্রমে আপনার প্রাণবধের চেষ্টায় অ[illegible]।

পূর্ব্ব হইতেই ফিরিঙ্গিজাতির প্রতি হরিদাসের কতকটা ঘৃণা ছিল। কিন্তু ইংরাজেরা নিজে খৃষ্টান; সেজন্য অবশ্যই হিন্দুর যোগকে অবিশ্বাস করা চাই। এটী যেমন তাঁহারা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, আগে হরিদাসের সেরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে নাই। তিনি নিজে হিন্দু বলিয়া খৃষ্টানকে অবিশ্বাস করিতে হয়, এ ধারণা পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখেন নাই। এখন ধ্যানসিংহের কাছে উপদেশ পাইয়া তাহা শিখিলেন। অসবরন্ সাহেব সমাধি-ধারণ দেখিতে চাহিলে, সাধু অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন। যথার্থই যদি ইংরাজদের দুরভিসন্ধি থাকে, তবে যোগে বসিলে প্রাণ যায়। না বসিলে মান থাকে না। উভয় শঙ্কট। প্রাণ দিয়া মান রাখি কিম্বা মান

হারাইয়া প্রাণ বাঁচাই। যোগী তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অসবরন্ সাহেব দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার চক্ষে সাধুকে যে, উদ্বিগ্ন দেখিয়াছিলেন, সে উদ্বেগের কারণ এই দুশ্চিন্তা। হরিদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন,—না, জানিয়া শুনিয়া ফিরিঙ্গীদের কুচক্রে পড়িব না। তাহার পর মহারাজের অনুরোধ। কাজেই আর কথা ঠেলিতে পারিলেন না। সেবার মনে ভাবিলেন,—ছার প্রাণের ভয়ে মিথ্যা কেন কলঙ্ক কিনিব ? প্রাণ যায়,—যাক। এই বুঝিয়া তিনি সমাধিতে বসিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অসবরন্ সাহেব আর সে কৌতুক দেখিতে চাহিলেন না। দেখিতে চাহিলে সেবার হরিদাস নিশ্চিন্ত সমাধি-ধারণ করিতেন। এবং ইংরাজ-মণ্ডলীতে তাঁহার প্রতারক নাম রটিত না।

সাহেবদের এতটা সন্দেহ হইবার কারণ এই, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম মানিতেন না, হিন্দুর যোগ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু আজি কালি হিন্দুদের দর্শনশাস্ত্রে অনেকের শ্রদ্ধা হইয়াছে। † গত চৈত্র মাসে (১২৯০ সাল) হাইদ্রাবাদের অন্তর্গত কোটাবস্তিতে এক জন সিদ্ধ ফকির সমাধিতে ছিলেন। তিনি চল্লিশ দিন মৃত্তিকার ভিতর অনাহারে প্রোথিত থাকিয়া উঠিলেন। তৎকালে প্রায় পাঁচ ছয় শত লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। অসবরন্ সাহেব ইদানীন্তন লোক হইলে যোগশাস্ত্রে তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিত না।

---

† Sometime ago we alluded to a man in Kotha Bustee having been buried alive by his co-religionists; he was exhumed yesterday, after having been in the tomb for forty days: on being brought to the surface, he appeared to be none the worse for the incarceration, except having a slight weakness in the joints of the legs. There were some 500 or 600 persons present, having assembled to witness the ceremony of his exhumation. Hyderabad Telegraph. (STATESMAN 3 JUNE 1884).

১৭

শেষ দশা।

হরিদাসের চরিত্রচিত্রের এক দিক দেখাইলাম; তাহাতে দুই প্রকার ছায়া পড়িয়াছে। সেই দুই প্রকার ছায়া কেমন;—কোন স্থানটী উজ্জ্বল, আর কোন স্থানটী অন্ধকারে ঢাকিয়াছে; তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ছবিখানির পশ্চাদ্দিক্‌ও দেখাইতে হইবে। সংসারে তুলনাই ছোট বড় এবং ভাল মন্দ বাছিয়া দিবার মানদণ্ড। তুলনা না করিলে ছোট বড় কাহারে বলে তাহা জানি না; কি ভাল কি মন্দ, তাহাও বুঝি না। তাই আমাদের হাতের ছবিখানির দুই দিক দেখাইতে হইবে।

শেষকাল পর্য্যন্ত যাঁহার দিন সুখে যায়, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ। দু-দিনের ক্ষণিক সুখে মুগ্ধ হওয়া মূঢ়তার কাজ। প্রথমে সুখভোগ করিয়া শেষদশায় কষ্ট পাইলে, সে কষ্টের প্রাখর্য্য দুঃসহ হইয়া উঠে। যে হরিদাস ঐহিক সুখ ভুলিয়া যোগসাধনকে জীবনের সার ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার শেষদশা কিরূপে কাটিয়াছিল দেখা চাই।

সন্ন্যাসীর যোগপ্রভাব তখনকার লোকের মনকে নূতন করিয়া একবার সঞ্চালিত করিয়াছিল। বীরত্ব ভুলিয়া অনেকের অনুরাগ ধর্ম্মের দিকে ছুটিল। অনেকে বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া, সুখৈশ্বর্য্য ভুলিয়া যোগাভ্যাস করিতে বসিলেন। তাহাতে জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় বলবীর্য্য কতকটা যেন শিথিল হইয়া পড়িল। সাধুর এক একটী অদ্ভুত কাজ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ। আজি হরিদাস অন্ধকে চক্ষু দিলেন; কালি বন্ধ্যাকে ঔষধ খাওয়াইলেন, দু-মাসের মধ্যে জনরব উঠিল সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পালে পালে গিয়া তাঁহার পাদপূজা করিত। তাহারা হরিদাসকে ইষ্টগুরু জানিত, তাহারা হরিদাসকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া মানিত।

হরিদাসকে মৃত্তিকায় পুতিবার সময়ে মহারাজ রণজিৎসিংহ এই কথা বলিয়াছিলেন,—'আপনাকে চল্লিশদিনের জন্য মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিব। তাহার পর তুলিলে আপনি যদি জীবিত থাকেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমরা সপরিবারে আপনার শিষ্য হইব। এবং চিরকালের নিমিত্ত আপনি

রাণী ঝিন্দন ।

লাহোরে থাকিবেন।' সিদ্ধপুরুষ সমাধিতে থাকিলেন, সমাধি হইতে উঠিয়া পুনর্জ্জীবিত হইলেন। সে কারণ মহারাজ যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে লাহোরে রাখিয়াছিলেন। যোগী ইচ্ছামত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ সময় লাহোর নগরেই অতিবাহিত হইত।

সাধু লাহোরে থাকিলে মহারাজ দুইবেলা তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। তিনি কি খাইতেছেন, কি করিতেছেন, কেমন আছেন,—রাজকীয় সংবাদের সঙ্গে দূতেরা এসমাচারও রণজিৎসিংহকে জানাইত। একদিন মহারাজ শুনিলেন, জিতেন্দ্রিয় যোগীর ইন্দ্রিয়দোষ ঘটিয়াছে। এই সময়ে রাণী ঝিন্দনও সাধুর উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। ঝিন্দনরাণী রমণীকুলের তিলক, সৌন্দর্য্য-সাগরের কনক-প্রতিমা। তাঁহার মত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী নারী তৎকালে কেহই ছিলেন না। কিন্তু হরিদাসের উপর তিনি কেন বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন। তাঁহার পরামর্শক্রমে একদিন দূতেরা নাকি সাধুর বিস্তর অবমাননা করিয়াছিল। হরিদাস ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দূতদিগকে বলিলেন,—'তোরা পাপিষ্ঠ মহারাজকে বলিবি, তাহার বংশে বাতী দিতে আর একপ্রাণী থাকিবে না। পাপীয়সী চাঁদরাণীকে পথে পথে ফিরিতে হইবে। তাহারা আমার সাধন ও সদভিপ্রায় না বুঝিয়া যেমন দুষ্কর্ম্ম করিল, বিধাতা ইহার উচিত দণ্ড অবশ্যই দিবেন।

পর দিবস প্রভাতে নগরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল,—হরিদাস নাই, শিষ্যদের লইয়া কোথা অন্তর্ধান করিয়াছেন। একটী যুবতি ক্ষত্রিয়-কন্যা তাঁহার কাছে যাতায়াত করিত, তাহাকেও পাওয়া যাইতেছে না। এ সংবাদ শুনিয়া রণজিৎসিংহ বুঝিলেন, নৈসর্গিক বিড়ম্বনা অতিক্রম করা সহজ কর্ম্ম নহে। মনের প্রকৃত ভাব-অভিব্যক্তির স্থান মুখাকৃতি। মন লুকাইতে পারা যায়, মুখ লুকায় না। তেমনি প্রখর নয়নযুগলের বঙ্কিমভঙ্গিমা, সেই গালভরা হাসির লুকান মাধুর্য্যবিলাস, স্বভাবের একটু অনুরোধ অবশ্যই রাখিবে। প্রকৃতি যাহাকে সাংসারিক আমোদের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে, সে ইন্দ্রিয় সুখ ভুলিয়া থাকিতে পারিবে কেন? জ্ঞানের দ্বারা সে মনকে ধরিয়া রাখিলেও একটু শৈথিল্য পাইলে তাহা বিপথগামী হয়। হরিদাস

যোগসাধনের নিমিত্ত কি কষ্টই না স্বীকার করিয়াছেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই; আসনবন্ধন ও মুদ্রাভ্যাস করিতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইত, প্রাণায়াম সাধিতে হৃদয় ফাটিয়া যাইত। কিন্তু তত কঠোরতার চরম ফল এই নির্ঘৃণ কাজে পরিণত হইল। যে হৃদয় ধীর শান্তিময় আমোদে রাত্রিদিন ভাসিতে থাকিত, এখন তাহা সহস্র বৃশ্চিক জ্বালায় জ্বলিতেছে। যোগভ্রষ্ট হরিদাস ক্ষত্রিয়াণীকে লইয়া লদাকের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে লুকাইয়া থাকিলেন। সেইখানে নির্ঝরের কুল্ কুল্ শব্দে এবং বনবিহঙ্গের কুজিত মধুরগানে তাঁহার তাপিত প্রাণ শীতল করিবার চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু আর সে যত্ন নিরর্থক। তিনি এখন স্বর্গ হইতে নরকে পড়িয়াছেন। সাংসারিক ভোগ-স্পৃহা তাঁহার সাধন-পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ‡

১৮

রামতীর্থ।

হরিদাস প্রস্থান করিলে মহারাজ তাঁহার বিরহে অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। রাত্রিতে তিনি যেসকল অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, দূতেদের মুখে তাহা শুনিতে পাইলেন। তাঁহার আরও উদ্বেগ বৃদ্ধি হইল রণজিৎসিংহ তখন পীড়িত, পাছে তাঁহার রোগবৃদ্ধি হয়, সেকারণ সাধুর অন্বেষণ করিতে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। কিছুদিন পরে দূতেরা ফিরিয়া আসিল। হরিদাস আসিলেন না। তিনি আর ইহলোকে নাই, যোগে বসিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। শিষ্যেরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বস্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবল একজন চেলা দূতের সঙ্গে লাহোরে উপস্থিত

---

‡ Several complaints had, however, been made of him, on which account Ranajita Sinha intended to banish him from Lahore. He anticipated the intention, by eloping with a Katrany (woman of a Hindu caste) to the mountains, where he died, and was burned according to the custom of the country.

(ডাক্তার হানিগবর্জার)

হইলেন। তাঁহার নাম রামতীর্থ। রামতীর্থ মহারাজকে সাধুর যেরূপ পূর্ব্ব ইতিহাস শুনাইয়াছিলেন, এখানে তাহাই লিখিতেছি।

হরিদাস মহারাষ্ট্রদেশের একটী পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পনর কি ষোল বৎসর, সেই সময়ে ত্রৈলঙ্গদেশ হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার বাটীর সন্নিকটে একটী বৃক্ষতলে আসন করিলেন। তিনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব। হাতে একগাছি বেতের যষ্টি ও নারিকেলের কমণ্ডলু; তদ্ভিন্ন সঙ্গে আর কিছুই ছিল না। ধার্ম্মিক লোক দেখিলে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শ্রদ্ধা করেন, হিন্দুদের এ চিরকালের অভ্যাস। আজি যেমন ইংরাজি পড়িয়া সকলে হিন্দুচাল ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা পাইতেছেন; বলা বাহুল্য, সে সময়ে এপ্রকার ইংরাজি শিক্ষার শক্তি হিন্দুদের নাড়ীতে সঞ্চারিত হয় নাই। তখন পল্লীতে পল্লীতে এত ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল না। সুতরাং ভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে দেশের ধন লোপ পাইয়া যায়, অর্থ-নীতির এতদূরের গূঢ় তাৎপর্য্য তখনও হিন্দুদের স্থূলবুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই। তজ্জন্য ক্ষুধাতুরকে সকলেই অকাতরে অন্ন বিলাইতেন। লোকালয়ে অতিথিসন্ন্যাসী আসিলে তাঁহাদের পরিচর্য্যার কোনই ক্রটি হইত না। গ্রামে অতিথি আসিয়াছেন শুনিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাতে স্ত্রীপুরুষেরা সাধু দর্শন করিতে আসিতেন। সাধুর ভোগের নিমিত্ত সকলেই দুগ্ধফলমূলাদি আনিয়া দিতেন। সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে হরিদাসের গৃহ নিকট। নিকট বলিয়াই হউক, কিম্বা আন্তরিক ভক্তির জন্যই হউক, হরিদাস অবসর পাইলেই সাধুর কাছে আসিয়া বসিতেন, তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। সন্ন্যাসীও হরিদাসকে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

এক দিন রাত্রিশেষ হইয়াছে, বনের পাখী শাখায় বসিয়া কলরব আরম্ভ করিয়াছে, গোশকট রাস্তার উপর ধীরে ধীরে শব্দ করিয়া যাইতেছে, লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। গ্রামবাসীরা উঠিয়া দেখেন, ত্রৈলঙ্গস্বামী নাই,—বৃক্ষমূল শূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। কিঞ্চিৎ বেলা হইলে আবার গোল উঠিল,—হরিদাস নাই। তিনি সর্ব্বদা সন্ন্যাসীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন। সে জন্য সকলেই অনুমান করিল, হরিদাস ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে

চলিয়া গিয়াছে। অনুমান সত্য। হরিদাস, ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে পুষ্করে গিয়া মস্তক মুড়াইলেন, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের প্রথম পরিচ্ছেদ এই খানে আরম্ভ হইল। আজি হইতে লোকে তাঁহাকে হরিদাস বলিয়া জানিল।

দুই এক মাস পুষ্করে অবস্থিতি করিয়া আমাদের নবীন তপস্বী গুরুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। এই খানে তাঁহার কঠিন যোগশিক্ষার আরম্ভ হইল। পথ্যের নিয়ম, আসনবন্ধন, বাক্‌সংযম এবং প্রাণায়াম হরিদাসের যোগসাধনের প্রথম অঙ্গ। পথ্যের নিয়ম পালন করিবার জন্য তিনি দিনান্তে কেবল একবার হবিষান্ন ভোজন করিতেন,—তিনমুষ্টি সরু চাউল একসের গাভিদুগ্ধ, কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত এবং কিঞ্চিৎ চিনি। দিনমানের মধ্যে আর জলস্পর্শ করিতেন না। একাদশী, অমাবস্যা, পুর্ণিমা এবং সংক্রান্তির দিন কেবল অর্দ্ধসের দুগ্ধ খাইতেন,—অন্নের দ্রব্য নয়। এই রূপে চতুর্ম্মাস গেল। আর চতুর্ম্মাস, পর্য্যায়ক্রমে একদিন হবিষান্ন একদিন কেবল দুগ্ধ। একাদশী অমাবস্যাদিতে নির্জল উপবাস। আট মাস ফুরাইল। বাকি চারি মাসের তপস্যা আরও কঠিন। একদিন কাঁচা ময়দা, দুগ্ধ ও চিনি গুলিয়া খাইতেন, পর দিন কেবল অর্দ্ধসের দুগ্ধ, এবং তৃতীয় দিবসে নিরম্বু উপবাসী থাকিতেন।

এই গেল পথ্যের কথা। তাহার পর আসনবন্ধন। সাধু পায়ের উপর পা রাখিয়া কুশাসনের উপর সোজা হইয়া বসিতেন। চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত, ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থাপিত। বামহস্তে দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে দক্ষিণহস্তে মালা ঘুরাইতেন।

পূর্ব্বে হরিদাসের কাছে একছড়া বড় রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত, তাহাতে সহস্রটী বীজ ছিল। দশ দশটী বীজের পর এক একটী সূত্রের চিহ্ন। এক একবারের পূরক কুম্ভক ও রেচকের মধ্যে তিনি কত মন্ত্র জপ করিতে পারেন এবং কত সংখ্যা জপ করিলে তাঁহার আসন চঞ্চল হয় না, রুদ্রাক্ষের মালায় তাহাই নিশ্চিত হইত। প্রথমদিন সুস্থির হইয়া একাসনে যদি শত মন্ত্র জপ করিতে পারিতেন, দ্বিতীয় দিনে আরও অধিকক্ষণ থাকিতে চেষ্টা

করিতেন। এইরূপে উত্তরোত্তর একাসনে জপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

সমাধিসিদ্ধির পূর্ব্বে সাধকেরা শ্বাসপ্রশ্বাস কমাইয়া আনেন। কথা কহিলে এবং পরিশ্রম করিলে শ্বাস বৃদ্ধি হয়, সে কারণ যোগিগণ বাগ্যত হইয়া থাকেন। হরিদাস নির্জ্জনগৃহে বাস করিতেন, প্রয়োজন হইলে অনুচরদিগকে সঙ্কেত দ্বারা মনের কথা বুঝাইয়া দিতেন।

প্রাণায়ামের সময় পূর্ব্বের মত আসন করিয়া বসিতেন। প্রথমে দুই নাসারন্ধ্রে বায়ু লইতেন—তখন অঙ্গুলি দ্বারা নাসাপুট টিপিয়া ধরিতেন না। ষোড়শবার মালায় মন্ত্র জপ করিয়া বায়ুপূরণ করিতেন, বত্রিশবার জপ করিয়া বায়ুধারণ করিতেন এবং বিশবার মন্ত্র জপ করিয়া বায়ুত্যাগ করিতেন। এইরূপে প্রাণায়াম সাধিত হইলে, শিষ্যেরা ধীরে ধীরে মালা ঘুরাইত, হরিদাস অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষু কর্ণ ও নাসিকা টিপিয়া প্রাণায়াম করিতেন। যখন কুম্ভকের সময় দুই হাজার মন্ত্র জপ করিতে পারিতেন তখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত হাল্কা হইয়া পড়িল। তিনি অল্প যত্ন করিলেই শূন্যে উঠিতে পারিতেন। এই সময়ে কখন কখন তিনি কুম্ভক করিয়া জলে ভাসিতেন। কথিত আছে, হরিদাস একাদিক্রমে ত্রিশবৎসর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া সমাধিসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যোগী এইরূপ সাধন করিতে করিতে কাশী, শ্রীক্ষেত্র, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হিমালয়পর্ব্বত প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সিদ্ধপুরুষদের কাছে উপদেশ লইতেন।

রামতীর্থ বিন্ধ্যাচলে সাধুর কাছে শিষ্য হন। তখনও যোগী সিদ্ধ হন নাই। তাঁহার সমাধিধারণের প্রথমাবস্থা এই,—একবার শীতকালে হরিদাস কশ্মীরের পার্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। শিষ্যেরা গুহা কাটিয়া তাহার ভিতর শুষ্ক আকন্দপত্র বিছাইয়া দিল, সাধু গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যদিগকে বলা থাকিল, তাহারা যেন সপ্তাহ পরে যোগীকে গুহা হইতে তুলে। শিষ্যেরা গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিল। সাত দিন পরে হরিদাস গুহা হইতে উঠিলেন। এই রূপে সেবার সমস্ত শীত ঋতুতে তিনি প্রত্যেক মাসে একসপ্তাহ গর্ত্তে থাকিতেন।

তাহার দুই বৎসর পরে হরিদাসের যোগনিদ্রা আরম্ভ হইল। তিনি বাঁশের তীক্ষ্ণ নীলত্বক্‌দ্বারা জিহ্বার নিম্নস্থ চর্ম্ম কাটিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তিন মাসে প্রয়োজনমত সমস্ত চর্ম্ম কাটা হইল, ক্ষত স্থানও শুষ্ক হইয়া গেল; ক্রমে তিনি খেচরীমুদ্রাদ্বারা জিহ্বা উল্টাইয়া বায়ুধারণ করিতে লাগিলেন। যখন উদরের ও ফুস্‌ফুসের সমস্ত বায়ু মস্তকে তুলিলে ব্রহ্মতালুতে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় উত্তাপ জন্মিল, তখন বুঝিলেন এইবার সমাধিতে বসা যাইবে। সর্ব্বপ্রথমে তিনি কুরুক্ষেত্রে সমাধিধারণ করেন, সেবার কেবল অহোরাত্রমাত্র মৃত্তিকার ভিতর ছিলেন। তাহার পর ক্রমে তিনি এই বিদ্যায় বিশেষ পরিপক্ব হন। রামতীর্থ রণজিৎসিংহকে বলিয়াছিলেন যে, ফিরিঙ্গীরা তাঁহার গুরুকে অবজ্ঞা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভণ্ড বা প্রতারক ছিলেন না।

হরিদাসের মৃত্যুঘটনা আশ্চর্য্য। একদিন তিনি শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন;—'বৎস এত দিন আমি যোগে বসিতাম আবার উঠিতাম, তোমরা আমাকে বাঁচাইতে। আমার জীবনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। আজি সমাধিতে দেহত্যাগ করিব, আর বাঁচিব না। তোমরা সকলে নিকটে এস।' শিষ্যেরা কাঁদিতে লাগিল। হরিদাস একটী নির্ঝরের ধারে শয়ন করিয়া জন্মের মত যোগ-শয্যায় ঘুমাইলেন। বর্ষার বজ্রপাতে, ঝড়ের তাড়নায়, জলের কল্ কল্ শব্দে সে ঘুম আর ভাঙ্গিল না। *

---

* অনেকের এ গল্পটী বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা শান্তিপুরের বিশ্বনাথ ক্ষেপাকে জানিতেন, সে সকল লোক আমার হরিদাসের এরূপ মৃত্যুর কথা অলীক মনে করিবেন না। বিশ্বনাথের অনেক অলৌকিক গল্প আছে, এখানে তাহার উল্লেখ করিতে চাই না। মৃত্যুকালে সে ভদ্রলোকদিগকে ডাকিয়া বলিল,—'ওরে! বিশে আজি মরিবে, তোরা দেখ্‌বি আয়।' এই বলিয়া পাগল জাহ্নবীতটে শয়ন করিয়া সূর্য্যপানে চাহিয়া থাকিল, অমনি তাহার প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল। প্রায় ১০।১৫ বৎসর হইল বিশ্বনাথের মৃত্যু হইয়াছে। যেসকল সম্ভ্রান্ত লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আজিও জীবিত আছেন।

১৯

আকৃতি প্রকৃতি।

হরিদাসের বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে কেহ চিনিতেন কি না সন্দেহ। যৌবনকালে তিনি যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিতে পারিল। প্রবাদ আছে, শৈশব সময়ে তিনি নাকি দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাবটা চিরকাল রুক্ষ ছিল। প্রৌঢ়াবস্থায় সেই স্বভাব আরও কর্কশ হইয়া উঠিল। অতি সামান্য কথাতেই তাঁহার রাগ জন্মিত। সে সময়ে তিনি ইতরভদ্র ও গুরুলঘু মানিতেন না, সকলকেই কটু কথা বলিতেন।

লোকের বিশ্বাস আছে, ক্রোধাদি রিপুকে পরাজয় করিতে না পারিলে কেহ সমাধিসিদ্ধ হন না। কিন্তু হরিদাসকে দেখিয়া আমাদের সে বিশ্বাস গিয়াছে। অর্থস্পৃহা, ক্রোধপরায়ণতা এবং ইন্দ্রিয়াসক্তি লইয়া হরিদাসের চরিত্র। এই সকল দোষ থাকিলে যদি সমাধির ব্যাঘাত ঘটিত, তাহা হইলে আমাদের সন্ন্যাসী কখন সিদ্ধ হইতে পারিতেন না। সাধনের আরম্ভেই তিনি যোগভ্রষ্ট হইতেন।

হরিদাস পুরস্কার পাইলেই সমাধিতে বসিতেন। মনের মত অর্থ না পাইলে কাহাকে তিনি যোগবল দেখাইতেন না। যে যে স্থানে তিনি মৃত্তি-কার ভিতর প্রোথিত ছিলেন, সর্ব্বত্রই রাজাদের কাছে টাকা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম প্রথম তিনি কি করিতেন জানি না; কিন্তু শেষদশায় সমাধিধারণ করা তাঁহার একটী ব্যবসায় হইয়াছিল। * অর্থ দিলেই তিনি বুজরুকী দেখাইতেন। আজি কালি যেমন ভানুমতীর বাজী দেখা যায়,

---

He professes to have followed this trade, if so it may be called, for some years and a considerable time ago. (Osborne.)

...... And allows himself to be buried for weeks, or months, by any person who will pay him handsomely for the same.

* Boileau's Travels.

হরিদাসের সমাধিও শেষে সেই ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ধনাঢ্য লোক দেখিলেই তিনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং আপনার অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়া অর্থ লইতেন।

হরিদাসের স্ত্রীপুত্র পরিবার কেহই ছিলেন না। জেসোরেটায়, পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে এবং কর্ণুলে কেবল তাঁহার এক একটী মঠ ছিল। ঐ সকল মঠে তিনি মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু কোথাও দীর্ঘকাল থাকিতেন না। তাঁহার শিষ্যেরা লোকের কাছে গল্প করিত যে, সমাধিধারণ করিয়া সাধু যে সকল টাকা পান তাহাতে মঠের ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। ইহাঁর স্থাপিত সমস্ত ধর্ম্মশালার নিত্য অতিথিসন্ন্যাসী আসেন যান, সেখানে এক এক জন চেলা অভ্যাগত মহাত্মাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে।

এই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হরিদাসের অর্থগ্রহণ দোষের কারণ বলি না। আমাদের সাধু বৈষ্ণব ছিলেন। অদ্যাবধি বৈষ্ণবদের এই রীতি দেখা যায়; তাঁহারা এক একটী পুণ্যদিনে মহোৎসব করিয়া থাকেন। সেই পর্ব্বোপলক্ষে অনেক অতিথি ফকির আসিয়া ভোজন করে। গুজরাটের কুবের মঠে অতিথিসেবার বিলক্ষণ ধূম ছিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের সকল মঠগুলিতেই অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছিল, এখনও অনেক স্থানে আছে, এবং সেখানে নিত্য অতিথিসেবা হইত। কিন্তু যে যে মঠে রাজারা ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, সে সকল স্থানে মঠধারী টাকার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেন না। হরিদাসের সেই সুবিধা ঘটে নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি ধনী লোকের নিকট অর্থ গ্রহণ করিতেন।

ইংরাজি পুস্তকেই হরিদাসের নিন্দা কিছু বেশী বেশী আছে। কিন্তু ইংরাজি চিত্রকরেরা যে প্রকার বর্ণ দিয়া সাধুর চরিত্র চিত্র করিয়া দেখাইয়াছেন, বাস্তবিক তিনি তদ্রূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন কি না তাহাও সন্দেহস্থল। ইংরাজ চিত্রকরেরা পরের চিত্র তুলিতে গেলে দোষগুলি কিছু বেশী করিয়া আঁকিয়া ফেলেন। এ প্রমাণ ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। হরিদাস সুবিধা বুঝিলে লোকের নিকট টাকা লইতেন সত্য, কিন্তু সেই টাকা লইয়া তিনি কি করিতেন, তাহার প্রমাণ

ইংরাজি পুস্তকে নাই। আমরা দেখিতেছি, যিনি নিয়ত পথে পথে, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার গাড়ী ঘোড়া চড়িবার সাধ ছিল না। বৎসরের মধ্যে দুই এক মাস যিনি মৃতবৎ হইয়া মৃত্তিকার ভিতর কাটাইয়া দিতেন, সুরম্য অট্টালিকাতেও তাঁহার কাজ নাই। আহার সুখ?—তাহাও ত যথেষ্ট! দিনান্তে অর্দ্ধসের দুগ্ধ খাইয়া কাল কাটিত। তবেই দেখা যাইতেছে, লোকে যে সকল সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য অর্থোপার্জ্জন করে, হরিদাসের সে সব কিছুই ছিল না। বৃক্ষমূল সংসারে যাঁহার ঘরদ্বার; গৃহে যাঁহার স্ত্রী ভাল বস্ত্রালঙ্কারের জন্য রাত্রি দিন মুখ ভার করিয়া নাই; ভাল খাইব, ভাল পরিব বলিয়া আবদার করিতে যাঁহার পুত্র কন্যা নাই; টাকার রাশির উপর টাকা ঢালিয়া যিনি যকের ধন বুকে করিয়া থাকিতেন না; তেমন ব্যক্তির উপার্জ্জনস্পৃহাকে কি বলিয়া নিন্দা করিব? আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, হরিদাস কোন সদভিপ্রায়ে লোকের কাছে অর্থগ্রহণ করিতেন।

তাহার পর ক্রোধের কথা। এই মহাপুরুষ সভাবতঃ কিছু তেজস্বী ছিলেন; তিনি কাহাকেও দৃক্‌পাত করিতেন না। তাই কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। বিশেষতঃ ইংরাজদের জ্বালায় তিনি আরও ত্যক্ত হইয়াছিলেন। যাঁহার যেমন ইচ্ছা হইয়াছিল; তিনি সেইরূপে যোগবলের পরীক্ষা লইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখেন নাই, তিনিই যেখানে সেখানে পরিহাস করিয়া বেড়াইতেন। তাই সন্ন্যাসী ইংরাজদের প্রতি হাড়ে চটিয়াছিলেন। তিনি ফিরিঙ্গীদের নাম কানে শুনিতেন না। উঠিতে বসিতে তাহাদিগকে কেবল কর্কশ গালি দিতেন। আমরা হরিদাসের এই অভদ্রব্যবহারের প্রশংসা করি না। তবে এক কথা এই, নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রতি পুনঃ পুনঃ দোষারোপ করিলে নিন্দাগুলা অতিশয় প্রাণে লাগে। হরিদাস নিজে মনে জানিতেন, তাঁহার সমাধিধারণের ভিতর কিছুই প্রবঞ্চনা নাই, কিন্তু কতকগুলা ইংরাজ, সাধুকে ভণ্ড ও প্রতারক বৈ অন্য কথা বলিত না। সে জন্য সন্ন্যাসী ফিরিঙ্গীদের নাম শুনিলে জ্বলিয়া উঠিতেন।

এই মহাপুরুষের রুক্ষস্বভাব হইবার আর এক কারণ আছে। ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর নাকি বলিয়াছিলেন, নিয়ত অনশনে সাধুর দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। শরীর শুক হইলে স্বভাব অতিশয় খিট্‌খিটে হয়। সেই জন্য হরিদাস ক্রোধসম্বরণ করিতে পারেন না, অল্পে রাগিয়া উঠেন। অসবরন্ সাহেব বলেন, সন্ন্যাসীটার বয়ঃক্রম ত্রিশবৎসর হইবে এবং দেখিতে অতি-ধূর্ত্ত ও কদাকার *।

ইন্দ্রিয়াসক্তি হরিদাসের আর একটী কলঙ্ক। লোকের চক্ষে এ কলঙ্ক জলে ধুইবে না, কালে ঘুচিবে না। কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণবদের অন্যমত। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি ব্যতিরেকে সাধনে সিদ্ধি নাই। হরিদাস বৈষ্ণব ছিলেন, এই মতে তিনি প্রকৃতির পূজা করিতেন কিম্বা তাঁহার অন্য মত ছিল, তাহা আমরা জানি না।

হরিদাস যে সময়ে লাহোরে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বৎসরের অধিক। কিন্তু তাঁহাকে নব্য যুবার মত দেখাইত। বিশেষতঃ সাহেবদের চক্ষে তিনি চিরকাল নবীন যুবা পুরুষটী ছিলেন,—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইত, কিন্তু হরিদাসের বয়ঃক্রম বাড়িত না। তিনি যে যুবা সেই যুবাই ছিলেন।

১৮৩৫ সালের ১লা এপ্রেল বৈলো সাহেবের সঙ্গে এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি হরিদাসকে ত্রিশ বৎসরের নবীন তপস্বী স্থির করিয়াছিলেন। তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইল; ১৮৩৮ সালের জুন মাসে অদীননগরে অসবরন্ সাহেবের সঙ্গে সাধুর দেখা হয়। তিনিও সন্ন্যাসীকে তৎকালে ত্রিশ বৎসরের যুবাপুরুষ স্থির করিলেন। বোধ হইতেছে, তপোবলে হরিদাসের শরীর অরোগী ছিল, তাই তাঁহার বয়ঃক্রম বুঝিতে পারা যাইত না। সমাধিসাধন মুখের কথা নয়, সর্ব্বদা পথ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা চাই। কুপথ্যাশী হইলে যোগের নিয়মভঙ্গ

---

* He is apparently about thirty years of age, with a disagreeable cunning expression of countenance. Osborne.

He is a youngish man, about thirty years of age ... Boileau.

হয়, সুতরাং যোগী সিদ্ধ হইতে পারেন না। যিনি নিত্য সৎপথ্য খাইয়া প্রাণধারণ করেন, তাঁহার দেহে রোগ থাকে না। সেজন্য এই সাধু চির-কাল সুস্থ ছিলেন এবং নবীনবয়সের ন্যায় তাঁহার শরীর যৌবন-লাবণ্যে ঢল ঢল করিত।

হরিদাস খর্ব্বাকার ছিলেন। দাঁড়াইলে ন্যূনাধিক পাঁচফিট উচ্চ। কিন্তু অসবরন্ সাহেবের পুস্তকে যে চিত্র আছে, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে মধ্যমাকার বলিয়া বোধ হয়। এ সন্দেহের মীমাংসা করা দুর্ঘট নয়। জেসলমির নগরে যে গর্ত্তে তিনি প্রোথিত ছিলেন, তাহা দুইফিট গভীর। আমরা মাপিয়া দেখিয়াছি, পাঁচফিট পাঁচইঞ্চ দীর্ঘ মধ্যমাকার লোক সোজা হইয়া বসিলে নিতম্ব হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনফিটের কম উচ্চ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি দুইফিট গভীর গর্ত্তের মধ্যে অনায়াসে উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন উপরের প্রস্তর মস্তকে লাগে নাই, তিনি কখনই মধ্যমাকার পুরুষ হইতে পারেন না। যাঁহারা সাধুকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাও বলেন যে, তিনি নিতান্ত খর্ব্বাকার ছিলেন। এই সিদ্ধপুরুষ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

হরিদাস বিদ্যার বড় গৌরব করিতেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শিষ্যদের লইয়া সারাদিন শাস্ত্রালোচনাতেই থাকি-তেন। কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থান হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সর্ব্বদা মহারাজের নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতেন। কথিত আছে, সাধুর সঙ্গে শাস্ত্র-কথা কহিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। ইহাও অনেকের মুখে শুনিয়াছি, হরিদাসের এত বড় দুর্জ্জয় ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু তিনি আবার তেমনি অমায়িক ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁহার কাছে যোগের উপদেশ লইতে আসিতেন। সকলকেই তিনি সম্মান করিয়া আসনে বসাইতেন এবং সকল কথার সদুত্তর দিয়া তুষ্ট করিতেন। তাই, মৃণালে কণ্টক থাকিলেও প্রস্ফুটিত কমলের অনাদর হয় নাই; যাহার সুগন্ধ ছুটিলে মন ভুলিয়া যায়, সে ফুলে কাঁটা থাকিলেও ভ্রমরে কখন ঘৃণা করে নাই?— হরিদাসের চরিত্রে দুই একটী দোষ থাকিলেও লোকে তাঁহার সর্ব্বদা গৌরব করিত, হরিদাসকে দেখিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই সুখী হইত।

এই মহাপুরুষের রুক্ষস্বভাব হইবার আর এক কারণ আছে। ডাক্তার ম্যাকগ্রেগর নাকি বলিয়াছিলেন, নিয়ত অনশনে সাধুর দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। শরীর শুষ্ক হইলে স্বভাব অতিশয় খিট্‌খিটে হয়। সেই জন্য হরিদাস ক্রোধসম্বরণ করিতে পারেন না, অল্পে রাগিয়া উঠেন। অসবরন্ সাহেব বলেন, সন্ন্যাসীটার বয়ঃক্রম ত্রিশবৎসর হইবে এবং দেখিতে অতি-ধূর্ত্ত ও কদাকার *।

ইন্দ্রিয়াসক্তি হরিদাসের আর একটী কলঙ্ক। লোকের চক্ষে এ কলঙ্ক জলে ধুইবে না, কালে ঘুচিবে না। কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণবদের অন্যমত। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি ব্যতিরেকে সাধনে সিদ্ধি নাই। হরিদাস বৈষ্ণব ছিলেন, এই মতে তিনি প্রকৃতির পূজা করিতেন কিম্বা তাঁহার অন্য মত ছিল, তাহা আমরা জানি না।

হরিদাস যে সময়ে লাহোরে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সত্তর বৎসরের অধিক। কিন্তু তাঁহাকে নব্য যুবার মত দেখাইত। বিশেষতঃ সাহেবদের চক্ষে তিনি চিরকাল নবীন যুবা পুরুষটী ছিলেন,—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইত, কিন্তু হরিদাসের বয়ঃক্রম বাড়িত না। তিনি যে যুবা সেই যুবাই ছিলেন।

১৮৩৫ সালের ১লা এপ্রেল বৈলো সাহেবের সঙ্গে ই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি হরিদাসকে ত্রিশ বৎসরের নবীন তপস্বী স্থির করিয়াছিলেন। তাহার পর তিন বৎসর অতীত হইল; ১৮৩৮ সালের জুন মাসে অদীননগরে অসবরন্ সাহেবের সঙ্গে সাধুর দেখা হয়। তিনিও সন্ন্যাসীকে তৎকালে ত্রিশ বৎসরের যুবাপুরুষ স্থির করিলেন। বোধ হইতেছে, তপোবলে হরিদাসের শরীর অরোগী ছিল, তাই তাঁহার বয়ঃক্রম বুঝিতে পারা যাইত না। সমাধিসাধন মুখের কথা নয়, সর্ব্বদা পথ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা চাই। কুপথ্যাশী হইলে যোগের নিয়মভঙ্গ

---

* He is apparently about thirty years of age, with a disagreeable cunning expression of countenance. Osborne.

He is a youngish man, about thirty years of age ... Boileau.

হয়, সুতরাং যোগী সিদ্ধ হইতে পারেন না। যিনি নিত্য সৎপথ্য খাইয়া প্রাণধারণ করেন, তাঁহার দেহে রোগ থাকে না। সেজন্য এই সাধু চিরকাল সুস্থ ছিলেন এবং নবীনবয়সের ন্যায় তাঁহার শরীর যৌবন-লাবণ্যে ঢল ঢল করিত।

হরিদাস খর্ব্বাকার ছিলেন। দাঁড়াইলে ন্যূনাধিক পাঁচফিট উচ্চ। কিন্তু অসবরন্ সাহেবের পুস্তকে যে চিত্র আছে, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে মধ্যমাকার বলিয়া বোধ হয়। এ সন্দেহের মীমাংসা করা দুর্ঘট নয়। জেসলমির নগরে যে গর্ত্তে তিনি প্রোথিত ছিলেন, তাহা দুইফিট গভীর। আমরা মাপিয়া দেখিয়াছি, পাঁচফিট পাঁচইঞ্চ দীর্ঘ মধ্যমাকার লোক সোজা হইয়া বসিলে নিতম্ব হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তিনফিটের কম উচ্চ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি দুইফিট গভীর গর্ত্তের মধ্যে অনায়াসে উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন উপরের প্রস্তর মস্তকে লাগে নাই, তিনি কখনই মধ্যমাকার পুরুষ হইতে পারেন না। যাঁহারা সাধুকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাও বলেন যে, তিনি নিতান্ত খর্ব্বাকার ছিলেন। এই সিদ্ধপুরুষ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

হরিদাস বিদ্যার বড় গৌরব করিতেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শিষ্যদের লইয়া সারাদিন শাস্ত্রালোচনাতেই থাকিতেন। কাশী, দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রসিদ্ধস্থান হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা সর্ব্বদা মহারাজের নিকট ভিক্ষা করিতে আসিতেন। কথিত আছে, সাধুর সঙ্গে শাস্ত্রকথা কহিয়া তাঁহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। ইহাও অনেকের মুখে শুনিয়াছি, হরিদাসের এত বড় দুর্জ্জয় ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু তিনি আবার তেমনি অমায়িক ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। হিন্দুমুসলমান সকলেই তাঁহার কাছে যোগের উপদেশ লইতে আসিতেন। সকলকেই তিনি সম্মান করিয়া আসনে বসাইতেন এবং সকল কথার সদুত্তর দিয়া তুষ্ট করিতেন। তাই, মৃণালে কণ্টক থাকিলেও প্রস্ফুটিত কমলের অনাদর হয় নাই; যাহার সুগন্ধ ছুটিলে মন ভুলিয়া যায়, সে ফুলে কাঁটা থাকিলেও ভ্রমরে কখন ঘৃণা করে নাই;— হরিদাসের চরিত্রে দুই একটী দোষ থাকিলেও লোকে তাঁহার সর্ব্বদা গৌরব করিত, হরিদাসকে দেখিয়া হিন্দু মুসলমান সকলেই সুখী হইত।

১৯

পরমায়ুবৃদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান।

হরিদাসের গল্প শেষ হইল। কেবল তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের কোন কথা বলা হয় নাই। না বলিলে এতবড় মহাপ্রাণ ব্যক্তির জীবনীর এক প্রধান অংশ অসম্পূর্ণ থাকে। তাই, তাঁহার মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিয়া এই অসম্পূর্ণতা টুকু পূরণ করিয়া দিতেছি।

এই মহাপুরুষ যুগধর্ম্ম মানিতেন না। তাঁহার মতে, মানুষের আচারব্যবহার ঠিক থাকিলে চারিযুগেই আয়ুর পরিমাণ সমান থাকে। সকল লোকেই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। যোগাভ্যাস করিলে মানুষের পরমায়ুঃ চারিশত বৎসর হয়। যুগধর্ম্মে বৃক্ষাদির জরামৃত্যু বাড়িতেছে না, পশুপক্ষীর জরামৃত্যু বাড়িতেছে না, কেবল মানুষের জরামৃত্যুবৃদ্ধি হইতেছে,— তা। মানুষের নিজের দোষে লোকে মহাজনের বাক্য মানিয়া চলিলে দীর্ঘায়ু লাভ করেন।

অন্ধ, খঞ্জ, চিররুগ্ন, মূর্খ এবং বৃত্তিহীন ব্যক্তি বিবাহ করিবে না। যিনি ধনোপার্জ্জনে সক্ষম, সুস্থ ও বলবান্, বিবাহের ব্যবস্থা সেই প্রশস্তবরের জন্য। সন্তানের নিমিত্ত ভার্য্যার প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়সুখের কামনা করিবে না। উচিতবয়সে পুত্র না জন্মিলে নিকট জ্ঞাতিকে ধন দান করিবে। পুনর্ব্বিবাহ কিম্বা দত্তকগ্রহণ নিষিদ্ধ।

চিরকাল বিদ্যার গৌরব করিবে। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিখিবে। যবনকে জ্ঞান ও বিদ্যা শিখাইবে, কোল দিবে, কিন্তু অন্নগ্রহণ করিবে না। স্বপাক ও মাতার হস্তের অন্ন অমৃততুল্য, পরপাক বিষবৎ। চমস দিয়া ধীরে ধীরে ভোজন করিবে। খাদ্যে নখ লাগিলে অর্দ্ধেক বিষ ও অর্দ্ধেক মলভোজন হয়। আহারের সময় কথা কহিবে না। সদা একাহারী হইবে। দ্বিভোজন ও অতিভোজন রোগের কারণ। দধি ও মৎস্যভোজন করিলে কফ, পিত্ত ও শুক্রবৃদ্ধি করে, তাহাতে দেহের জড়তা জন্মে ও আয়ুঃক্ষয় হয়। মাংসভোজনে তাপও শ্বাসবৃদ্ধি হয়, সুতরাং পরমায়ুঃ কমিতে থাকে। পুরাতন চাউল, মুগ, ছোলা, গম, যব, হেলঞ্চ, কলম্বী, বেত্রাগ্র, কালকাশুন্দা, আকন্দ নিবিন্ধা, নিম্ব, বিল্ব ও তুলসীপত্র, হরিতকী, আমলকী, নেবু, দাড়িম, আদা, তাল, বেল, রম্ভা, আম্র, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু এবং চিনিই সুপথ্য। বিকৃতদ্রব্য, পায়স, পিষ্টক ও কটু, লবণ এবং অম্লরস, কোরক, রশুন পলাণ্ডু ও যাহাতে আমিষ কিম্বা পলাণ্ডুর গন্ধ আছে, তেমন সামগ্রী খাইবে না। গাভিদুগ্ধ ও গব্যঘৃতই প্রশস্ত, কিন্তু নবপ্রসূত গাভির দুগ্ধ নিষিদ্ধ। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে ও রাত্রিকালে অন্নভোজন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। আহারের পূর্ব্বে কিম্বা পরে শ্রম নানা রোগের কারণ। ভয়, শোক, হর্ষ, ক্রোধ ও শ্রমের শান্তি হইলে আহার করিবে। উদরের অর্দ্ধেক অন্নাদিতে পূর্ণ করিবে, একভাগ জলে; বাকিএকভাগ শূন্য রাখিবে। পুনঃপুনঃ আচমন করিবে, কিন্তু প্রত্যহ স্নান করিলে শরীর রুগ্ন হয়। দিনের চারিপ্রহরে চারিবার ভিজা গামোছায় সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে এবং চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম,কস্তুরী

প্রিয়ঙ্গু মাখিয়া শরীর সুবাসিত রাখিবে। নিষ্কজ্জল চক্ষের হিতকর। কানের ছিদ্রে সুগন্ধ তুলা দিয়া বন্ধ রাখা উচিত। প্রত্যহ চারিবার বস্ত্রত্যাগ করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিবে। অধিক উচ্চে কিম্বা অধিক নিম্নে শুইবে না, বসিবে না। দুইহাত উচ্চ পালঙ্ক পাতিয়া তাহার উপর শয়নোপবেশন করিবে। মৃত্তিকাশয্যা শ্মশান তুল্য। দেবতার আরাধনার সময় ভূগর্ভে কিম্বা

দেখা যাইতেছে, হরিদাস অধিকাংশস্থলে ভগবান্ মনুর মতই মানিতেন। মনুসংহিতায় আছে,—

> লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
> অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানি চ। ৫। ৫

রশুন গৃঞ্জন পেঁয়াজ কোরক এবং বিষ্ঠাদিতে যাহা জন্মে, সে সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতির অখাদ্য।

> ন ভুঞ্জীতোদ্ধৃতস্নেহং নাতিসৌহিত্যমাচরেৎ।
> নাতিপ্রগে নাতিসায়ং ন সায়ম্প্রাতরাশিতঃ। ৫। ৬২

যে দ্রব্যের স্নেহাদি সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবে না। কখন অধিক খাইবে না। সূর্য্যোদয়ে এবং সূর্য্যের অস্তকালে ভোজন করিবে না। পূর্ব্বাহ্ণে ভোজন করিলে পরাহ্ণে আর ভোজন করিবে না।

গুহার ভিতর ঘুমাইলে কিরূপে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহার বিস্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে;—ক্রীটাদ্বীপের এপিমেনাইদ একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর মৃত্তিকার ভিতর ঘুমাইয়া পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়াছিলেন। একথাও প্রসিদ্ধ আছে যে, নৃপতি ডিসিয়সের রাজত্বকালে সাতজন যোগী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিদের অত্যাচারের ভয়ে এফিসসের নিকট একটী গর্ত্তের ভিতরে একশতপঞ্চান্ন বৎসর ঘুমাইয়াছিলেন। পরে দ্বিতীয় থিওদসিয়সের রাজত্বকালে তাঁহারা জাগরিত হন।

Who will not remember the history of Epimenides of Creta, who, after a sleep of forty years in a grotto there, is reported to have again re-entered the world from which he had so long been separated? Who will not remember also the seven holy sleepers, who, according to a Vatican manuscript, were concealed in a grotto near Ephesus, in order to escape the persecutions of the Christians, during the reign of the Emperor Decius; and who, 155 years subsequently, in the time of Theodosius II, returned to consciousness? (Honigberger.)

গিরিগুহায় সিংহাসনের উপর কুশাসন ও বস্ত্র বিছাইয়া ধ্যান করিবে। যাঁহারা বৎসর বৎসর গুহার ভিতর বাস করেন, তাঁহাদের চারিগুণ পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

মলমূত্র হাঁচি ও কাসির বেগ ধারণ করিবে না। কিন্তু কাম ও ক্রোধের বেগ দমন করিয়া রাখিবে। প্রত্যহ তৈল ও লবণ দিয়া দন্ত মাজিবে, পশ্চাতে নিম্বিপত্রের রস খাইয়া বমন করিবে, মাসে মাসে জঙ্গীহরিতকী খাইয়া বিরেচন করিবে এবং তিন তিন মাস পরে আকন্দের নস্য লইবে। প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া প্রাণায়াম করিবে।

দিবসে নিদ্রা যাইবে না। প্রত্যূষে উঠিয়া শুচি হইবে। অধিক নিদ্রাও বিরুদ্ধ অধিক জাগরণও বিরুদ্ধ। দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া অন্ধকারে ঘুমাইবে।

মাদকদ্রব্য খাইতে নাই। মাদকদ্রব্য-সেবনে দেহের ও বুদ্ধির জড়তা জন্মে, নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির উদয় হয় এবং আয়ুঃ ও চিত্তদমন-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

গৃহীরা নিজ পরিবার এবং কুটুম্বদিগের উপকারের জন্য ধনোপার্জ্জন করিবেন। রাজা প্রজার হিতের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিবেন। উদাসীনেরা জগতের মঙ্গলার্থ ধন লইবেন। গৃহীরা অর্দ্ধেক ধন সঞ্চয় রাখিয়া অর্দ্ধেক ব্যয় করিবেন। রাজা বিপদকালের জন্য সিকি ধন ভাণ্ডারে রাখিবেন, অর্দ্ধেক প্রজার হিতের জন্য ব্যয় করিবেন, এক আনা নিজের সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত লইবেন, বাকি তিনআনা রাজকর্ম্মচারিদিগকে দিবেন। উদাসীনেরা এক হাতে ধন লইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য হাত দিয়া ব্যয় করিবেন

ভিক্ষুককে পরিতোষপর্য্যন্ত দান করিবে। সুতরাং ক্ষুধাতুরকে অন্ন এবং শীতার্ত্তকে বস্ত্র দিলেই পরিতোষ জন্মে, আর কিছুতে ভিক্ষুকের আশা মিটে না। তাই, অন্ন ও বস্ত্রদানই শ্রেষ্ঠ।

সহজেই ঈশ্বরকে ভক্তি করিবে। ঈশ্বর নিরাকার তাহা মনে মনে মানিবে। তর্কদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে না।

সুহৃদ্গণের কাছে ঈশ্বরের সখ্যভাব শিখিবে, গুরুজনের কাছে ঈশ্বরের বাৎসল্য শিখিবে এবং সুলক্ষণা স্ত্রীলোকের সংসর্গে প্রীতিযোগ অভ্যাস করিবে।

হরিদাসের নীতিশাস্ত্রের কথা ফুরাইল। তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের কথা কিছু কৌতুকাবহ। একদিকে ভগবদ্গীতা, অন্যদিকে সাংখ্য; হরিদাসের মত উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। আমাদের সাধু সমদর্শী ছিলেন, জগতে

সকলিই মঙ্গলের জন্ম, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। ঈশ্বর সংসারে স্থাবর জঙ্গমের সৃষ্টি করিতেছেন। সৃষ্টি করিয়া সকলের সাম্যতা রক্ষা করিতেছেন। সাম্যতা রক্ষার আর একটী নাম—পালন ও ধ্বংস। অর্থাৎ জগতে সৃষ্টবস্তুর ভার সমান রাখিবার জন্ম যে দিকে ক্ষয় হইতেছে সেই দিকে তিনি বৃদ্ধি করিতেছেন এবং যেদিকে উপদ্রব বাড়িতেছে, সেই দিকে ক্ষয় করিতেছেন। যে কর্ম্ম এই নিয়মের অনুকূল তাহাই সাধকের লক্ষ্য। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান নাই, তিনি ঈশ্বরের দূরবর্ত্তী লক্ষ্য বুঝিতে পারেন না। দেখিতে পাই, কোথাও পুত্রশোকে অন্ধজননী কাতর হইয়া কাঁদিতেছেন। কোথাও সংসার সুখের আশাস্থান স্বামীকে হারাইয়া রমণীর হৃদয় ফাটিতেছে, তিনি পতি-বিরহে পাগল হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার দূরবর্ত্তী লক্ষ্য কি, তাহা সামান্ত মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত। তাহারা কেবল ঈশ্বরের অন্যায়, অবিচার এবং নিষ্ঠুরতা দেখিতে পায়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী ইহাতে মঙ্গলকর উদ্দেশ্য দেখেন *।

যোগিদের উদ্দেশ্য সেই রূপ। তাঁহাদের নিজের কর্ম্ম নাই। যাহা আছে, সে কেবল ঈশ্বরের নিয়োগে। সুতরাং তাহাতে অশুভ নাই। হরিদাস এই মতের সাধক। তিনি বলিতেন, লক্ষ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য ভাল হইলে, সত্য নাই মিথ্যা নাই, পাপ নাই পুণ্য নাই, নিঃস্বার্থযোগী সকল কাজই করিতে

---

* যাঁহারা পার্ণেলের হার্মিট পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই তত্ত্বজ্ঞানের মর্ম্ম বুঝিবেন। গীতারও একটী শ্লোকে শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায় দুর্জ্জনপীড়নে ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা নাই, তাহার উপমা দেওয়া হইয়াছে,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই শ্লোকে ভগবানের দোষপরীহারের জন্ম স্বামী লিখিয়াছেন,—ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতো হপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্। যথাহুঃ,—

লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি॥

যেমন সন্তানকে লালন পালন ও তাড়না করিলে মাতার দয়া নাই, এমন কথা বলা যায় না। তদ্রূপ ঈশ্বরও গুণের পুরস্কার এবং দোষের তিরস্কার করিলে নির্দ্দয় হন না।

পারেন। জল যেমন পদ্মপত্রে থাকিয়া প্যতায় লিপ্ত হয় না, পাপও তদ্রূপ নিঃস্বার্থ যোগীকে স্পর্শ করে না ‡।

সত্যমিথ্যা, পাপপুণ্য এবং শুভ অশুভের প্রমাণ নাই। কি সত্য কি মিথ্যা, কি পাপ কি পুণ্য, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। সত্যমিথ্যা এবং পাপপুণ্য বলিয়া শাস্ত্রে যে নিয়ম আছে, তাহা লৌকিক বিধি। যুগে যুগে লৌকিক বিধি পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের সমাজ যখন যে রূপ হইয়া থাকে লৌকিক নিয়মও তাহার সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। সে কারণ সত্য-মিথ্যা ও পাপপুণ্যের কাজ নিত্য নহে। সত্যযুগে স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী ছিল এবং দেবর দ্বারা সন্তানোৎপাদন করা হইত। কলিতে ঐ সকল ব্যবহার পাপ বলিয়া গণ্য হইতেছে। অতএব কর্ম্মগত যে পাপ তাহা নিত্য নহে। সেই জন্য যাঁহারা কর্ম্মের ফলপ্রত্যাশী নন, তাঁহারা পাপের ফলভোগী হন না। লক্ষ্য অর্থাৎ উদ্দেশ্য মহৎ হইলেই মানুষকে সাধু বলা যায়। সংসারে বৈদ্য এবং পরমযোগীর লক্ষ্যই প্রধান। ইহাঁরা উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন, কর্ম্ম ইহাঁদের প্রধান নয়। কর্ম্ম দেখিয়া বিচার করিলে এই দুই ব্যক্তি লোকের কাছে ঘৃণাস্পদ হইতেন। [illegible]দ্যের উদ্দেশ্য মনুষ্যের জীবন রক্ষা করা, তাই বিষপ্রয়োগ করিলে [illegible]ক তাঁহার নিন্দা করে না। যোগীও পরব্রহ্মের মহৎউদ্দেশ্যে যোগ দিয়া যোগী নাম প্রাপ্ত

‡ গীতারও এই মত,—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

আনন্দগিরির টীকা,—ভৃত্যঃ স্বাম্যর্থং কর্ম্মাণি করোতি, স্বফলমপেক্ষতে। তথৈব যোবিদ্বান্ মোক্ষেঽপি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ভগবদর্থমেব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি করোতি, ন স্বকর্ম্মণা বধ্যতে, ন হি পদ্মপত্রমম্ভসা সম্বধ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ।

ইহার ফলিতার্থ এই,—আমি নিজে কিছুই করিতেছি না। যাহা করিতেছি, সেকেবল ঈশ্বরের নিয়োগে। প্রভু যেমন আদেশ করিলে ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞাপালন করে, তাহার নিমিত্ত ভৃত্য পাপপুণ্যের ভাগী নয়। আমিও তদ্রূপ ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করিতেছি, আমি পাপপুণ্যের ভাগী নই। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পাপও আমাতে লিপ্ত হয় না।

হইয়াছেন। যাঁহারা লোকালয়ে থাকেন, সে সকল যোগী উদ্দেশ্যকে প্রধান মানিয়া কার্য্য করেন। এই সংসারকে নিরুপদ্রব করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা সমস্ত কাজ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি নিজের রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তিনি যোগী নন—পাতকী।

কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে এ ব্যবস্থা নহে। তাঁহাদের বিধি অন্য প্রকার। সংসারী লোক লৌকিক নিয়ম মানিয়া চলিবে। লৌকিক নিয়ম না মানিলে তাঁহারা বিনাশপ্রাপ্ত হন। যোগীরা যোগসাধনের পূর্ব্বে যম এবং নিয়ম অভ্যাস করিবেন। অহিংসা, অচৌর্য্য, সত্যকথন, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ, এই পাঁচটী যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটী নিয়ম। এই দশ অঙ্গ অভ্যাস করা হইলে যোগীরা যখন সমাধিসিদ্ধ হন, স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বভাবের নিয়মজ্ঞান এবং ঈশ্বর প্রণিধানই তাঁহাদের মনে থাকে, অন্য অঙ্গগুলি ভুলিয়া যান। কিন্তু সংসারী লোক চিরকাল এই দশটী নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

হরিদাস তবে কেমন লোক? তাঁহার চরিত্রের যে প্রকার চিত্রপটখানি আগাগোড়া আঁকিয়া তুলিলাম, তাহাই দেখিয়া বিচার করিব। এখন একবার তাঁহার সমাধি ধারণের ক্ষমতাটী ভুলিয়া থাকিব। কেন না, তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ভাবিলে আমাদের শরীরে রোমাঞ্চ হয়, তখন তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়ি। পক্ষপাত-চক্ষে দেখিলে আর ঠিক বিচার করা যায় না। দোষরাশির মধ্যেও যেন কত গুণ দেখি। তাই, তাঁহার ক্ষমতা কিছু ক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকিব। হরিদাস তবে কেমন লোক? ঠিক বুঝিলে,

---

মহাভারতের ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবন্! জ্ঞাতিবধাদি হিংসাকার্য্যে আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছেন কেন? কৃষ্ণ বলিলেন,—

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বাযুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০।২৭

তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আশা মমতা এবং শোকত্যাগ করিয়া তুমি যুদ্ধ কর। (তাহাতে তোমার পাপ নাই।)

তিনি দোষেগুণে মানুষ ছিলেন। তত বড় সাধকের যেমন হওয়া উচিত, তিনি তাদৃশ সচ্চরিত্র ছিলেন না। সে কুসুমে কীট লাগিয়াছিল, তেমন পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্কের কালি পড়িয়াছিল। যদি প্রবাদ সত্য হয়, হরিদাসের অর্থের সদ্ব্যয় প্রশংসনীয়, তেমন অর্থস্পৃহা প্রার্থনীয়; কিন্তু অর্থলোভ মন্দ। বোধ হয়, তাঁহার যেন কতক কতক অর্থলোভ ছিল। তাহার পর, মানুষের মত ও বিশ্বাসের উপর আমাদের কথা নাই। ধর্ম্মের সূক্ষ্মপথ ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারেন, মর্ত্ত্যে এমন মহাপুরুষ কৈ? সকলেই আপন আপন মতের আদর করেন। হিন্দু খৃষ্টান মুসলমানের চক্ষে আপন আপন মত পবিত্র। বনে অসভ্যেরা মদ্যমাংস দিয়া ভূত পূজা করে, তাহাদের সেই মতই ভাল। হরিদাস যদি প্রকৃতির পূজা ভাল বাসিতেন,—বাসুন। তাহার উপর কিছু বলিতে চাই না। বৈষ্ণবপ্রধান চণ্ডীদাস, রামী রজকীর পূজা করিতেন। বিদ্যাপতি, লক্ষ্মীরাণীর। তাঁহারা প্রকৃতিকে ব্রহ্মাণী ও সাক্ষাৎ রাধাশক্তি বলিয়া মানিতেন। ঠিক জানি না, কিন্তু বোধ হয় হরিদাসের প্রীতিযোগ যেন অন্য রকম। সে যোগ সংকীর্ণ, ভয়ে ভয়ে যেন সঙ্কুচিত। তাহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা নাই, ধর্ম্মবীরত্বের লক্ষণ নাই। হরিদাস রাজার ভয়ে পলাইলেন কেন?—তাই এ কথা বলি। যিনি আপন মতে দৃঢ়, ধীর ও গম্ভীর; ভয়ে টলিবেন না, লোভে ভুলিবেন না, তিনিই নী[illegible]র,—ধর্ম্ম পথের যথার্থ সদ্‌গুরু। হরিদাসের সে বীরত্ব কোথা? তিনি যদি স্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়া হৃদয়ের উদারতা দেখাইতেন, আমরা তাঁহাকে সাহসী যোগী বলিয়া মানিতাম। তাঁহার গুণের অশেষবিশেষ প্রশংসা করিলেও, এই থানে সেই মলিন মুখের প্রতি চাহিলে কেমন লজ্জা লজ্জা করে, মাথাটা একটু হেট হয়। তাই বলিয়া এমন যেন কেহ ভাবিবেন না যে, তাঁহার গুণগুলি একেবারে অস্বীকার করিতেছি।

হরিদাসের সাধন ও আচার ব্যবহারের ভিতর আমরা একটী কৌতুক দেখিতে পাই। তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন, অথচ বাণলিঙ্গ শিবের পূজা করিতেন এবং প্রণব জপ করিতে করিতে রুদ্রাক্ষের মালা ঘুরাইতেন। এখনকার বৈষ্ণবদের মধ্যে এ ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাতে বোধ

হইতেছে, তিনি কোন একটী বিশেষ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহাতে ফল পাইতেন, সেই আচরণই তাঁহার প্রিয় ছিল। তাহার পর দেখিতেছি, সাধু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। মৃত্যুর পর সন্ন্যাসীদিগকে দাহ করা হয় না, তাঁহাদিগকে মৃত্তিকায় সমাহিত করাই প্রথা আছে। হরিদাসের মৃতদেহের সমাজ দেওয়া হয় নাই,—শিষ্যেরা দাহ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই,—সাধু অন্তকালে চেলাদের বলিয়াছিলেন,—'তোমরা আমার দেহের চিহ্নমাত্রও রাখিবে না, মৃত্যুর পর অগ্নিতে সম[illegible] [illegible]রবে। সমাধি দিলে কি জানি লোকে পাছে সমাজের পূজা করে, তাহা হইলে আমার সদ্গতি হইবে না।' হরিদাসের এই কথাগুলিতে রাশি রাশি মহত্ত্ব, এই-খানে তাঁহার গুণের প্রধানত্ব। আমাদের সাধু মানুষ। মানুষের কপালে কথায় কথায় দোষ ঘটে, তাই হরিদাস মনকে স্থির রাখিতে না পারিয়া কখন কখন দুই একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু আবার গুণের পরিচয় শুনিলে তাঁহাকে দেবতার পাশে আসন দিতে হয়। সাধু কেবল কথার কল্পতরু ছিলেন না। তিনি দীন দরিদ্রকে দেখিলে ঝর্ ঝর্ করিয়া চক্ষুজলে ভাসিতেন। ক্ষুধাতুর ব্যক্তি নিকটে আসিলে মুখের গ্রাস রাখিয়া তাহাকে ভোজন করাইতেন। অতএব হরিদাসের আদ্যোপান্ত চরিত্রটী ভাবিলে পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠে! তাই বলি, কেবল তাঁহার দোষের দিকে চক্ষু দিয়া কাজ কি, গুণগুলি বাছিয়া লও না কেন? যদি কাঁটা দেখিয়া এত ভয়, গোলাপ তুলিও না, ডালেই তাহার সৌন্দর্য্য দেখ।

২০

কর্ম্মফল।

ইংরাজী পড়িয়া দিনকতক হিন্দুশাস্ত্রে লোকের অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এক্ষণেও যে অশ্রদ্ধা গিয়াছে, তাহা বলি না। কিন্তু যতটা হইয়াছিল আর সেরূপ নাই। আজিকালি একটু একটু ভক্তি জন্মিয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেকের ভাব এখনও পূর্ব্ববৎ। মুনিঋষিরা গুলীখোরের কিছু উপরে

আসন পাইয়াছেন কিম্বা অনেক নীচে পড়িয়া আছেন, নব্যদলকে জিজ্ঞাসা না করিলে একথার উত্তর দিতে পারি না। যাহা হউক, দুইটী কথায় বাঙ্গালীর বড় উপকার হইয়াছে; সেদুটী কথা না থাকিলে এতদিন বিস্তর লোক অধঃপাতে যাইত। একটী কথা—সংস্কৃত ভাষার আর্য্য শব্দ; আর একটীকথা—ইংরাজী ভাষার উনবিংশ শতাব্দী। লোকে যাই বলিয়া দিল,—আমরা আর্য্যের সন্তান; অমনি মন মাতিয়া উঠিল, আর ইংরাজী বলিয়া মনে নাই, আর্য্যধর্ম্মে আর্য্য-আচারব্যবহারে শ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। লোকে যাই শুনাইল,—এ উনবিংশ শতাব্দী; এ সময়ে অন্ধের মত কেহ কাহারও কুহকে ভুলিবে না। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল,—তাও ত বটে! এখন কে কাহার কথা শুনে? অমনি মনের বেগ ফিরিয়া গেল। নব্যদলেরা অবিচারিতচিত্তে ইংরাজীর পক্ষপাতী হইতেছিলেন, কতকটা শিখিয়া এখন আবার সে অভ্যাস ভুলিয়া যাইতেছেন। কথা আর কিছুই নয়, মূলগায়ক একবার ধূয়া ধরাইয়া দিলেই হইল, সঙ্গে সঙ্গে দোহারেরা অমনি সুর ধরিয়া বসে।

হিন্দুযোগশাস্ত্রে কাহারও বিশ্বাস ছিল না; অনেক বিজ্ঞলোকেও ইহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু এক্ষণে লোকের মন অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে, যোগবিদ্যায় কাহার কা[illegible] গাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এই সঙ্কটকালে সহজেই মনে এ প্রশ্নের উদয় [illegible]তে পারে,—তবে কর্ত্তব্য কি? যোগ সাধন করিতে গিয়া জড়বৎ হইয়া থাকিব? না,—শ্রম ও উদ্যম সহকারে সমাজের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিব? এই সমস্যার ব্যাখ্যা করা অতিশয় কঠিন। সহসা কোন উত্তর দিলে অনেকের বিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া কথা কহিলে কাহাকে দোষ পাইতে হইবে না।

আমাদের ঋষিরা দর্শনশাস্ত্রের বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন। নৈসর্গিক নিয়মের কোনও গূঢ়তত্ত্ব তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আজি সভ্যদেশের পণ্ডিতেরা যাহা অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন, কতকাল হইল ঋষিরা তাহা আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, এখন অমাদের কানে সে সব কথা পুরাতন লাগিতেছে। যোগের ব্যাখ্যা যিনি যেমন করুন, ইহার ফল সর্পাদির শীত

ন্নার মত। সর্প, ভেক প্রভৃতি কতক গুলি প্রাণী শীতকালে গর্ত্তের ভিতর
া যায়; কিছুই খায় না। সমাধিধারণও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু মনুষ্যের
হর গঠন বিভিন্ন প্রকার; সে জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন দ্বারা
রকে সর্পাদির মত করিয়া লইতে হয়। আমাদের যোগবিদ্যায় এবং
লমানদের সুফীশাস্ত্রে সমাধির ব্যবস্থা আছে। যোগীরা ইচ্ছা করিলে
ছু কালের নিমিত্ত জীবনী শক্তি বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন; আবার
করিলে বাঁচিতেও পারেন, এ কথায় আর সন্দেহ নাই, কারণ হরিদাস
হার প্রমাণস্থল। হরিদাস ইহারও প্রমাণস্থল যে, যোগ সাধনে দেহের
র যেমন কর্তৃত্ব জন্মে, মনেরউপর তত কর্ত্তৃত্ব জন্মে না। সাধক এবং অসা-
ের দেহে বিস্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু মনে কিছুই প্রভেদ নাই। সামান্য
কে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়; হরিদাস ক্ষুধাতৃষ্ণাকে বশীভূত করিয়া-
লন, তিনি কিছুকাল অনাহার থাকিতে পারিতেন। শ্বাস প্রশ্বাসাদি
হিক ক্রিয়া বন্ধ হইলে সামান্য লোকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে; হরিদাস
িক্রিয়া ও রক্তসঞ্চালনাদি বন্ধ করিয়া মরিয়াও আবার বাঁচিতে পারি-
ন। কিন্তু মন সামান্য লোকেরও যেমন, হরিদাসেরও সেইরূপ। যোগাভ্যাস
করিলে মনের গতি যেরূপ থাকে, যোগাভ্যাস করিলেও মনের অবস্থা
ইরূপ, তাহার কিছুই ভাবান্তর ঘটে না। চেষ্টা করিলে মানুষ সমাধিসিদ্ধ
তে পারে, এ প্রমাণ হরিদাসে। সমাধিসিদ্ধ হইলেও মনোমালিন্য
ীকৃত হয় না, পরমার্থলাভও করা যায় না, এ প্রমাণও হরিদাসে। কঠোর
াগাভ্যাস করিলেও ধনলোভ ঘুচিবে না, কামিনীর ভ্রূকুটিবিলাসে ভুলিতে
বে, তবে এ ছার যোগে কাজ কি?—তাই বলিতেছি যোগ সত্য,
ন্তু যোগের ফল মিথ্যা।

এক্ষণে অনেকেই যোগসাধনের পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহার ভিতরে
গূঢ়তা আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাজের
র্মঠ ব্যক্তিরা পাছে নিরুদ্যম হইয়া পড়েন, তাই আমাদের ভাবনা।
াহারা জড়বৎ হইয়া পড়িলে কোন কালে আমাদের শ্রীবৃদ্ধির আশা নাই।

যাহা হউক, এখনও আমরা সকলকে নিরুৎসাহ করিতে চাহি না।

সমাধিধারণ দ্বারা একটী বিশেষ ফললাভের প্রত্যাশা আছে। যোগসাধনে আয়ুবৃদ্ধি হয়, ইহা নিশ্চিত। প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিল, * গুরু অর্জ্জুনসিংহের সময় অমৃতসরের এক স্থানে মাটী খুড়িতে খুড়িতে মজুরেরা, জনৈক সন্ন্যাসীকে সমাধি-অবস্থায় দেখিতে পাইল। চৈতন্য হইলে তিনি নগরের অবস্থা দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া থাকিলেন। তখন আর সে পূর্ব্বের অমৃতসর নাই, সকলিই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি যে সকল পুরাতন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, তদ্দ্বারা নিশ্চিত হইল, শত বৎসরেরও অধিক তিনি মৃত্তিকাগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। অতএব যোগাভ্যাসে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরীর অকর্ম্মণ্য হইবে না, অথচ দীর্ঘজীবন লাভ হইতে পারিবে, বহুদিন অনুশীলন করিলে যদি ক্রমে এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়, তবে যোগবিদ্যা সংসারে হিতকর হইয়া উঠিবে, নতুবা উপকারের ভরসা নাই।

সমাপ্ত

---

* It is related that, two hundred and fifty years ago, in the time of the Gooroo Arjun Sing, a Joghee faqueer was found in his tomb in a sitting posture, at Umritsir, and was restored to life. This faqueer is reported to have been below the ground for one hundred years; and when he revived, he related many circumstances connected with the times in which he had lived. (Honigberger.)